প্রকাশক ঃ
শ্রীস্বপনকুমার মুখোপাধ্যায়
বাক্-সাহিত্য
৩৩, কলেজ রো
কলিকাতা-৯
আষাঢ় ১৩৬৫

মুদ্রাকর ঃ
শ্রীসুকুমার ভাণ্ডারী
রামকৃষ্ণ প্রেস
৬, শিবু বিশ্বাস লেন
কলিকাতা-৬

প্রচ্ছদপট ঃ
শ্রীকানাই পাল

গ্রন্থ-প্রসঙ্গে

'নিউ ইয়র্ক টাইমস পত্রিকায়' বিখ্যাত সাহিত্যিক সমালোচক **এ্যান্‌ড্রু ফিল্ড**, গ্রন্থ-সমালোচনা প্রসঙ্গে বলেছেন: **'টার্ৎসের** নবতম এই **(মায়ানগরী :: মেক্‌পীস এক্সপেরিমেণ্ট :: লিউবিমভ্‌)** উপন্যাস-খানিকে নিঃসংশয়ে রুশ সাহিত্যের বর্তমান দশকের শ্রেষ্ঠ কীর্তি ব'লে গণ্য করা যায়।' তাঁর রচনায় ইতিপূর্বে যে অননুকরণীয় ভাষা এবং প্রখর অনুভূতিপ্রধান কল্পনাশক্তি প্রতিফলিত হয়েছে **'মায়ানগরী'**তেও আমরা সেই অসামান্য বুদ্ধির দীপ্তি এবং বিশিষ্ট শক্তির সাক্ষাৎ পাই।

লিওনার্দ মেক্‌পীস্ একজন যন্ত্র বিজ্ঞানী। আত্মিকচৌম্বক শক্তির (Psychic magnetism) গুপ্ত রহস্যটুকু শিখে নিয়ে এবং সাধারণ মানুষের উপর প্রভাব বিস্তারে এই অনন্যসাধারণ অস্ত্রটি প্রয়োগের জোরেই মধ্য রাশিয়ার কোনো এক লিউবিমভ্ নগরের সে শাসনকর্তা হয়ে বসল। এই শক্তির বলেই সে লিউবিমভ্‌কে কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষের দৃষ্টির অন্তরালে লুকিয়ে ফেলল। এই শক্তি প্রয়োগের দ্বারাই সে স্থানীয় বাসিন্দাদের মনে এইরূপ বিশ্বাস জন্মাল যে,—তারা সুখী, তাদের পার্থিব সকল কামনাই চরিতার্থ। তারপর সমগ্র বিশ্বের সর্বময় কর্তৃত্ব অধিকারেরও একটা পরিকল্পনা করতে লাগল সে। এই সুতীক্ষ্ণ শ্লেষসমাচ্ছন্ন পরিহাসোচ্ছল আখ্যানবস্তুর উপসংহারে পৌঁছবার পথে আমরা দেখতে পাই যে পৃথিবীর প্রতিটি ডিক্টেটর যে-পথে চিরকাল চলেছে, মেক্‌পীস্‌ও সেই পন্থাই অনুসরণ করেছে! এর মধ্যে দিয়ে সাম্প্রতিক কালের সোভিয়েট ইউনিয়নের যে অন্তরঙ্গ চিত্র আমাদের সামনে উদ্‌ঘাটিত হয়েছে তাকে স্বচ্ছন্দেই রুশীয় "তেজোদৃপ্ত নয়া-দুনিয়া বা **ব্রেভ্ নিউ ওঅর্ল্ড**" আখ্যা দেওয়া চলে।

মারাত্মক সত্য ঘটনা নির্ভীক লেখকের সত্যনিষ্ঠার দৌলতে যথার্থ সৃষ্টিরূপে উত্তীর্ণ হয় এবং তা বিশ্বাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে। **"মায়ানগরী"** তারই চাঞ্চল্যকর প্রমাণ। লেখকের পূর্ববর্তী রচনাগুলির মত এই বইখানিও গুপ্ত-ভাবে সোভিয়েট ইউনিয়ন থেকে বাইরে আনা হয় এবং "এব্রাম টার্ংস" এই ছদ্মনাম বজায় রেখে প্রকাশ করা হয়। দুঃখের কথা এখন আর লেখক আমাদের কাছে অজ্ঞাত নন। ১৯৬৬ সালের ফেব্রুয়ারীতে, আন্দ্রি সিনিয়াভ্স্কি ওরফে এব্রাম টার্ংস এবং রাশিয়ার আর এক শক্তিমান লেখক ইউলি দানিয়েলের গুপ্ত-বিচার হয়—এবং এঁরা দুজনেই কারা প্রাচীরের অন্তরালে বন্দী হন। বিভিন্ন অপ্রকাশ্য পথে এই মস্কো বিচারের প্রত্যয়যোগ্য প্রতিলিপি বহির্বিশ্বে পৌঁছে গেছে। এই বিবরণীটি পড়লে বিস্ময়াভিভূত হ'তে হয়। কিন্তু তার চেয়েও বড় কথা, এই মানুষটি চিন্তা ও স্বমত প্রকাশের স্বাধীনতার প্রতি যে অবিচল নিষ্ঠা দেখিয়েছেন,—এই পুস্তকটি তারই চাঞ্চল্যকর নজীর হয়ে রইল। সেই কারণেই 'মায়ানগরী-'র সঙ্গে সঙ্গেই সেই বিচারের প্রতিলিপিটিও প্রকাশ করা হয়েছে এবং তার নাম দেওয়া হয়েছে "বিচার"। বাংলার সুপরিচিত লেখক মণি গঙ্গোপাধ্যায় এই "বিচার" পুস্তকটি অনুবাদ করেছেন। বাংলার পাঠক সমাজের কাছে এই দু-খানি গ্রন্থই বিশেষ আকর্ষণীয় হবে।

সিনইয়াভ্স্কির সাহিত্যকীর্তিই, আমাদের সমকালীন শ্রেষ্ঠ লেখকদের মধ্যে তাঁর স্থান নির্দিষ্ট করেছে। তাঁর রচনা রাশিয়ার মহাশক্তির পূর্বসূরীদের পন্থের অনুগামী হলেও আধুনিক প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সাহিত্যের সঙ্গে এর গভীর আত্মীয়তার যোগসূত্র বিশেষভাবে লক্ষণীয়। আত্ম-প্রকাশের এই স্বতন্ত্র প্রতিভাই তাঁকে অনন্যসাধারণ আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছে এবং বিশ্ব-সাহিত্যে নিজস্ব দানের ভূমিকা রচনা করেছে।

গ্রন্থকার প্রসঙ্গে

'মায়ানগরী' (Makepeace Experiment) ইংরাজিতে প্রকাশের পর বছর ঘুরবার আগেই এব্রাম টার্জ-এই ছদ্মনাম ব্যবহারের প্রয়োজন ১৯৬৬ সালেই শেষ হয়ে গেছে। কেন না ঐ বছর ফেব্রুয়ারী মাসে আন্দ্রি দোনাতিয়েভিচ্ সিনিয়াভ্স্কি যিনি 'এব্রাম টার্জ' ছদ্মনামের আড়ালে লিখতেন—গোপনে তাঁর বিচার হয় মস্কোতে। তাঁর সঙ্গে আরও এক সোভিয়েট লেখকের বিচার হয়েছে—তাঁর নাম ইউলি দানিয়েল। বর্তমানে এঁরা দুজনেই কারাগারে।

সিনিয়াভ্স্কি জাতিতে রুশ; জন্ম ১৯২৫ সালে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষ দিকে স্বল্পকাল লড়াইএর সঙ্গে তাঁর প্রত্যক্ষ সংস্পর্শ ঘটেছিল। ঐ সময়েই তিনি 'রুশীয় জনসাধারণের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশার সুযোগ পেয়েছেন' এবং তার ফলেই তাঁর মনে জনসাধারণের সম্পর্কে 'গভীর ঐক্য বোধ ও মমত্বময় অনুভূতির' বিকাশ হয়েছে।

যুদ্ধোত্তর কালে মস্কো বিশ্ববিদ্যালয়ের 'ফিলসফিক্যাল ফ্যাকাল্টি'র ছাত্র হিসেবে তিনি মনোনীত হয়ে ১৯৪৭-৫০ সাল পর্যন্ত সেখানে ভাষাতত্ত্ব অধ্যয়ন করেন। এর পর তিনি 'ক্যাণ্ডিডেট অব ফিললজিক্যাল সায়েন্স' ডিগ্রিতে ভূষিত হন; এটা কতকটা 'ডক্টরেট্' ডিগ্রীর তুল্য। কারারুদ্ধ হওয়ার সময় অবধি (সম্ভবতঃ ১৯৪৭ সালের শেষ দিকে) গত কয়েক বছর তিনি মস্কোতে অবস্থিত 'গোর্কি ইন্স্টিট্যুট অব ওঅর্ল্ড লিটারেচার' প্রতিষ্ঠানে একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারী হিসেবে কাজ করেছেন।

সাহিত্য ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে তাঁর মনীষার ব্যাপ্তি অসাধারণ, শিল্পের ইতিহাস সম্পর্কে তাঁর অনুসন্ধিৎসার কথাও উল্লেখ না করে পারা যায় না। এই সকল গুণের জন্যই সোভিয়েট বুদ্ধিজীবী মহলে সিনিয়াভ্স্কি শিক্ষক, গবেষক এবং সমালোচক হিসেবে শ্রদ্ধা ও স্বীকৃতি অর্জন করেছেন।

১৯১৭ সালের সমাজবাদী বিপ্লবের (সোস্যালিস্ট রেভলিউশন) আট বছর পরে সিনিয়াভ্স্কির জন্ম হয়—এবং সমাকালীন আর সকলের মতই বিপ্লবের প্রতি তিনি প্রগাঢ় শ্রদ্ধা পোষণ করেন। তাঁর ধারণা এই বিপ্লব "বিরাট এক সৃষ্টিধর্মী শক্তিকে বন্ধন-মুক্ত ক'রেছিল।" আর এমনিতেও আজ অবধি তাঁর

যত লেখা প্রকাশিত হয়েছে তাতে সামান্যতম যুক্তিসঙ্গত লক্ষণানুসারেই তাঁকে "সোভিয়েট-বিরোধী" বা "প্রতিবিপ্লব বাদী" প্রতিপন্ন করার মত কোনো কিছু খুঁজে পাওয়া যায় না। অবশ্য বিভিন্ন সমস্যা কিংবা বিষয়ের ক্ষেত্রে তাঁর যে স্বতন্ত্র মত প্রকাশ পেয়েছে সেগুলো হয়ত সাম্প্রদায়িক অনুমোদনসিদ্ধ না মনে হতে পারে। ১৯৫৬ সালে বিংশতিতম পার্টি কংগ্রেসে ক্রুশ্চেভ স্তালিন-যুগের যে ঐতিহাসিক বিভীষিকাময়-রহস্যোদ্ঘাটন করলেন তার পর থেকেই সিনিয়াভ্স্কির মনে বিরাট পরিবর্তন শুরু হলো। এই রহস্যমোচন কেবল সিনিয়াভ্স্কিরই মোহমুক্তি ঘটায় নি, তাঁর সমসাময়িক বিপুল যুবগোষ্ঠীর সকলেরই সত্যদর্শন ঘটিয়েছে। এই পরিস্থিতি সম্পর্কেই পাস্তের্নাক বলেছেন: "একটি পৃথিবী ধ্বংস হয়েছে আর একটি নূতন পৃথিবীর অভ্যুদয় ঘটবে।" সিনিয়াভ্স্কি এই নূতন পৃথিবীরই মানুষ।

সিনিয়াভ্স্কি ১৯৫৬ সালে "সমাজতান্ত্রিক বস্তুস্বাতন্ত্র্যবাদের" উপরে প্রবন্ধ লেখেন। এবং ঐ বছরেই তাঁর প্রথম ছোট্ট উপন্যাস "বিচারের সূত্রপাত"-এ সাদাসিধে তরুণ কমিউনিস্ট সেরিগুজ্জার যে চরিত্র সিনিয়াভ্স্কি আঁকেন তা তাঁর নিজেরই প্রতিচ্ছায়া। স্তালিন-যুগের বীভৎসতাকে প্রচারের প্রয়োজনে উদ্বুদ্ধ এই সব রচনা পুস্তকাকারে প্রকাশিত হওয়ার আগে পাণ্ডুলিপি অবস্থাতেই সারা দেশের সর্বত্র হাতে হাতে ঘুরতে থাকে। এদিকে ১৯৫৮ সালের মধ্যে এটা ক্রমেই স্পষ্ট হয়ে উঠলো যে, জনগণকে মতামত প্রকাশের যে স্বাধীনতা মঞ্জুর করা হয়েছিল সেটা নিতান্তই অনিচ্ছাকৃত এবং তা ছলনা ছাড়া বেশি কিছু নয়। এই কারণেই সিনিয়াভ্স্কির প্রথম রচনা ইউ এস এস. আর থেকে গুপ্তভাবে বাইরে এনে ১৯৪৭ সালে প্রকাশ করা হলো। লেখকের পরিচয় "এব্রাম টার্জ" ছদ্মনামের আড়ালে রইল। ১৯৪৭ থেকে ১৯৫৮ সালের মধ্যে কোনো এক সময়ে তাঁর রচিত "উদ্ভট সৃষ্টিছাড়া কাহিনী" (Fantastic Stories) অনুরূপ উপায়েই বাইরে চলে আসে। "মায়ানগরী" (The Makepeace Experiment) ১৯৫৮ সালের মধ্যে রচিত এবং ১৯৬৩ সালে ফ্রান্সে প্রথমে খোলিশ ভাষায় প্রকাশিত হয়। এর নাম দেওয়া হয় 'লিউবিমভ্'।

রুশ দেশের অনেকেই ইদানীং পাস্তেরনাকের সঙ্গে সিনিয়াভ্স্কির নাম উচ্চারণ ক'রে থাকেন। পাস্তের্নাক-প্রতিভা মূল্যায়ণের তিনি সূক্ষ্ম সমর্থক ব'লেই নয়, তিনি পাস্তেরনাকের বিশিষ্ট কাব্যসংকলনের এক সুদীর্ঘ ও পাণ্ডিত্য-

পূর্ণ ভূমিকা লিখেছেন ব'লেও বটে। এটা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে, পরলোকগত আমেরিকান কবি রবার্ট ফ্রস্টের সঙ্গে পাস্তেরনাকের ভাবাদর্শগত সাদৃশ্য লক্ষ করেছেন—১৯৫৮ সালে 'নোভি মীর' পত্রিকায় তিনি ফ্রস্টের উপরে লেখা মর্মগ্রাহী প্রবন্ধ সেই কথাই লিখেছেন।

বর্তমানে কারাগারে বন্দী সিন্‌ইয়াভ্‌স্কি, বিবাহিত। চার বছরের একটি পুত্র এবং স্ত্রীকে নিয়েই তাঁর সংসার। তাঁর স্ত্রী মাশা শিল্পকলার ইতিহাস সম্বন্ধে একজন বিশেষজ্ঞা।

॥ মুখবন্ধ ॥

যে লিউবিমভ শহরের কাহিনী বলতে বসেছি বয়সে তা হয়ত খাশ মস্কোর চেয়েও প্রাচীন। এর ধারে কাছে না আছে একটা তেলের খনি, না কোনো রেল পথ—আহা, যদি থাকত তাহলে কতো সুবিধে হ'ত! চাই কি তাহলে এ জায়গা অনায়াসেই ম্যাগ্‌নিটোগোর্স্কে'র(১) মতোই গুরুত্বপূর্ণ ব'লে গণ্য হ'ত। কিন্তু উন্নতির সব পথগুলোই যেন তাচ্ছিল্য ভরে আমাদের পাশ কাটিয়েছে। এখানে, যতদূর দৃষ্টি যায় মাইলের পর মাইল জুড়ে কেবলই জলাভূমি, ডোবা আর ছোট-ছোট গাছের বনবাদাড়। শিকার বলতে সেখানে স্রেফ খরগোস আর দু-চার জাতের অখাদ্য পাখীই পাওয়া যায়।

অবিশ্যি ওয়েটহিল পেরুলেই যথার্থ ভালো শিকার মেলে। ও অঞ্চলটা বুনো-হাঁসের জন্যে বিখ্যাত। সেকালে ওখানে নাকি এত প্রচুর পরিমাণে বুনো হাঁস পাওয়া যেত যে, গাড়ি বোঝাই করে বাইরে চালান যেতো সেই সব পাখী। তবে স্থানীয় লোকেরা এগুলো পাতে দেবার যুগ্যিই মনে করত না। তা সে যা-ই হোক, একেবারে প্রাচীনতম বাসিন্দাও এ তল্লাটে বাইসন (এক জাতীয় বুনো মোষ) কিংবা টেপির (গণ্ডার জাতীয় এক প্রকার জন্তু) অথবা জিরাফ দেখেন নি। অতএব ডঃ লিন্‌ডে যে বলেন, তিনি নাকি পাহাড়ের তলায় প্রাগৈতিহাসিক টেরোড্যাক্‌টিল (উৎসর্প কূর্ম) দেখেছেন—সেটা নির্ভেজাল আজগুবি। আমি ত কেতাবেই পড়েছি যে, আফ্রিকার কোন্ এক হ্রদের কাছে ওই বংশের একটি মাত্র নজীরই এখনো টিকে রয়েছে—তবে, আমাদের এ অঞ্চলের ত্রিসীমানায় ওই ধরনের কোনো প্রাণী যে নেই তাতে কোনো সংশয় নেই। তিনি যা দেখেছেন (আদৌ যদি কিছু দেখে থাকেন) তা হ'ল কোঁচ-বক (বিটার্ণ)। কোঁচ-বকেদের স্বভাবই ওইরকম বেয়াড়া—রাতের আঁধারে ওরা বেমক্কা বিদ্‌ঘুটে আওয়াজ ক'রে হকচকিয়ে ভয় পাইয়ে দেয়।

তবে শহরটি এমনিতেই বেশ মনোহর, প্রাণবন্তও বটে। এখানকার অধিবাসীরা দস্তুরমতো হুঁশিয়ার—কম্‌সোমলের(২) সভ্যও কিছু কম নয় এখানে।

॥ ১ ॥ রুশীয় ধাতুশোধনের প্রধান কেন্দ্র।

॥ ২ ॥ কমিউনিস্ট যুব সংঘ।

মানে, বাসিন্দার তুলনায় এখানে বুদ্ধিজীবীর সংখ্যা রীতিমত উল্লেখযোগ্য! বছর দুই আগে সেরাফিমা পেত্রোভ্‌না কজ্‌লোভা আমাদের এখানকার উঁচু শ্রেণীর ছাত্রদের একটু বিদেশী ভাষা পড়ানোর জন্যে খাশ লেলিন্‌গ্রাদ থেকে যখন সরাসরি এল, তখন এসব কিছুই ঘটে নি। এ শহরে ও যে-মুহূর্তে পা দিল সেই মুহূর্তেই এখানকার হাওয়া যেন আরও চন্‌মনিয়ে উঠল। চড়ুই-ভাতিই বলো আর শারাডই (এক ধরনের কথার ধাঁধা) বলো সর্বত্রই সেরাফিমা আকর্ষণের মধ্যমণি হয়ে পড়ল। সব ব্যাপারেই ও প্রধান আকর্ষণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। জন্মদিনের উৎসবেও ওর জুড়ি কেউ নেই। একগ্লাস শ্যাম্পেন খাওয়ার পরই ও একদম পাল্টে যাবে। কিরকম ফ্যাকাশে হয়ে যায় ওর চেহারা। আর সঙ্গে সঙ্গে অট্টহাসির একটা লহর তুলেই পাক খেতে খেতে ককেশীয় নাচে মেতে উঠবে ও। একটা খোলা ছুরির ফলা কামড়ে ধ'রে এমন বন্‌-বন্‌ ক'রে নাচত যে ডানার মতো মেলে দেওয়া কনুই ছাড়া ওর আর কিচ্ছু দেখা যেত না। আমাদের সত্যিই তাক লাগিয়ে দিয়েছিল ও!

তবে ও এমনই অহংকারী যে, মেলামেশায় শালীনতার চৌকাঠ ডিঙিয়ে ওর গা-ঘেঁষবার জো নেই কারুর। ডঃ লিন্‌ডের ত মাথাটা প্রায় বিগ্‌ড়েই গিয়েছিল। নইলে, হুট্‌ ক'রে কেউ দু-ডজন বীয়ার বাজি ধরে! উনি বাজি ধরে বললেন—'মাত্তর দুটো সন্ধ্যের ওয়াস্তা। তার মধ্যে ওর সঙ্গে ভাব জমিয়ে ফেল্‌তে না পারি ত কি বলেছি! তা শেষ অবধি ওঁরই পয়সায় আমরা বীয়ারের শ্রাদ্ধ করেছি আর হাসাহাসিও কম করি নি! উনি অনেক কসরত করে বড় জোর ওর আঙুলের ডগার কাছ-বরাবর পৌছতে পেরেছিলেন—মানে, পুরো দেড়খানা নখের সীমান্ত পর্যন্ত এগিয়েছিলেন। আমিও স্রেফ মজা করবার জন্যেই একবার ওকে একটু বাজিয়ে দেখেছি। একদিন টাউন লাইব্রেরীতে হাজির হয়ে, ক্লান্ত সুরে ও আমার কাছে পড়বার মতো কিছু বই চাইল।

অন্তরভেদী কটাক্ষ হেনে জবাব দিলাম—'গি-দ্য-মোপাসাঁর ডিয়ার ফ্রেণ্ড (প্রিয় বন্ধু) পেলে চলবে? উপন্যাসখানায় ফরাসীদের চরম লাম্পট্যের বিস্তর কেচ্ছা আছে।'

"থাক ধন্যবাদ! ওসব আমার ঠিক ভালো লাগে না।" ব'লে হাই তুলে এমন ভঙ্গীতে ও দাঁড়াল যে, ব্লাউজের ভেতর ওর স্তনযুগল উদ্ধত হয়ে উঠল—

'তার চেয়ে বরং ফয়েখটভাঙ্গার কিংবা হেমিংওয়ের লেখা কোনো বই পেলে খুশী হই।'

ওর কথা শুনে আমি গা-ঝাড়া দিয়ে সোজা হয়ে বসলাম।

খাটো গলায় ফিস্‌ফিসিয়ে বললাম—'তার মানে? ওধরনের কোনো কিছু আমরা রাখি না। সাতচল্লিশেই(১) তাবৎ বস্তাপচা মাল আমরা খতম করে দিয়েছি। আর ফয়েখটভাঙ্গার সম্পর্কে ত মস্কো থেকে আমাদের ওপর আলাদা ভাবে হুকুম জারি করা হয়েছিল।'

'তাই নাকি? তা ত জানতাম না! তবে জিয়োভাগ্‌নোলির স্পার্টাকাসই নাহয় দিন। শুয়ে শুয়ে অ্যাডভেঞ্চারের বিচিত্র কাহিনী পড়তে খুব ভালো লাগে আমার।'

'হ্যাঁ, তা অবিশ্যি পাবে। অভিযানের বিচিত্র কাহিনী যতো চাও দিতে পারি। আমার টাউন পাঠাগারে স্পার্টাকাসের ত দু-দুটো কপি আছে।

ওর সঙ্গে কথা বলতে বলতে নিজের ওপরই আমার বিরক্তি বাড়ছিল। আমি যে ওর বাপের বয়সী! ওর ওই ফয়েখটভাঙ্গার আর হেমিংওয়ে সবই ত আমার পড়া আছে (তার মধ্যে আহামরি বৈশিষ্ট্য ত কিচ্ছু পাই নি।) —আর আমার জীবনে কম-সে-কম অমন সেরাফিমা জনা-পঞ্চাশ ত জুটেছেই। তাদের মধ্যে, মাথায় টুপী পরত এমন বড় ঘরের মেয়েও দু-চার জন ছিল বই কি! অথচ এই পুঁচ্‌কে মেয়েটা খাশ লেলিন্‌গ্রাদের মতো শহর থেকে এসেছে আর কলেজে লেখাপড়া শিখেছে ব'লে আমায় এমনই কাবু করল যে শেষে ওর কাছে মাথা হেঁট করতে হ'ল। হায় রে মফস্বলের মানুষ!

আমাদের স্থাপত্যশিল্পের কীর্তি স্তম্ভগুলোর কথা উল্লেখ করতে ভুলে গেছি। আমাদের শহরে আগেকার আমলের একটি মঠ ছিল, সেটি সেই মধ্যযুগে তৈরী হয়েছিল। বিপ্লবের পরই ওখানকার পূজনীয় ধর্মযাজকদের পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল সোলোভ্‌কিতে—সেখানে তাঁদের দৈহিক মেহনত করিয়ে শোধন করা হবে ব'লে। আর তার বদলে ১৯২৬-এ জনৈক অধ্যাপক তাঁর দলবল নিয়ে এখানে এলেন—অতীতের রহস্য উদ্ঘাটন আর গবেষণাই তাঁর উদ্দেশ্য!

সে বছর গোটা গরম কালটা তাঁরা ধ্বংসাবশেষগুলো খোঁচাখুঁচি করেই কাটিয়ে দিলেন। মাপজোক করা আর খোঁড়াখুঁড়িই ছিল তাঁদের কাজ। তাঁরা

।। ১ যুদ্ধের পর ওই সময়ে সাংস্কৃতিক রীতিনীতির উপর কড়া আইন চাপানো হয়।

বলতেন; পরিরক্ষিত শব (ম্যমী) খুঁজছেন তাঁরা। বললেই ত আর হ'ল না, ওঁদের আসল মতলবটা আমরা ঠিকই টের পেয়েছিলাম। মাটির তলায় গুপ্তধনের সন্ধান করছিলেন ওঁরা। হাতানোর মতো সোনাদানা কিছু পাওয়া যায় কি না তারই খোঁজে ওঁদের এত কসরত! অবিশ্যি শেষ অবধি তা মেলে নি। মাটি খুঁড়ে শেষে ওঁরা এক সন্ন্যাসীর কঙ্কাল বার করলেন। সেই কঙ্কালের দাঁতগুলো আবার মানুষের দাঁত নয়—শুয়োরের দাঁত! তাঁরা ওই কঙ্কালটা নিয়েই এখান থেকে বিদায় হলেন।

আমাদের মধ্যে অনেকেই ওই শুয়োরের দাঁতের ব্যাপারে সে-সময়ে রীতিমত কৌতূহলী হয়ে উঠেছিল। তা ছাড়া অধ্যাপক মশাই বক্তৃতা দিতেন। সূর্য থেকে কেমন ক'রে পৃথিবীর জন্ম হ'ল, প্রাণী জগৎ আর উদ্ভিজ্জগতের আদি জন্ম-রহস্য কী—এই সব বিষয়ে তিনি বক্তৃতা দিতেন, কিন্তু তার জন্যে কোনো দক্ষিণা নিতেন না। তা শুনতেও অনেকে যেত। ভদ্রলোকের সম্পর্কে আমারও এমনই কৌতূহল হ'ল যে, একদিন তাঁর সঙ্গে দেখা করতে চলে গেলাম। সে দিনটা এখনো স্পষ্ট মনে পড়ে,—রুশী শার্টের ওপর রেশমী স্যাশ (বন্ধনী) এঁটে, মাথায় শোলার টুপী চড়িয়ে গুটি-গুটি সেই গবেষণার খননভূমিতে হাজির হলাম। মাথা থেকে টুপীটা একটু তুলে নম্র স্বরে অভিবাদন জানালাম— 'সুপ্রভাত! আচ্ছা, আপনার গবেষণা কিরকম এগোচ্ছে?'

মানুষটি অত্যন্ত সাদাসিধে, পায়ে নিতান্ত সাধারণ রবার সোলের এক জোড়া কাপড়ের জুতো, আচরণেও তিনি এমনই অমায়িক যে, ভদ্রলোককে দেখে ধারণা করা যায় না উনি আসলে একজন গবেষক-অধ্যাপক। আমার দিকে সস্মিত দৃষ্টিতে চাইলেন, রজতশুভ্র হাল্কা দাড়ির মধ্যে শীর্ণ হাত চালাতে লাগলেন প্রবীণ ভদ্রলোকটি। তাঁর হাতে বিয়ের স্মারক আংটিটাও আমার চোখে পড়ল। সেটা দেখে মনে মনে বললাম—'বটে-বটে! ইনি তাহলে প্রাচীন-পন্থীদেরই একজন!' এবার মাথা থেকে সসম্ভ্রমে টুপীটা খুলে ফেলে, হাসি মুখেই টুপীটাকে পাখা বানিয়ে হাওয়া খেতে লাগলাম।

তিনি হঠাৎ আমার দিকে একটু এগিয়ে এসে বললেন—'আচ্ছা, ছোক্‌রা হয়ত তুমি বলতে পারো!' (আমি তখনো কুড়ির কোঠা পেরোই নি)—'এই এখানকার আশ-পাশেই একটা প্রাচীন আমলের মঠ ছিল। ঠিক কোনখানটায় সেটা ছিল? আচ্ছা, সেটা গেলই বা কোথায়? আমি ত বাপু কিছুই হদিস করতে পারছি না!'

তখন আমি একটা পড়ো-জমি দেখিয়ে তার আদ্যোপান্ত সব বৃত্তান্তই খুলে বললাম। অশিক্ষা ঘোচাবার সংগ্রামে কেমন ক'রে আমাদের মঠটা উড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল তাও বললাম। আসলে ঘটা ক'রে ভক্তি শ্রদ্ধা দেখাবার জায়গা ছিল এই মঠ! আর এটা জনসমাগমেরও একটা লোকসিদ্ধ কেন্দ্র ছিল, অবিশ্যি যারা এখানে হামেশা এসে জুটতো তাদের মধ্যে বেশির ভাগই মেয়ে। আর সেই বিচিত্র কাকতালীয় কাণ্ডের কথা বললাম—একজন অন্ধ আশ্চর্য অলৌকিক উপায়ে তার দৃষ্টিশক্তি ফিরে পেয়েছিল। হয়ত সে জন্যেই মঠটা উড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল! আর, মঠটা উড়িয়ে দেবার সময়ে মাঝপথে যখন দেখা গেল বিস্ফোরকে আর কুলোচ্ছে না তখন কেমন করে হাত লাগিয়ে গায়ের জোরেই কাজটা সমাধা করা হয়েছিল তাও বললাম। (রুটির কারখানা বানাবার জন্যে ওই জায়গাটা ওদের দরকার ছিল কি না!) আর তার কিছুদিন পরে পৌর পরিষদের সভাপতিকে যীশুখ্রীষ্টের জন্মদিনে কেমন করে আগুনে পুড়িয়ে হত্যা করা হয়েছিল তা শোনালাম। আর মারিয়ামভের একখানা হাত আপনা-আপনিই কি ভাবে শুকিয়ে গিয়েছিল, আর ওই যে পাসেচ্‌নিক যার কাজই ছিল লোককে উস্কে বেড়ানো, করাত কলে তার মাথার ওপরেই কাঠের কুঁদো পড়ল (তারপর সবাই ধরাধরি ক'রে তাকে বাড়ি নিয়ে গিয়েছিল কিন্তু রাতখানা কাবার হবার আগেই সে মরে' গেল)—সবই বললাম। এসব কথা শোনবার পর অধ্যাপক মশাই যেন আগের চেয়েও স্নেহমাখা দৃষ্টিতে আমার দিকে চাইলেন।

আর বেশ আবেগময় ভঙ্গীতেই বললেন—'শোনো ছোকরা, এগুলো তোমার লিখে রাখা উচিত। পর পর যখন যা ঘটেছে সেইভাবে সাজিয়ে নোট বইতে লিখে ফ্যালো। তোমার এই শহরে যা যা ঘটেছে তার সত্যিকার বৃত্তান্ত যদি লিখে রাখো সেটাই একদিন মানুষের ইতিহাসে মূল্যবান দলিল হিসেবে গণ্য হতে পারে। এতে ক'রে যথার্থই সাধারণের কল্যাণ সাধন হবে। আর হয়ত এর দৌলতেই তুমি পুশ্‌কিনের মতো বিখ্যাত হ'য়ে পড়বে।'

বয়সটা তখন কাঁচা তাই সেদিন তাঁর কথার তেমন গুরুত্ব দিই নি। তখন স্রেফ মেয়েদের কথাই ভাবতাম। সাইকেলে চক্কর দেওয়া, গোটা কুড়ি পাঠ নিয়ে কেমন ভাবে গীটার বাজনায় নিজেকে ওস্তাদ বানানো যায় আর মেয়েদের সঙ্গে প্রণয়লীলা ক'রে বেড়ানো—এছাড়া কোনো কিছুই তখন মনে ঠাঁই পেত না। ..কিন্তু বছরের পর বছর কেটে গেছে তারপর। হঠাৎ একদিন খেয়াল

হ'ল—আমি এখন বিপত্নীক, মাথায় আমার টাক পড়েছে, আমার মেয়ে নিনচ্কার বিয়ে হয়ে গেছে আর এখন আগের মতো সেই সাইকেলে চক্কর দেওয়ার নেশাও ঘুচে গেছে।

আর তখন থেকেই আমি ভাবতে শুরু করলাম। নিজেকে প্রশ্ন করলাম এত আকুলতারই বা অর্থ কী? একখানা বই তুলে নিয়ে পড়তে শুরু করলে পয়লা পৃষ্ঠাতেই ত মানুষ তার নতুন একটি স্ত্রী আর ছেলে মেয়ে পেতে পারে, আপনার নতুন ঘর সংসার পেতে পারে, আরও কতরকমের রংদার অজস্র ধারণা পেতে পারে—আর বলতে গেলে এসবের জন্যে সেখানে কোনো ঝুঁকি-ঝামেলাই নেই। তখন খামোকা এই নিয়ে লড়াই আর কষ্ট ভোগ করা কেন? পড়ার সবচেয়ে বড় সুবিধেই হ'ল, তোমার মনটা যখন দুনিয়ার এখানে-ওখানে ভেসে বেড়াচ্ছে—হয়ত বা দূর বার দরিয়ায় পাড়ি জমাচ্ছে, তলোয়ার নিয়ে যুদ্ধ করছে, কষ্ট ভোগ করছে আবার হয়ত নিজেকে উন্নীত করছে—তোমার দেহটা তখন আর্মচেয়ারে আরামে বসে রয়েছে। তুমি ইচ্ছে করলে স্বচ্ছন্দে একটা সিগারেট ধরিয়ে শান্তভাবে ধোঁয়া ছাড়তে পারো কিংবা কোনো স্নিগ্ধ পানীয় দিয়ে নিজেকে চাঙ্গা করে নিতে পারো। সব কিছু ভুলে যেতে পার তুমি। ইচ্ছে করলেই স্পার্টাকাস হ'তে পার কিংবা (ওয়াল্টার স্কটের বই-এর) রাজা রিচার্ড দি লায়ন হার্টেড হতেও কোনো বাধা নেই। অথচ তোমার এই প্রবাস-পরায়ণতা কিংবা রাজনৈতিক নেতৃত্বের জন্যে খেসারত দিতে হবে না। এতটুকু বিপদ নেই এতে। বইখানা রেখে দিয়ে জিরোও আর তারিয়ে তারিয়ে আপন নিরাপত্তার স্বাদ ভোগ করতে থাকো।

তবে যদি তুমি বুঝতে পারো যে লেখক তাঁর কল্পনাকে খুশিমতো খেলাচ্ছিলেন, মাত্র তখনই মনটা তিক্ত হয়ে ওঠে। এদিকে তুমি ত তার বীরদের সঙ্গে ক্লেশ ভোগ করছ, গলদ্‌ঘর্ম হচ্ছ,, তোমার শিরদাঁড়ার ভেতরে থেকে থেকে কন্‌কনে কাঁপুনি উঠছে। আর শেষে গিয়ে দেখলে যে গোটাটাই লেখকের বানানো! এটা কিন্তু সমর্থন করতে পারি না। স্বচক্ষে যা দেখেছে নিদেন পক্ষে বিশ্বস্তসূত্র থেকে যেটুকু সে জেনেছে, লেখকের সেই বিষয়েই লেখা উচিত। পাঠকের মানসিক বিকাশে সহায়তা করবে এমন দরকারী কিছু সমাচার লেখকের দেওয়া উচিত। মোটের ওপর পাঠক যে মেহনত করবে তার বদলে সে কিছু খোরাক পেতে চায়। স্রেফ হাওয়া খেয়ে পাঠক খুশী থাকবে এটা আশা করতে পার না।

আমার নিজের সাহিত্যানুরাগ মিউনিসিপ্যাল গ্রন্থাগারিকের চাকার পাওয়ার পরই আস্তে আস্তে বেড়েছে। প্রথমে, সময় কাটাবার জন্যেই শুরু করেছিলাম কিন্তু শেষে পড়াটা নেশায় দাঁড়িয়ে গেছে। তারপর লেখার মক্‌সোয় হাত পাকানোর চেষ্টা করতে লাগলাম। আমি কবিতা লিখলাম। সেগুলো নেহাত মন্দ উতরোয় নি—এমন কি মিলগুলোও ভালোই হয়েছে। কিন্তু তবুও আমার মনে খুঁতখুঁতুনি রয়ে গেল,—কিসের যেন অভাব রয়েছে মনে হয়, তবে সেটা যে কী তা কিছুতেই ধরতে পারি নি। আর তার পরই, সেই ৯২৬-এ অধ্যাপকের সঙ্গে যেসব কথা হয়েছিল সেগুলো মনে পড়ে গেল। আর ভাবতে লাগলাম—'আহা! আমাদের এ শহরে যদি তেমন কিছু ঘটত! যদি একটা অগ্নিকাণ্ড কিংবা কোনো রাজনৈতিক-বিচার হ'ত—তাহলে পরমানন্দে উত্তরকালের মানুষদের জন্যে, সেটাকে অমর করে রেখে যেতাম।' লাইব্রেরীতে লোকজন যে খুব বেশি আসে তা নয়। মাঝে মাঝে আসেন ডঃ লিন্‌ডে, বিজ্ঞানের অগ্রগতি সম্পর্কে দু-চারটে গাল-গল্প করার জন্যে। আর কখনো বা আঞ্চলিক ইন্‌স্‌পেক্টর হাজির হন—গৃহপালিত পশুর অভাব নিয়ে পত্র-পত্রিকাগুলো কি করছে তাই দেখবার জন্যে। এঁরা ছাড়া অবিশ্যি আর একজন নিয়মিতই আসেন। কিন্তু তাঁর কথা আপাততঃ থাক···। হ্যাঁ, এই লাইব্রেরীতে, আমার চোখের ওপরই তাঁর সঙ্গে সেরাফিমা পেত্রভ্‌না কোজ্‌-লোভার দেখা হয়। আর তারপরই এই সবের সূত্রপাত ঘটেছে।·· কিন্তু সে সব যথাসময়ে হবে।

একদিন আমি কাজে এলাম···না, ওটা চলবে না।

একদিন আমি বাইরে বেরিয়েছিলাম···না!

গোড়ার প্রথম বাক্যটি যেন বন্দুকের ঘোড়া, সেটি দিয়ে শুরু করলে পরে বাকী বাক্যরা সব গুলীর মতো বেরিয়ে আসবে! কিন্তু শুরুর সেই বাক্যটি লেখা যে কী দুরূহ তা কিছুতেই তুমি অনুমান করতে পারবে না। তারপর কাজটা অনেক সহজ হয়ে যায়। আমি বেশ ভালোভাবেই জানি যে তারপর লেখাটা জলের মতো সহজ হয়ে দাঁড়ায়। তার বেগ এমনই প্রবল হয়ে ওঠে যে, তাঁর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে পাতা ওল্টাবারও ফুরসতটুকু তুমি পাবে না। তুমি লিখে যাচ্ছ অথচ কোথা থেকে যে সেই কথাগুলো এসে জুটছে তা কল্পনাই করতে পারবে না—এমন সব কথা যা তুমি লিখবে ব'লে চিন্তাই করো নি, হয়ত সেসব কথা কস্মিন্‌কালে তুমি শোনোইনি! অথচ তোমারই কলমের ভেতর

থেকে তারা আপন ইচ্ছাশক্তির জোরে গজিয়ে উঠছে। তারা তোমার কাগজের ওপর পাতিহাঁস, রাজহাঁস, অতিসুন্দর রাজহাঁস কিংবা প্রতিপাদ স্থানের (antipodean swan) কালো রং-এর রাজহাঁসের অজস্র ঝাঁকের মতো সুশৃঙ্খল ভাবে ভেসে বেড়াচ্ছে !

এই দেখে তুমি এমনই আঁতকে উঠবে যে, হাত থেকে ছুঁড়ে ফেলে তুমি বলবে ঃ 'এ হতেই পারে না ! অসম্ভব ! এর মধ্যে নির্ঘাত কোনো গণ্ডগোল রয়েছে। ও লেখা আমার হতেই পারে না !' কিন্তু আবার তুমি পড়ে দেখবে —তখন দেখতে পাবে যে, সবই নির্ভুল ভাবে লেখা হয়েছে। ঠিক যেমনটি তুমি ঘটতে দেখেছিলে—হুবহু তেমনি !

হায় সর্বশক্তিমান ভগবান ! এ তোমার কী মহিমা ? আমি দিব্যি গেলে বলছি, এর জন্যে প্রত্যক্ষভাবে আমি দায়ী নই। আচ্ছা এটা কি সম্ভব যে, আমাদের এই শহরটাই যে কেবল মন্ত্রমুগ্ধ তা নয়, আমি নিজেও ? কোনো অদৃশ্য হাত দস্তুরমতো ধরে বেঁধে আমায় চালিয়ে যাচ্ছে ?

তুমি যে-ই হও না কেন তোমায় হুঁশিয়ার করে দিচ্ছি, যদি ধরা পড়ি তাহলে আমি কিন্তু সমস্তই অস্বীকার করব। যদি আমায় বিচারের মোকাবিলা করতে হয়—আমাকে যদি ভয়ংকর কোনো বিচারকের মুখোমুখি হাত-পা বেঁধে হাজির করা হয়, তাহলে প্রকাশ্যেই হলফ ক'রে সব অস্বীকার করব। বলব যে, এর মধ্যে বিন্দু-বিসর্গও সত্যি নেই। আমি বলব—'হে নাগরিক বিচার-কর্তা, আমার নামে অযথা অপবাদ দেওয়া হয়েছে, আমাকে ফাঁদে-ফেলে ভুল করানো হয়েছে। ইচ্ছে করলে আপানি আমায় গুলী করতে পারেন। কিন্তু আমি সম্পূর্ণ নির্দোষ ব্যক্তি।'

আমি এখন সেই চিন্তাটা নিয়েই পড়েছি। হয়ত সেই কারণেই আরম্ভ করতে আমার এত সময় লাগছে। সেই হতভাগ্য প্রথম বাক্যটা হয়ত বরাবরই আমার এই গবেট মগজের মধ্যে বসে রয়েছে, আমি নিজেই সেটাকে নামিয়ে আনতে পারছি না।—সোজা কথা হ'ল, আমি বেঁচে থাকতে চাই। তা, সেটা কে-ই বা না চায় ?

জীবন "বড় সুন্দর।...এক পাত্র পানীয় আর সেই সঙ্গে একটা সিগারেট বড় সুন্দর লাগে।...নিরিবিলিতে শান্তভাবে একখানা বই পড়া (পড়াটা লেখার মতো নয়) কতো চমৎকার। মাছ ধরতে যাওয়া, তাও কতো ভালো লাগে...

কিংবা একদফা বাষ্পস্নান ··অথবা টেরোড্যাকৃটিল (অধুনা লুপ্ত উড্ডুক্কু সরীসৃপ) সম্পর্কে ডঃ লিন্‌ডের সঙ্গে তর্ক করা—কতো ভালো লাগে এই সব।···

ওই আবার এসে জুটেছে—টেরোড্যাকৃটিল! আচ্ছা, এইরকম একটা বিদেশী শব্দ আমি কেমন করে ভাবতে পারলাম? ওটা ত ভালো করে উচ্চারণই করতে পারি না! আর তা ছাড়া আমাদের এ অঞ্চলে যে ওই রকম কোনো প্রাণী নেই সে কথা ত আগেই বলেছি। এ আমি সহ্য করব না। তুমি যে-ই হও, চলে যাও! দূর হও!

একদিন আমি বেরিয়ে দেউড়িতে গিয়ে দেখলাম···

দাঁড়াও! অতো তাড়াহুড়ো কর' না—একটু আস্তে! প্রথম কথা হ'ল, 'আমি' কেন? বোকার মতো নিজেকে সব সময় ঘটনাস্থলে হাজির রাখার এই অভ্যেসটা কেন? বিশেষ ক'রে যেখানে, আমি বাইরে বেরোই নি, যে বেরিয়েছিল সে হ'ল—লিওনার্ড মেক্‌পীস নিজে। আমাদের শ্রেষ্ঠ কারিগর, এই শহরের সাইকেল মেরামতের মিস্ত্রী। আর দ্বিতীয় কথা হ'ল, এইসব খুঁটিনাটি মারাত্মক ঝঞ্ঝাটও বাধায়। দেউড়ির কথা একবার বললেই তোমায় তার বর্ণনা দিতে হবে—সেটা উঁচু না নীচু, তার থামগুলো কি খোদাই করা ছিল, যদি তা থাকে তাহলে···এইভাবে হেন-তেন চলল। আর অল্পক্ষণের মধ্যেই তুমি একেবারে ভিন্ন কাহিনী লিখতে শুরু করবে।

এই অসুবিধেটা এড়াবার জন্যেই তথ্যপঞ্জীকার আর ঐতিহাসিকেরা পাদটীকার সাহায্য নিয়ে থকেন—অতএব আমি তাঁদের পদাঙ্ক অনুসরণ করতে চাই। তাহলে, যদি কোনো পাঠকের কৌতূহল থাকে তিনি সামান্য মেহনত করলেই তাঁর ঈপ্সিত খুঁটিনাটিগুলো দেখে নিতে পারবেন। কিন্তু যার ওসব নিয়ে মাথাব্যথা নেই, সে যতো তাড়াতাড়ি পারে স্বচ্ছন্দে এগিয়ে যাবে।

আচ্ছা তাহলে আমরা আরম্ভ করি (১)

ভগবান; এ যে অতিভয়াবহ কাণ্ড! এ যে রীতিমত পাঁড় মাতালের মত দশা—তোমায় জোর ক'রে টেনে নিয়ে যাচ্ছে, নিজেকে ঠেকিয়ে রাখার ক্ষমতা নেই তোমার। বেশ টের পাচ্ছ, তোমার মগজে এলোমেলো কথার ঝড় বইতে শুরু করেছে!

ঠিক আছে, আমরা এগিয়ে যাই। (২)

(১) সে দিন ১৯৫৮-র ১লা মে।
(২) হে ঈশ্বর তোমার আশীর্বাদই ভরসা।

॥ অনুবাদকের কথা ॥

অরওয়েলের 'অ্যানিম্যাল ফার্ম'-এর মতোই 'মেকৃপীস এক্সপেরিমেণ্ট' একাধারে উপন্যাস এবং রূপকথা—এতে লঘু ও গুরুর অভিনব নিপুণ সমাবেশ ঘটেছে। গত অর্ধ শতাব্দী ধরে' রাশিয়াতে যে সকল ঘটনা ঘটেছে তা-ই এ উপন্যাসের কাহিনীর পটভূমি। বস্তুতঃ এই ঘটনাবলীর মূলে যে রাজনীতি এবং মানুষের প্রকৃতি কাজ করেছে সেগুলির উৎস উদ্ঘাটনের উদ্দেশ্যই টার্জ তাদের পরিপ্রেক্ষিতকে সরিয়ে-নড়িয়ে স্বীয় প্রয়োজনানুসারে বিন্যস্ত করেছেন, তাদের ঘিরে যেসব অলীক অতিকথা প্রচলিত, সেগুলি অপসারিত ক'রে যেগুলি ব্যবহার করেছেন তাঁর স্বকপোলকল্পিত—এ ব্যাপারে তাঁর অনায়াস নির্লিপ্ততার সঙ্গে তুলনা করার মতো আর কোনও রুশীয় লেখক অদ্যাবধি দেখা যায় নি। অতএব লেনি মেক্‌পীস একদিকে যেমন কতিপয় সোভিয়েট শাসকের বিমিশ্র চিত্র তেমনি স্বীয় যোগ্যতা বলে সে আখ্যায়িকারও নায়ক, দেশকাল নির্বিশেষে এক নায়ক চরিত্রের প্রতিনিধি সে।

নায়কের নামটিতেই তার চরিত্রে ইঙ্গিত রয়েছে, সেই কারণেই অনুবাদক নামটিকে ইংরেজদের নামের অনুরূপ করে নিয়েছেন। তবে এও ঠিক যে, মূল নামের—'লেনিয়া টিখোমিরভ্'-এর তাৎপর্য ইংরেজী তর্জমায় রক্ষা করা যায় নি। ইংরেজী রূপান্তরের চেয়ে মূল নামটি অধিকতর অতিরিক্ত অর্থবহ। টিখোমিরভ্ শব্দটি গঠিত 'টিখি' (নিরুদ্বিগ্ন) আর মির (শান্তি বা পৃথিবী) এইদুটি শব্দাংশ এনয়ে এতে 'নিরুদ্বিগ্ন শান্তি' আর 'বিশ্বশান্তি' দুটিরই ইঙ্গিত পাওয়া যায়। আর লেনিয়ার সঙ্গে লেনিন-এর একটা যোগসূত্র মেলে। আবার 'লেন' হ'ল আলস্য! রুশীয় লোককথায় লেশি হ'ল বনের উপদেবতা—তার কথা বইতে বলা হয়েছে—'এই সকল অঞ্চলে সেই যে যাদুকরটি রাজত্ব করে'। ক্রুশ্চেভের মতো শান্তিকামী, স্তালিনের মতো মায়াবাদী এবং লেনিনের মতো যন্ত্রণাতাড়িত যুক্তিবাদী লেনি চরিত্রটিও এক হতভাগ্য যুবক—সে বিশ্বাস করে যে ভাগ্যের কাছে জীবিকা হ'ল তার স্বাভাবিক প্রাপ্য বস্তু আর পাশ্চাত্ত্যের অনধিগম্য ঐন্দ্রজালিক এক প্রতিভার গুণেই, সে কৃষক হয়েও তার দেশের জনসাধারণের ওপর আধিপত্য করার ভার পেয়েছে—সে হ'ল কৃষক সম্রাট (জার)।

লেনির একার ওপরেই তার ভাগ্য নির্ভরশীল নয়। অতীতের সহস্র সহস্র বর্ষকাল ধরে পূর্বপুরুষেরা যে পথ তৈরি ক'রে গেছেন, মার্ক্সীয় মতে, যদি কম্যুনিজ্‌ম্‌ই তার মোক্ষ হয়, তবে লেনির আমলকেও সেই ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ারই এক ফলশ্রুতি বলতে হবে: শত শত বর্ষ ধরে রাশিয়া যে 'পরাক্রমশালী এবং উদারচেতা সম্রাটের' স্বপ্ন দেখে এসেছে, আর বিগত দেড়শ বছর ধরে' বুদ্ধিজীবী এবং উচ্চতর শ্রেণীতে মত্ততা দেখা গেছে—এ তারই পরিণতি।

লেনির কর্মক্ষেত্রের দৃশ্যভূমি হ'ল লিউবিমভ্‌—ছোট্ট একটি শহর। শেখভের 'চেরি অর্চার্ড'—যেখানে একদা বুড়োদাদু গায়েভ তাঁর ক্রীতদাসদের চিকিৎসা করতেন গালা দিয়ে সেই গ্রাম থেকে হয়ত বা গাড়ি হাঁকিয়েই লিউবিমভে যাওয়া চলে। লেনির পূর্বপুরুষ স্যাম্‌সন স্যাম্‌সনোভিচ্‌ও অনুরূপ দৃঢ় ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মানুষ ছিলেন, আর তাঁর প্রেতাত্মা এখনও নিজের বাসভূমি শহরটির ওপর বিচরণ করে। রুশীয় রূপকথার পরিবেশের মধ্যে পুশ্‌কিনের নার্সের দ্বারা লালিত-পালিত এই সম্ভ্রান্ত বংশীয় মানুষটি মুক্তি প্রাপ্ত এক ক্রীতদাসীকে বিয়ে করেছিলেন, লাভোয়াজিয়ে-র সঙ্গে পত্রালাপ ছিল এই বৈজ্ঞানিক মানুষটির, এই ব্রহ্মবিদ্যাবিদ (theosophist) ভারতে ভ্রমণে গিয়েছিলেন, ইনি টলস্টয়েরও বন্ধু এবং 'মানুষের হৃদয়ে প্রেমকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা'র ব্যাপারে তাঁরই মতো বাতিকগ্রস্ত, ১৮২৫-এ ডিসেম্ব্রিস্ট আন্দোলনের সময়ে ইনি সম্রাট প্রথম নিকোলাস্‌কে শাসিয়েছিলেন এবং তারপরও অনেকগুলি পরীক্ষা-নিরীক্ষায় তাঁর হাত ছিল দেখা যাচ্ছে, অবশ্য 'ভুল হিসাবে'র মধ্যেও তাঁর হাতের ছোঁয়া ছিল—এসবের মধ্যে অক্টোবর বিপ্লবও আছে!

গায়েভের সরাসরি বংশধরদের মতো স্যামসনের উত্তর-পুরুষেরাও দেশত্যাগ করে প্যারিসে চলে গেছে। কিন্তু নূতন যুগের সন্তান লেনি, তাঁর অখ্যাত দূরসম্পর্কের বংশধরদের মধ্যে একজন। লেনি কলকব্জার ব্যাপারে কুশলী এবং রাজনীতিতে তার একটা পূর্বপ্রবণতা আছে। আর কিছু না হোক, তার এই প্রবণতার জোরে, 'অন্য সব জিনিষের মতোই মানুষের উৎকর্ষ সাধন সম্ভব' এই ধারণাটুকু পোষণ করতে পারে এবং এটা সে বিশ্বাসও করতে পারে! সেরাফিমার প্রতি গভীর আসক্তিই, তার মনে উচ্চাভিলাষকে জাগ্রত ও সঞ্চালিত করে, স্যাম্‌সন তার উপর স্বীয় বিভূতি বিভাসিত করলেন অথবা

সঠিক ভাবে বলা যাক তাঁর 'ছোট্ট বইখানি' তাকে দিলেম বইখানি প্রাচ্য ভোজবিদ্যার সংক্ষিপ্ত সার,—লেনি এর সঙ্গে এঙ্গেল্‌সের উপদেশাবলীর যথেষ্ট সংগতি আবিষ্কার ক'রে বসল এবং এথেকেই সে সাফল্যের গুপ্ত রহস্য 'চৌম্বকবিদ্যা' সম্মোহনবিদ্যা শিক্ষা করল।

অবশ্য এটি একেবারে নূতন আবিষ্কার নয়—এটা সকল একনায়কেরই গুপ্ত অস্ত্র। লেনি শুধু রাজনীতিবিদের আত্মবিক্রয় শক্তির এবং এর সাহায্যে কাল্পনিক সম্মতির দ্বারা শাসনের, এক অভাবনীয় বিকাশের স্তরে একে উন্নীত করেছে। দেশের মানুষকে সে স্রেফ নিজের স্বপ্নাদ্য বস্তু খাইয়ে বাঁচিয়ে রেখেছিল। লোকে লবণ-জারিত মৎস্যাণ্ড মনে ক'রে দাঁতের মাজন খাচ্ছে এবং জল পান করেই শ্যাম্পেনের নেশায় মাতাল হচ্ছে। আর এই আহার্যে পরিতুষ্ট হয়েই তারা উৎসাহিতভাবে পরিখা খনন করছে—যেমন একদা স্তালিনের আমলে করেছিল। আর স্তালিনের আমলে লোক যেমন স্বেচ্ছায় নিজেদের সম্পত্তি এবং অর্থের মালিকানা ছেড়ে ছিল এখানেও তেমনি লোকেদের কাগজের মুদ্রায় গণ্যমান্য ব্যক্তির দেয়াল অলংকৃত হয়েছে। আর সবই এক, তফাতের মধ্যে এখানে সাফল্য অর্জনের মধ্যে কোথাও ভীতিপ্রদর্শন নেই।

ক্রুশ্চভ যেমন স্তালিনের সন্ত্রাস এবং প্রচার এই দুটি অস্ত্রের মধ্যে প্রচারকেই অপেক্ষাকৃত বন্ধুত্বসূচক, স্বল্পব্যয়সাধ্য এবং অনেক বেশি কার্যকর ব'লে মনে প্রাণে বিশ্বাস এবং প্রয়োগ করেছেন—লেনিও তাই করেছে। এদিকে তার গুণবত্তা এতই বেশি যে, পুলিশ এবং সেনাবাহিনীকে বাদ দিয়েই শাসন পরিচালনা ক'রেছে—যা স্তালিন বা ক্রুশ্চেভের পক্ষেও সম্ভব হয় নি। এই ভাবেই সে মার্ক্সীয় রামরাজ্য এনে ফেলেছে—এই ভাবেই সে 'রাষ্ট্র'কে শুকিয়ে বিলুপ্তির-মহাপ্রয়াণে যাত্রা করিয়েছে। এবং বিশ্বের সমস্ত জাতি একদিন শান্তি লাভ করবে আর লিউবিমভ নগরীই (নামান্তরিত মেক্‌পীস) হবে তার কেন্দ্র, আর যদি বা নক্ষত্রলোক অবধি সম্ভব না হয় তবে অন্ততঃ সমগ্র পৃথিবীর সর্বময় কর্তা হবে সে নিজে।

আগামী সেই দিনটির দিকে সে উৎসুক মনে চেয়ে রয়েছে।

কিন্তু লেনি আরও দূরে এগিয়ে গেছে, উৎকর্ষ সাধনে সে শুধু স্তালিন এবং ক্রুশ্চেভের উপরে টেক্কা দিয়েই ক্ষান্ত হয় নি পরন্তু মার্ক্স এবং এঙ্গেল্‌সের চেয়েও তার উৎকর্ষকে উন্নততর করে ছেড়েছে। লেনিন বলেছিলেন সমাজতন্ত্রবাদের (নূতন দৃষ্টিভঙ্গী) সঙ্গে বিদ্যুৎশক্তির প্রয়োগ (বৈজ্ঞানিক বিপ্লব) যুক্ত হওয়াই

কমিউনিজম (আনন্দময় ভবিষ্যৎ) আর লেনিও সেই একই ধারণা নিয়েই শুরু করেছিল। কিন্তু সহজ বিক্ষুব্ধ অথচ মূলতঃ অলস প্রকৃতির এক গ্রাম্য যুবক, যার বাস অনুন্নত এক শহরে, তার কাছে সহজ-পন্থাটাই মহামূল্য। যদি দৃষ্টিভঙ্গীটিকে আশানুরূপ অতি আধুনিক ক'রে তোলা যায় তাহলে কি বিদ্যুৎ-শক্তির প্রয়োগকে বাদ দিয়ে চালানো যায় না? লেনিন মানুষকে জোর দিয়ে বোঝাতে চেয়েছিলেন যে, বর্তমানের মধ্যেই ভবিষ্যৎ নিহিত রয়েছে, যাদের অনন্যসাধারণ অন্তর্দৃষ্টি রয়েছে তারাই এটা দেখতে পায়—কিন্তু লেনি বিশ্বাস করিয়ে ছাড়ল যে, প্রত্যেকের স্পর্শ, ঘ্রাণ এবং স্বাদের দ্বারা অনায়াসেই পাওয়ার মতো অবস্থায় এটা বিদ্যমান: অতএব তাদের ব্যবহারিক চাহিদা ত মিটেই গেল, এর পর তাদের আর কী চাহিদা থাকতে পারে? তার (অথবা স্যাম্‌সনের) আবিষ্কার হ'ল চরম বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার: বিজ্ঞান যে কেবলমাত্র প্রায় সব জিনিষেরই অনুকল্প উৎপাদনে সক্ষম তা-ই নয়, বৈজ্ঞানিক যদি একবার মনের উপর প্রক্রিয়া শুরু করে তাহলে চাই কি স্বয়ং বিজ্ঞানেরও অনুকল্প উৎপাদন করতে পারে। 'সবকিছুই হ'ল প্রবাহ এবং পরিবর্তন' আর 'জড় পদার্থ থেকে উন্নততম উৎপাদিত বস্তু হল মন।' এঙ্গেল্‌সের এই দুটি মূলসূত্রকে অনুস্মরণ ক'রে এবং এদের আরও বিকাশ সাধন ক'রে, লেনি প্রমাণ করল যে উন্নতির শিখর-শীর্ষে যখন মনের বিকাশ সাধিত হয় তখন মন নিজেই মানসিক বস্তু উৎপাদন করতে পারে—অতএব আনুষঙ্গিক ভাবে সে প্রমাণ করল কেবল-মাত্র মনের দ্বারাই মানুষ বাঁচতে পারে।

তাবৎ বিড়ম্বিত মানুষের মতো লেনির রাজনৈতিক সাফল্যও, 'যদি কোনও দৈত্যের ঘাড়ে' নিজের ইচ্ছাকে সমর্পণ করা যেত আর 'স্বাধীনতার দৈনন্দিন গুরুভার বোঝা' নামিয়ে দেওয়া সম্ভবপর হত—এই পূর্বসিদ্ধান্তের দ্বারা প্রলুব্ধ। বিশেষ ক'রে লিউবিমভের নাগরিকদের মধ্যে এই প্রলোভনটা অতিমাত্রায় প্রকট, কেন না তারা কষ্টকর জীবন যাপন করে আর অদ্ভুত মনোরম স্বপ্ন ছাখে আর দায়িত্বভার বহনে অনভ্যস্ত তারা। তাহলে পরিণামে সে কেন ব্যর্থকাম হ'ল?

তার একটা কারণ, স্যাম্‌সন স্যাম্‌সনোভিচের হিসাবে ভুল ছিল এবং তিনি অপ্রসন্ন হয়েছিলেন। এমন কি তিনি সন্ত্রস্তও হয়ে পড়েছিলেন। উনিশ শতকের মানবতাবাদী যতোই বেপরোয়া কৌতূহলাক্রান্ত হোন না কেন আর যেমনই চরম পরীক্ষণবাদী হোন না কেন—তিনি কখনোই সরাসরি প্রকৃতির

বিরুদ্ধাচরণের পক্ষপাতী হ'তে চান নি। কমিউনিজ্‌মের মধ্যে যে প্রত্যাদেশ-সুলভ ভঙ্গী আছে এটা সাম্যবাদের সমর্থক এবং বিরোধীরা লক্ষ করেছেন—লেনির আমলও অনুরূপ আবহাওয়াসম্পন্ন। অবশ্য আর এক অর্থেও যে মানুষ কেবলমাত্র বুদ্ধির উপরই ষোলআনা নির্ভর করে তার মানসিক গভীরতা শূন্য হাওয়ার এবং পৃথিবীকে শয়তানের হাতে তুলে দেওয়ার আশঙ্কাও যথেষ্ট থাকে। স্যাম্‌সন স্যাম্‌সনোভিচ এটা মোটেই পছন্দ করেন না।

তার পতনের আর একটি কারণ, ব্যবহারকের স্বর্গরাজ্য সম্পর্কে রুশীর দৃষ্টিভঙ্গী বরাবরই দ্ব্যর্থবোধক। মায়াকোভ্‌স্কির 'বেড-বাগ'-এর নায়ক নির্ভীক নববিশ্বে গিয়ে যেমন সচেতন হয়ে ভেবেছিল: ঐন্দ্রজালিক সুপার মার্কেটের (বিরাট বাজার অথবা প্রকাণ্ড দোকান, বিশেষত খাবারের দোকান) আনন্দকে নিঃশেষ করে পরিণামে এক আধ্যাত্মিক শূন্যতার সম্মুখীন হওয়ার চেয়ে বরং 'ইউক্যালিপ্‌টাসের ডালে লেজ জড়িয়ে নিম্নমুখী হয়ে ঝুলে থাকাই শ্রেয়', লেনির বিবরণীকারও সেই একই আভাসের সম্মুখীন হয়ে অনুরূপ প্রতিক্রিয়ায় সজাগ হয়ে উঠেছে।

মাটি এবং তার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ভাবে যাদের বাস তাদের সম্মোহিত অবস্থার প্রতিরোধ কল্পে তাদের চেষ্টাও আর একটি কারণ। লেনি তার শহরের শ্রমিকদের মধ্যে যে দুঃখযন্ত্রণাবোধশূন্যতা আরোপে সফল হয়েছিল, কৃষকদের (যদিও তারা অলৌকিক ব্যাপার আর মন্ত্রতন্ত্রে বিশ্বাসে আনন্দ পায়) কিন্তু লেনির এই প্রচেষ্টা প্রায় স্পর্শই করে নি। একটা ন্যূন পরিমাণ খাদ্য অবশ্যই চাই এবং অন্যান্য সোভিয়েট নেতাদের মতো লেনিও কৃষি সমস্যার কাছে পরাভূত হয়েছে।

শেষতঃ একনায়কের উপর একনায়কতন্ত্রের কার্যকারিতা এবং তার উপদেবতার ভূমিকার কাছে তার মানবীয় অসম্পূর্ণতার পরাভব! স্তালিনের রাজত্বের শেষ অবস্থার মতোই তার আমলের শেষ দিনগুলি ভয়াবহ। অন্যের উপর প্রয়োগে অসমর্থ তার অবসিত শক্তি যদিও সাময়িকভাবে প্রত্যর্পিত হ'ল কিন্তু তার নিজের ইচ্ছাকে নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতাই তার রইল না—তারই মনের বিশৃঙ্খলা রাজ্যের উপর প্রতিফলিত। তার উন্মার্গগামী চিন্তার ধাক্কাতেই প্রজারা নারকীয় যুদ্ধপরতাগ্রস্ত হয়ে গাদারেনে শূকরদের মতো স্বহস্তেই নিজেদের ধ্বংস সাধনে সক্রিয় হয়ে উঠল।

রাষ্ট্রশাসক হিসেবে লেনির এই হ'ল পরিতাপজনক পরিণতি। কিন্তু

স্যাম্‌সন তাঁর আর এক উত্তরসাধিকার সাহায্যে তার আত্মার শান্তির ব্যবস্থা করলেন—তিনি হলেন লেনির মা, এরকম অসংখ্য বাবুশ্‌কা (ঠাকুরমা) রাশিয়ার দেশময় ছড়িয়ে রয়েছেন। গাছ, পাথর আর নদীর মতোই এই বাবুশ্‌কারা অপরিবর্তনীয়। আর যে সকল নাস্তিক্যবাদী সূক্ত তাঁকে উচ্চারণে বাধ্য করা হয়েছিল সেগুলির আবেদনও অনুরূপ ভাবেই তাঁকে স্পর্শ করে নি। সম্ভবতঃ সমুদ্রতলে লুক্কায়িত এই পাহাড়ে ঠোক্কর খেয়েই লেনির স্বপ্নের জাহাজ ডুবি হয়েছিল। কিন্তু লেনি রক্ষা পেয়েছে, এবং রাশিয়ার ইতিহাসের ধারা বয়ে চলেছে—হয় ত এই জন্যই পাহাড়কে ধন্যবাদ দেওয়া উচিত। শহর আবার পুলিশের তত্ত্বাবধানে ফিরে এসেছে আর বৃদ্ধারা জীবিত ও মৃতের কল্যাণ কামনায়—আবার প্রার্থনা করছেন, আর আপাততঃ পৃথিবীকে প্রলয়ের হাত থেকে বাঁচানো গিয়েছে—হয়ত এই জন্যও সমুদ্রের গভীর তলদেশের পাহাড়কে ধন্যবাদ দেওয়া উচিত।*

* মূল রুশীয় ভাষা থেকে বইখানির ইংরেজি অনুবাদক ম্যানিয়া হারারি লিখিত বক্তব্যের ভাবানুবাদ।

॥ প্রথম পরিচ্ছেদ ॥

অতর্কিত আক্রমণ-কৌশলে ক্ষমতা দখল

ইস্পাত-ধূসর রং-এর নতুন একটা স্যুট আর খালি পায়ে স্যাণ্ডাল প'রে লিওনার্দ মেকপীস একদিন প্রভাতে তার বাড়ির নীচু দেউড়িতে এসে দাঁড়াল! কি করা যায় স্থির করতে তার মুহূর্ত কাল কাটে। তারপর পকেট থেকে ঘরে-তৈরী একখানা নোট বই(১) বার ক'রে, বোধকরি সে অঙ্কের হিসেব কষতে ডুবে গেল।

আবহাওয়াটা বড় চমৎকার। উজ্জ্বল নীল আকাশে মেঘগুলো চিনির ড্যালার মতো গলে' গলে' মিলিয়ে যাচ্ছে, ঝল্‌মলে রোদে সব কিছুই ঝক্‌ঝকে দেখাচ্ছে আর মনে হচ্ছে যেন নাচ্‌ছে। আর কঞ্চির বেড়ার মধ্যে দিয়ে চোখ পড়লে প্রথম নজরে মনে হবে যেন লিওনার্দকে ঘিরে সোনালি একটা জ্যোতির্মণ্ডল রচিত হয়েছে।

একটু ভালোভাবে লক্ষ্য করলে স্পষ্টই প্রতিভাত হবে, নোটবইতে মেক্‌পীস যে অঙ্ক কষছে তা মোটেই সাধারণ ধরনের হতে পারে না। স্বীয় শক্তির সবটুকুই সে মনোনিবেশে ঢেলে দিয়েছে। সরু ছাতিওয়ালা লম্বা লিক্‌লিকে শরীরটা বিচিত্র ছন্দে ত্বলছে—তার শ্বাস নিতেও বেশ কষ্ট হচ্ছে। ত্বটো শিরা কপালের ওপর ইংরেজী V অক্ষরের মতো ঠেলে উঠেছে। শিরা ত্বটো ভীতিপ্রদভাবে(২) ফুলে উঠেছে।

অল্পক্ষণের মধ্যেই শহরের প্রধান বাগিচায়, মে দিবসের কুচকাওয়াজের প্রারম্ভিক ঐকতান বাদন লাউডস্পীকারের মাধ্যমে প্রচারিত হতে লাগল—আর সেই ধ্বনি শুনতে পেয়েই মেকপীস তার পারিপার্শ্বিক অবস্থা সম্বন্ধে আবার সচেতন হল। সশব্দে নোটবইখানা বন্ধ ক'রে ঢুকিয়ে রেখে সে রহস্যজনক ভঙ্গীতে 'আঃ' ব'লে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল

তার মা ঘরে বানানো অল্প একটু পনির আর টক-সর (ঘোল) খেতে বললেন। অনুরোধ প্রত্যাখ্যান ক'রে সে জবাব দিল—"না, ধন্যবাদ।"

॥ ১ ॥ ক্ষুদে ক্ষুদে আঁকি-বুকিতে তার আগাগোড়া ভর্তি।

॥ ২ ॥ এই ধরনের স্ফীতি মস্তিষ্কের রক্ত ক্ষরণ ঘটাতে পারে।

(শীর্ণকায়া বৃদ্ধা, নেমদার চটি পরা পা ঘষটে-ঘষটে এক জোড়া কেঁদুড়র ঠং-ঠং আওয়াজ তুলে দেউড়িতে ছেলের কাছে এসে একাগ্র দৃষ্টিতে তাকে লক্ষ করছেন।) 'বরং তুমি কিছু খাও মা। পায়ে-পায়ে বরং একটু ঘুরে এসে প্রাতরাশ খাবো ভাবছি।' সিঁড়ি দিয়ে নেমে সে সারা সকালের মতো দেউড়ি থেকে অদৃশ্য হ'ল।

আমরা এবার প্রধান বাগিচার ওপর নজর দেবো। রণবাদ্যে গোটা বাগিচা প্রতিধ্বনিত হচ্ছে। বাগের মাঝখানে একটি মঞ্চ তোলা হয়েছে—সেটি লাল কাপড়ে সুসজ্জিত। সমগ্র প্রশাসনিক বিভাগ এই বিপুলাকার চাঙ্গারির ওপর প্রফুল্ল এবং সতর্ক ভাবে দণ্ডায়মান রয়েছে। টাউন পার্টি কমিটির সেক্রেটারি কম্‌রেড তিশেংকোর জন্যে সবাই প্রতীক্ষা করছে। তিনি এসে বেদীর ওপর উঠে কুচকাওয়াজের উদ্বোধন করবেন।

গোটা স্কোয়ারটা ঝাঁট দিয়ে সাফ করা হয়েছে, কাদার খোঁদলগুলো বালি দিয়ে ভরাট করা হয়েছে। আর, কোথাও একটি গরু, ভেড়াকে কচি কচি ঘাস দাঁতে কাটতে দেখা যাচ্ছে না। অগ্নি-বুরুজের ছাদের মাথা থেকে একটি লাল নিশান সগৌরবে হাওয়ায় উড়ছে। নগররক্ষী দলের পাঁচ জন সৈন্য তার তলায় দুর্গরক্ষী বাহিনীর মতো মোতায়েন রয়েছে। পাছে কোনো মাতাল আগেভাগে ছিটকে হাজির হয়ে অনুষ্ঠানের ভাব ক্ষুণ্ণ করে সেই আশঙ্কায় রক্ষীরা চতুর্দিকে কড়া নজর রেখেছে।

ভোলোদাস্কি অ্যাভেনিউর অপর প্রান্ত থেকে নাগরিকেরা মিছিল ক'রে এগিয়ে আসছে—আকাশে তারই পুঞ্জ পুঞ্জ ধুলোর মেঘ উল্লাসে উড়ছে। মোটর ভ্যানে শাদা শার্ট পরা ছোট ছোট বাচ্ছারা এগোচ্ছে—তারা কেউ নিশান নাড়ছে, কেউ বা হাতে করে নিয়েছে কাগজের লণ্ঠন, আবার কেউ হয়ত খালি হাতে নির্বিকার ভঙ্গীতে গপ্-গপ্ ক'রে মিঠাই খাচ্ছে আর গোলাপী গালে চট্‌চটে ছোপ ধরাচ্ছে।' এর পরেই রয়েছে জন কয়েক শ্রমিক—তাদের কেউ করাত-কলের লোক, কেউ বা খাদ্য ভাণ্ডারের কর্মচারী, আর ডাক-তার অফিসের কিছু লোকও সেই সঙ্গে রয়েছে, তাদের পিছনে দুটি লরী ভরতি মেয়ের দল। এই মেয়েদের আনা হয়েছে বিভিন্ন যৌথ খামার থেকে।

কম্‌রেড তিশেংকো মিছিল দেখছিলেন। আর দৃষ্টি শিশুদের ওপর গিয়ে পড়বামাত্র তাঁর দু'চোখ আনন্দাশ্রুতে ছলছলিয়ে উঠল—ওই আসছে দৃঢ়চিত্ত তরুণতর বংশ, ওরা পুরাতনদের স্থানপূরণের জন্যে এগিয়ে আসছে! যেন

সবেমাত্র মাখন-মাখানো সুস্বাদু পিঠে খেয়েছেন এমনই খুশিতে তাঁর মুখখানা উজ্জ্বল! জনতার উদ্দেশে তিনি হাত নাড়ছেন, কখনো বা সুক্ষ্মাগ্র টুপীতে হাত ঠেকিয়ে আবার কখনো শুধু মাথা দুলিয়ে ভাবে ভঙ্গীতে বলছেন—'নাগরিকবৃন্দ এগিয়ে যাও, সরকারী কর্তব্য থেকে ছুটি পেলে আমরাও একটু জিরিয়ে খুশী হই!' আর নাগরিকেরা বাজনার সঙ্গে তাল রেখে ধুলোর উপর দিয়ে ঘষটাতে ঘষটাতে উৎফুল্লভাবে এগিয়ে চলেছে। তারা চিৎকার ক'রে ওঠে—'হুর্‌রা! আমাদের সাহসী সেনাদলের শ্রী বৃদ্ধি হোক!'

হঠাৎ সব থেমে গেল। মঞ্চের পাশ দিয়ে কুচ্‌ ক'রে এগিয়ে না গিয়ে জনতা বেদীর সামনে জটলা পাকিয়ে ঠেলাঠেলি করতে লাগল। সবাই কম্‌রেড ভিশেংকোর মুখের দিকে কৌতূহলী দৃষ্টিতে হাঁ করে চেয়ে রয়েছে। তিনি হাত তুলেছেন আর যেন হাঁ ক'রে কিছু বলতে উদ্যত হয়েছেন—কিন্তু তাঁর মুখখানা ঠিক মতো কাজ করছে না, ওষ্ঠ থেকে এতটুকু শব্দও ধ্বনিত হচ্ছে না। অথচ তাঁকে উৎসাহিত করার উদ্দেশ্যেই লাউডস্পীকারের আওয়াজ খাটো ক'রে দেওয়া হয়েছে।

স্বভাবতঃই আমরা প্রথমে ভেবেছিলাম যে, তিনি হয়ত বৈদেশিক সম্পর্ক প্রসঙ্গে বিবৃতি দিতে চান অথবা সংহতি দিবসে আমাদের সুখ কামনা জানাবেন। অবিশ্যি সাধারণতঃ কার্যসূচীর পরিবর্তন ক'রে লোকজনকে রোদে দাঁড় করিয়ে বক্তৃতা শোনানোটা রেওয়াজ নয়—বিশেষ ক'রে যখন দুপুরের খাবার সময় অনেকক্ষণ উত্তীর্ণ হয়ে গেছে। তবে, কখন কোন্ বিষয়ে কে কি বলবেন কি বলবেন না, তা আমাদের জানার কথা নয়। আর যদি বলার কিছু থাকে সেটা কেনই বা তিনি বলে উঠতে পারছেন না—তা-ই বা জানব কি করে! কমরেড ভিশেংকোর কথা শোনাই আমাদের কাজ, —আর তারপর মদ্য পান করা। আমরা ত মোদো-মাতাল নই, কাজেই তাড়াহুড়োর কিছু নেই—আর পকেটে পয়সা থাকলে যখন ইচ্ছে মদ জোটানো যায়। কম্‌রেড ভিশেংকোর ভাষণ চুকে বুকে যাবার পর সারাদিন ধ'রে আমাদের পান করা ঠেকায় কার সাধ্য।

কিন্তু কমরেড ভিশেংকোর বলবার কথাটা কিছুতেই আন্দাজ করা যাচ্ছে না। তাঁর গলা আটকে যাচ্ছে, থেকে থেকে অনেকক্ষণ পর একজোড়া ক'রে কথা হোঁচট খেয়ে বেরুচ্ছে—তাঁর গলার আওয়াজ শুনে মনে হচ্ছে কে যেন তাঁর জিভ মুচ্‌ড়ে তাঁকে দিয়ে কথা বলাচ্ছে আর তিনি

মরীয়া হয়ে অন্ধকারে হাত্‌ড়ে বেড়াচ্ছেন কোন্ ভূত তাঁর ওপর এসে ভর করেছে।

'প্রিয় সহনাগরিকবৃন্দ!' বিচলিত হয়ে তিনি থম্‌কে গেলেন—প্রিয় সহনাগরিকবৃন্দ ··আমার ইচ্ছা—আমাদের ইচ্ছা—আজকের দিনে—ঘোষণা করতে চাই—'

একটা হেঁচকা স্পন্দনে তিনি লাল হয়ে উঠলেন আর তারপর বাকী কথাগুলো সবেগে একটা অভিব্যক্তিশূন্য একঘেয়ে সুরে উচ্চনাদ বেরিয়ে এল।

'লিউবিমভের ইতিহাস আজকের দিনটি নূতন এক যুগের সূচনা হিসেবে চিহ্নিত হোক। আমি এবং নেতৃবৃন্দের বাকী সবাই স্বেচ্ছায়, আবার বলি স্বেচ্ছায়, আমাদের সরকারী কাজের দায়দায়িত্ব মুক্ত হচ্ছি। এবং অতঃপর আমাদের স্থান পূরণের জন্য আপনারা সর্বসম্মতভাবে একজন নেতা নির্বাচন করুন এই অনুরোধ জানাচ্ছি···এমন একজন মানুষ যিনি আমাদের গৌরব· আমাদের আনন্দস্থল···আমি নির্দেশ দিচ্ছি···আমি মিনতি করছি···'

তিনি তোত্‌লাতে শুরু করলেন, দম ফেলতে তাঁর কষ্ট হচ্ছে। আর নিজের দু'হাত দিয়ে গলাটা চেপে ধরলেন, কণ্ঠনালী রোধ ক'রে তিনি যেন প্রচণ্ড প্রয়াসে বাক্যস্রোত বন্ধ করতে চাচ্ছেন। তাঁর চোখ দুটো ঠেলে বেরিয়ে এসেছে, দেহটা এপাশ-ওপাশ দুলছে। আর তার চাপে পায়ের তলায় তক্তাগুলো মড় মড় শব্দ করছে। দেখে মনে হচ্ছে আপন হাতে নিজেকে গলা টিপে মেরে ফেলবেন তিনি—আর যে কোনো মুহূর্তে মৃতদেহটা পড়ে যাবে! এই অবস্থায় স্পষ্টতঃই তাঁর চেয়ে বলশালী কোনো শক্তি তাঁর ওই প্রাণঘাতী—মুঠোটা খুলে ছড়ে' যাওয়া গলাটাকে মুক্ত করে দিল। তখনো বাহু দুটো কনুইএর কাছ থেকে কাঁকড়ার দাঁড়ার মতো বেঁকে রইল—ধীরে ধীরে সে দুটিকে টেনে সোজা ক'রে দেওয়া হ'ল। এই আত্মরক্ষায় অসমর্থ ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে তিনি বলা শেষ করলেন:

'আমাদের মুখ্যতম শাসনকর্তা, বিচারক এবং প্রধান সেনাপতি হিসেবে নির্বাচন করুন—'আবার তিনি হাঁস ফাঁস করে গলা দিয়ে শিস দেওয়ার মতো আওয়াজ করে বললেন 'কমরেড লিওনার্দ মেধ্‌পীসকে, হুররা।'

চারদিকের স্তব্ধতা এমন নিবিড় হয়ে উঠল যে, কমরেড মারিয়ামভের দাঁতের ঠক্‌ঠক্ কাঁপুনিটুকুও স্পষ্ট শোনা যাচ্ছিল। তিনি এক হাতওয়ালা(১) মূর্তির

(১) কুসংস্কারের বিরুদ্ধে জেহাদের সময়ে এই মারিয়ামভ্‌ই একটি হাত জুইয়েছিলেন।

মতো বিবর্ণ অবস্থায় বেদীর কিনারে দাঁড়িয়ে ছিলেন—গুপ্ত পুলিশের বিশেষ শাখার কর্তা হিসেবে ওখানেই তাঁর মোতায়েন থাকার কথা। এ ছাড়া আর যে শব্দ কানে আসছিল তা হ'ল একটি গরুর হাম্বা রব—দূরের কোনো বাড়ীর পেছন দিকের উঠোনে(১) বোধকরি অসময়েই তার প্রসববেদনা উঠেছে।

আধ মিনিটের মধ্যেই অবিশ্যি ভিড়ের ভেতর থেকে এক আধটা বিচ্ছিন্ন কথার টুকরো ভেসে উঠল। আর তার অল্পক্ষণের মধ্যে সমগ্র জনতা কোলাহল জুড়ে দিল, চেঁচামেচি ক'রে প্রচণ্ড আওয়াজ তুলে তারা প্রস্তাবিত সিদ্ধান্তটা অনুমোদন করতে থাকল।

'—মেকপীস দীর্ঘজীবি হোক! আমাদের গৌরব লিওনার্দ দীর্ঘজীবী হোক।'

কেবলমাত্র একটি গোঁয়া চাষা প্রশ্ন ক'রে বসল, লিওনার্দ মেকপীস কে? কোন গুণে সে এতবড় একটা সর্বোচ সম্মানের যোগ্য হ'ল? কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই চতুর্দিক থেকে হল্লা ক'রে তাকে দাবিয়ে দেওয়া হ'ল:

'আরে আমাদের লেনি মেকপীসকেই তুমি চেনো না? দু-চাকার সাইকেলে ওস্তাদ মিস্ত্রী। আরে আমাদের সেরা যন্ত্রবিদ! অপদার্থ! আরে তোমার গাঁয়ে ফিরে যাও—আন্‌গড় চাষা কোথাকার!'

ওই লেনির মত একজন অখ্যাত অল্পবয়সী কারিগরকে হঠাৎ এইরকম উঁচুতে তুলে দেওয়াটা কারুর কাছেই তাজ্জব মনে হয় নি। পরন্তু তার এই অসাধারণ শাসন দক্ষতা যে এতকাল উপেক্ষিত রয়ে গেছে কেমন করে—এই ভেবেই প্রত্যেকে অবাক! আমাদের আহাম্মক ওপরওয়ালারা এর আগে পর্যন্ত কোন নেতৃত্বের ভার নিতে ওকে যে ডাকেন নি কেন—এই ভেবেই প্রত্যেকে অবাক!

লোকে বলাবলি করছে—'এটা ষোল আনা তিশেংকার দোষ। আমাদের বেচারা লেনিকে ও-ই দাবিয়ে রেখেছিল। আরে, ও ত এটা চেয়ে ছিলই। এখন একবার ওর দিকে চেয়ে দ্যাখো, তার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ অসাড় হয়ে গেছে—এমন কি হাতও সোজা করতে পারে না—উনুনের কাঁটার মতো বেঁকে-দুমড়ে একটা মাংসের ড্যালা হয়ে গেছে। যেমন কর্ম তেমনি ফল—শয়তান কাঁহাকা।'

কাপড়-চোপড় দিয়ে জড়ানো মাস দুয়েকের একটি বাচ্ছা মায়ের কোলে

।১। এই গরুটাই বাগের মধ্যে অনধিকার করে' ঘাস মুড়িয়ে খেত।

ঘুমিয়ে ঘুমিয়েই অলক্ষ্যে থেকে ভিড়ের এইসব মন্তব্য শুনেছিল। বিছানায় যে অবস্থায় ঘুমোচ্ছিল ঠিক সেই অবস্থাতেই কোলে তুলে নিয়ে তার মা কুচ্‌কাওয়াজ দেখাতে এসেছিল। বাচ্চাটার ঘুম ভেঙে যেতে শালের মধ্যে আড়ামোড়া দিয়ে উঠল—অবিশ্যি ওর মাথা তোলার বয়স এখনো হয় নি তাই ফোকলা মাড়ি বার ক'রে আকর্ণ বিস্তারী হাসিতে খিলখিলিয়ে কুঁই কুঁই ক'রে বলল ঃ

'লেনিকে আমাদের জার করতে চাই! আমি চাই লেনি মেকপীস আমাদের জার হোক।'

তার শিশুসুলভ আবোল-তাবোল সাধুবাদের বজ্রনাদের তলায় ডুবে গেল। এদিকে জনতা উৎসাহের উন্মাদনায় হাততালি দিচ্ছে, তারস্বরে চীৎকার করছে, তাদের নেতার সুপরিচিত নামটা মাত্রা ছন্দে ভেঙে নিয়ে সুর ক'রে গাইছে ঃ 'লিও-নার্দ্‌ মেক্‌-পীস! লিও-নার্দ মেক্‌-পীস্‌!'

আর কোনো উপায় নেই, লিওনার্দকে ব্যূহের ভেতর থেকে বেরিয়ে আসতে হল। এখনও সেই ইস্পাত ছাই-রঙের নতুন পোশাকটাই (১) পরে রয়েছে—তাকে কেমন লজ্জিত আর বিব্রত মনে হচ্ছে। স্কোয়ারের ঠিক মাঝখানে গিয়ে সে দাঁড়াল, সনাতন প্রথায় চারদিকে ঘুরে চার বার নমস্কার করল, তারপর বলল ঃ 'কমরেডগণ আর বন্ধুগণ, আমি দুঃখিত! আপনারা আমার নাম ধরে ডাকাডাকি করছেন তা কানে শুনেও, প্রথমে, সত্যিই বুঝতে পারি নি কাকে আপনারা ডাকছেন। এরকম অনুগ্রহ পাওয়ার যোগ্য কোনো কাজই আমি করি নি ত! তবু আপনারা যদি একান্তই ইচ্ছা করেন আর জিদ ধরেন তাহলে অনিচ্ছা সত্ত্বেও আমায় সম্মত হতে হবে—জনগণের ইচ্ছার কাছে নতি স্বীকার করতেই হবে আমায়। আপনাদের সেবার জন্যে আমি যথাসাধ্য করব। কিন্তু আমি একটা জিনিস আপনাদের কাছে ভিক্ষা চাইব ঃ ব্যক্তি পূজা চলবে না। আপাততঃ আমার মনে হয় বিচার এবং স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের ভারও আমার হাতেই থাকা ভালো। অবিশ্যি 'রাষ্ট্র'ই শুকিয়ে মরে' আসছে, কিন্তু আমরা ত নিয়ন্ত্রণকে একেবারে বর্জন ক'রে চলতে পারি না—পারি কী? প্রাক্তন সেক্রেটারি তিশ্চেংকো, তুমি কি মনে করো?'

তাঁর উঁচু মঞ্চ থেকে আর্তস্বরে তিশ্চেংকো কাত্‌রে উঠল—'যেতে দাও লিওনার্দ!' কড়ে' নখটুকুও নাড়াবার শক্তি নেই তবু সে শাসানির ভঙ্গীতে পুনরাবৃত্তি করল—'যেতে দাও!'

।১। এই উপলক্ষ্যেই সে এই পোশাক পরেছিল।

শীর্ণ চোয়াল দুটো দৃঢ়রদ্ধ করল লিওনার্দ, তার কপালের শিরাগুলো ফুলে উঠল, আর তার হাবভাবে এই কথাই ব্যক্ত হ'ল: 'সেমিয়ন তিশ্চেংকো তুমি কি মনে কর যে তুমি কোথাও যাচ্ছ, অবিশ্যি তাহলে তুমি আবার ভাবতে পারবে!'

তিশ্চেংকোর শরীর থেকে সমস্ত শক্তি আর প্রতিপত্তি যেন নিঃশেষ হয়ে উবে গেছে। আর অকস্মাৎ—অবিশ্যি লিউবিমভের বুড়ীদের মুখের কথা, আর জনশ্রুতির কল্পনা সৃষ্ট উপকথা এটা—অকস্মাৎ তিনি উল্টে ফেলা বিগ্রহের মতো বেদী থেকে পাক খেতে খেতে নীচে গড়িয়ে পড়লেন। পড়বার সময় মাথাটা নীচের দিকে ছিল তাই মাটিতে মাথা ঠুকে গিয়েছিল। মাটিতে মাথাটা আছড়ে পডবা মাত্র তিনি অদৃশ্য হয়ে যান। কিন্তু যেখানে মাথা ঠুকে ছিল একটা পালকওয়ালা কাক সেখান থেকেই কা-কা ডাক ছেড়ে ওপরে উড়ে গিয়েছিল।

'জলদি, একটা বন্দুক দাও—' লিওনার্দ হেঁকে উঠল। তার গলার স্বর পাল্টে গেছে।

সাধারণতঃ যেমনটি হয়, তার আশ পাশে কারুর কাছেই বন্দুক ছিল না—তা বলে মেকৃপীস ত আর আহাম্মক নয়। সে এক দৌড়ে সেই জায়গায় গিয়ে মুখ থুব্ড়ে সাট পাট শুয়ে পড়ল: আর চোখের পলকে তার হাত দুখানা থেকে ডানা গজালো আর পা-দুখানা গুটিয়ে ভাঁজ হয়ে গেল, আর তার ছাই রঙা স্যুটটা সব পালক হয়ে গেল। তার চঞ্চু শক্ত হ'ল আর বেঁকে গেল, তার ছোট্ট গোল-গোল চোখ দুটো পিট্-পিট্ করতে থাকল—আর দেখতে দেখতে দস্তুর মতো আস্ত একটা বাজ পাখী তেড়ে আকাশে উড়ে চলল। চিঁ-চিঁ শব্দকারী তিশ্চেংকোর পিছু ধাওয়া করল পাখীটা!

আকাশে ওরা দু'জনে অভিজ্ঞ বৈমানিকের মতো লড়াই করছে—কখনো তেড়ে ছোঁ মেরে আক্রমণ করছে, কখনো সোঁ ক'রে নেমে পাশ কাটাচ্ছে। তলায় নীচের লোকেরা শূন্যে ওদের যুদ্ধ দেখে তাজ্জব বনে যাচ্ছে। আর নতুন শাসনতন্ত্রের প্রতি অনুরাগ প্রকাশ ক'রে বলছে: 'লেনি ওকে দাও! আরে ওর চোখ দুটো গেলে দাও!'

কিন্তু যে মুহূর্তে লেনি ওকে তেড়ে নামিয়ে এনে ফেলল, আর তারপর যে-ই সে ইতরটার বুকে নখের থাবা বেঁধাতে উদ্যত হয়েছে অমনি কমরেড তিশ্চেংকো নিজেকে অকস্মাৎ এক লোমশ লেজওয়ালা খেঁকশেয়ালে রূপান্তরিত ক'রে ফেলল! বদমাশটা যদি পাল্টে খরগোশ হ'ত তাহলে আমাদের বাজপাখী অল্পেই

কাজটা চুকিয়ে ফেলতে পারত। কিন্তু ধূর্ত খেঁকশেয়াল, লোকে বলে, নাকি ঈগলের সঙ্গেও সমানে লড়তে পারে।

যদি কখনো খেঁকশেয়ালকে পলায়নপর অবস্থায় দেখে থাকো তাহলে তার কুটিল কৌশল জানতে তোমার কিছু বাকী নেই। বনশূন্য দেশেও খালি হাতে তাকে ধরা একেবারে অসম্ভব, এমনই ধোঁকা দিয়ে পালায় সে! কিন্তু শহরের মতো জায়গায় তিশেংকো লুকোবে কোথায়? তার চতুর্দিকে কেবল বাড়ি-ঘর, বেড়া, পা আর পা, আর লেনিকে ভালো ক'রে দেখার জন্যে মেয়েরা স্কার্ট গুটিয়ে ডিং মেরে দাঁড়িয়ে রয়েছে—এখানে লুকোবার জায়গা কই? জনসাধারণের নৈতিক সমর্থনে উদ্বুদ্ধ হয়ে লেনি নিজের আকারটা বদলে একটা বর্জই-এর দেহ ধারণ করল। জাতে কুকুর হ'লে কি হয়, সুঁচলো মুখ আর লম্বা পা-ওয়ালা এই জানোয়ারটা হরিণের মতো তড়বড়ে! এদের অঙ্গসংস্থান আদ্যক্ষর-বন্ধের (monogram)-মতো জটিল অথচ সুসম্বদ্ধ। আর এরা যখন মাটির ওপর দিয়ে লাফিয়ে ডিঙিয়ে চলে তখন মনে হয় সেই গতির বয়নে শূন্যের ওপর চীনা সাঙ্কেতিক চিত্রাক্ষর লিখে চলেছে।

…সে ঝাঁপিয়ে পড়ে কামড়ে ধরল কিন্তু শেয়ালের লেজটুকুই তার দাঁতের সঙ্গে লেগে রইল। আর গতিবেগ অব্যাহত রেখে শেয়ালটা এগিয়ে চলে গেছে। এবার আরোহীশূন্য দু-চাকার সাইকেল হয়ে সে বেরিয়ে যাচ্ছে। এ সাইকেলের পা-দানিতে যন্ত্র লাগানো আছে তাই চাকা ঘুরে যাচ্ছে। লোকেরা তখনও এ-ওর ঘাড়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ছে, পথ ছেড়ে দিতে সবাই ব্যস্ত—এমন সময়ে লেনি অকস্মাৎ মোটর বাইসাইকেল হয়ে গেল। মোটর সাইকেল হয়ে সে ধাওয়া ক'রে চলল…আরোহী নেই…আরে বাঁধানো রাস্তা হুঁশিয়ার…শেয়ালের লেজ…তার গর্জন…পাহাড়ের ওপর!…ওর চাকার পাখিগুলো ভেঙে দাও… বিলকুল পালক…যন্ত্রসংযোজিত…যন্ত্রসংযোজিত…ঈশ্বর আমাদের সহায় হও! …দু চাকার সাইকেল কখনো পাল্লা দিতে পারে না!

কিন্তু এই ঘটনা নিয়ে অযথা বাড়াবাড়ি হয়ে গেছে। থাক! অবতার এলিজার উপকথার মতোই এটা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন আর পৌরাণিক। বস্তুতঃ প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের সংগ্রামকে কেন্দ্র ক'রে রচিত একটি রূপক মাত্র। আসলে একেবারে অন্য ব্যাপার ঘটেছিল। সে সব আবিষ্কার করতে হ'লে আমাদের পিছনে ফিরে যেতে হবে—তিশেংকো যখন তাকে বন্ধনমুক্ত করার জন্যে লেনির কাছে মিনতি জানাচ্ছে সেইখানে ফিরতে হবে।

তার দেহের প্রায় সবটুকু শক্তি নিঃশেষ হয়ে এসেছিল এমন সময়ে হঠাৎ সে যেন খানিকটা স্বস্তিবোধ করে দুর্গরক্ষী সৈন্যদের হুকুম দিল: 'কম্‌রেড মেকপীসকে গ্রেপ্তার করো—দেখি শেষ পর্যন্ত কার জয় হয়!' সজীব তার কবন্ধের মতো নিস্পন্দ মূর্তির উপর মুখটা আবার সজীব হয়ে উঠল আর বিদ্বেষের কুটিল হাসিতে সে মুখ বাঁকালো।

নাগরিক বাহিনীর একটি দল বারুদ-বোঝাই বেল্টের শব্দ করতে করতে মেক্‌পীসের কাছে এগিয়ে গেল। তাদের মধ্যে দু'জন খাপ থেকে রিভল্‌বার বার ক'রে বারবার লাউড্‌স্পীকারে গুলী করতে লাগল। চতুর্থ দফা আওয়াজ হবার পরে আবার বাজনা শুরু হ'ল। কিন্তু ষষ্ঠ দফা গুলীর পর হঠাৎ গজরাতে গজ্‌রাতে থেমে গেল। অবশেষে প্রাক্তন সেক্রেটারির অরাজক দল সম্পূর্ণ পরাস্ত হ'ল।

শূন্য রিভল্‌বারগুলো ভেঙে চুরে ফেলে সেগুলোর বিভিন্ন অংশ একখানা লাল রুমালে জড়িয়ে মেকপীসের হাতে তুলে দেওয়া হ'ল। দস্তুরমতো সামরিক কেতায় সুগম্ভীর স্তব্ধতার মধ্যে সেনাবাহিনীকে নিরস্ত্রীকৃত করা হ'ল। তবে রীতিমত বাজিকরের কৌশলেই সেটা করা হ'ল। লিওনার্দ আমায় ইশারায় ডেকে সেই পুঁটলিটা আমার কাছে গচ্ছিত রাখল।[১]

ততক্ষণে রক্ষীবাহিনী পতাকাদণ্ড জোগাড় করে ফেলেছে। আর দেবদারু জাতীয় ফার গাছের ডাল ভেঙে ছোট্ট একটি মঞ্চও তৈরি করে ফেলল। বিজয় মিছিলে বয়ে নিয়ে যাওয়ার মতো ছোট মঞ্চ! নিজের দশাসই দেহরক্ষীর চাওড়া কাঁধের ওপর মেকপীসকে ওঠানোর পর, তার দিকে চেয়ে মনে হচ্ছিল—এটা যেন ব্রোঞ্জের তৈরী মেকপীসেরই স্মৃতিস্তম্ভ।

তাকে যখন শোভাযাত্রা ক'রে বেদীর পাশ দিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল তখনো তিশেংকো নিজের জায়গায় যেন শেকড় গেড়ে দাঁড়িয়ে ছিল—এখন সে একলা! (অন্যান্য প্রাক্তন নেতারা পালিয়ে গা-ঢাকা দিয়েছে।) মেক্‌পীস

॥ ১ ॥ সেখান থেকে প্রায় বিশ-পা দূরে ভিড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে ছিলাম। মেক্‌পীস আঙুল নেড়ে ইশারায় ডাকল, আমি ছুটে গিয়ে পুঁটলিটা নিলাম। সেই সময়ে আমার হাতে যেন একটা বিজলীর ঝাঁকানি (শক্‌) খেলাম আর আমার অন্তর থেকে কে যেন বলল—ওটা নদীর জলে ফেলে দিতে। সার্জেন্ট মিখাইলভের উপস্থিতিতেই আমি সেটা নদীতে ফেলে দিয়েছিলাম। সে অবিশ্যি সাক্ষ্য দিতে পারে—তখন আমি মানসিক ধৈর্য হারিয়ে ফেলেছিলাম—তাও সে জানে।

একটু দাঁড়াল এবং উপদেশ দেবার ভঙ্গীতে বলল : 'ভালো ক'রে দেখে নাও ! আমাদের এই নগরের স্বাধীনতার ওপর হস্তক্ষেপ করার স্পর্ধার এই পরিণাম ! যে-ই করুক তারই এই দশা হবে !

'স্বাধীন নগরী লিউবিমভ দীর্ঘায়ু হোক !

'বিশ্বময় যন্ত্রশিল্পী আর বিজ্ঞানের উন্নতি দীর্ঘায়ু হোক !

'বিশ্বময় শান্তি দীর্ঘায়ু হোক।

তার চোখ দুটো চারদিকে ঘুরছে,—দৃষ্টি যেন অস্বাভাবিক তির্যক মনে হচ্ছে। হাওয়ায় তার চুলগুলো উড়ছে। আর ভ্রূর ওপরে গভীর 'v' চিহ্নটা যেন রক্ততিলকের মতো জ্বল-জ্বল করছে।

দু-ঘণ্টা বাদ পৌর তারবার্তা প্রেরক নিম্নলিখিত বার্তা টাইপ করা সমাধা করল :

'সর্বজনের প্রতি। সর্বজনের প্রতি। সর্বজনের প্রতি।'

'লিউবিমভ নগর স্বাধীন নগরী বলে ঘোষিত হল। অত্রস্থ নাগরিকদের স্বাধীনতা এবং স্বাতন্ত্র্য আইন দ্বারা সংরক্ষিত হবে। বিনা রক্তপাতে (এক বিন্দুও রক্তপাত না ঘটিয়ে) কমাণ্ডার লিওনার্দ মেকপীসের উপর সর্বোচ্চ শাসনক্ষমতা হস্তান্তরিত করা হয়েছে। শোনো এবং মেনে চলো। স্বাক্ষরকারী, লিওনার্দ মেকপীস।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

প্রথম পরিচ্ছেদের ঘটনাবলীর ব্যাখ্যাসূত্র

জনগণের মধ্যে আজ অবধি আলোচনা হয়ে থাকে, এই লিওনার্দ মেক্‌পীস আসলে কে, আর কোন্ রহস্যময় ক্ষমতার বলে সে এই নগরে আধিপত্য লাভে সিদ্ধকাম হল। এমন অনেক মানুষ আছে যাদের বিশ্বাস, সে হ'ল ঈশ্বরের দূত। আবার অনেকের মতে সে শয়তানের প্রেরিত। ব্যক্তিগত ভাবে আমি এই মত দৃঢ়ভাবে পোষণ করি যে, তার উৎপত্তির মূলে কোনোরকম রহস্য বা অতিপ্রাকৃত কিছু নেই। আর তার সমগ্র কর্মজীবনকেও বৈজ্ঞানিক উপায়ে নিখুঁতভাবে ব্যাখ্যা করা অনায়াসেই সম্ভব।

দরিদ্রতম শ্রমিক পরিবারে লিওনার্দ মেকপীসের জন্ম। তার বাবার পেশা ছিল জুতো মেরামত করা। ফ্যাশিস্ট বুলেটের আঘাতে তিনি যুদ্ধক্ষেত্রেই মৃত্যুমুখে পতিত হন। তার মা অত্যন্ত সরলা এবং সুশীলা গৃহস্থ বধূ ছিলেন কিন্তু শোনা যায় যে ঊনবিংশ শতকে তাঁর পূর্বপুরুষদের মধ্যে কোনো একজন প্রোফেরান্‌সভ সম্ভ্রান্ত পুরুষ ছিলেন। ক্রীতদাসদের মুক্তির পর তিনি একটি চাষীর মেয়েকে বিবাহ করেন। তাঁর কাছ থেকেই সম্ভবতঃ লিওনার্দ তার এই বিজ্ঞানের প্রতি আসক্তি এবং যন্ত্রপাতির কলকব্জা সম্পর্কে প্রতিভা উত্তরাধিকারসূত্রে লাভ করেছে। অতি শৈশবেই তার মধ্যে এই লক্ষণ প্রকটিত হতে শুরু করে। একদা সে পুরনো টিন দিয়ে মানুষ প্রমাণ একটি ডুবো জাহাজ তৈরী করেছিল। জাহাজের ভেতরে উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ে মুখটা নীচু করে তার চারটি চালক চক্রকে তোমার দুটো হাত আর দুই পা দিয়ে ঘোরালেই জাহাজটা দিব্যি চলত। স্বাভাবিক অগ্রগতির দৌলতেই সে সতর বছর বয়সেই সাইকেল মেরামতের দোকানে কারিগর হ'ল। তুমি বা আমি যেরকম অনায়াসে একগ্লাস বীয়ার পান করতে পারি, তার কাছে সাইকেলের ভেতরের একটা টিউবে তালি লাগানো, একটা নিপল্ পাল্টানো কিংবা খুলে পড়া কোনো চেনকে যথাস্থানে আটকে দেওয়া, সেইরকম জলবৎ তরল কাজ!

অবশ্য তার প্রধান গবেষণার বিষয় হ'ল, পৃথিবীর চক্রাবর্তন শক্তিজনিত

সততগতি। আর এই পরিকল্পনার একটি খসড়া সে রেজেস্টারি করে মস্কোর অ্যাকাডেমি অব সায়েন্স-এ পাঠিয়েও দিয়েছে, কিন্তু এখনও অবধি কোনো জবাব পায়নি। সচরাচর যেমনটি ঘটে এক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হয় নি। প্রগতির পথে প্রতিবন্ধ হয়ে দাঁড়িয়েছে ক্ষমতাসীন আমলারা। কতো বিনিদ্র রাত্রি যাপন করেছে অখ্যাত আবিষ্কারক তা ওরা গ্রাহ্যই করে না। লিওনার্দ তার এই ক্ষতি এবং আশাভঙ্গ রীতিমত মানসিক স্থৈর্যসহকারেই সহ্য করেছে। তার একমাত্র ভয় ওই আমেরিকানদের নিয়ে। আমাদের সুনিশ্চিত জয়কে বিলম্বিত করার জন্যে ওরা যদি প্রকল্পটা চুরি করে নিয়ে কাজে লাগায়!

বীয়ার পান করতে বসে ডঃ লিন্‌ডে তর্কের মুখে বললেন—'লেনি তুমি শুধু শুধু সময়ের অপচয় করছ! এই আমার অবস্থা দ্যাখো! ওয়েট হিলের ওখানে আমি যে প্রাগৈতিহাসিক টেরোড্যাক্‌টিল দেখেছিলাম, আর সে সম্বন্ধে একটা প্রবন্ধ লিখে 'দি মেডিক্যাল ওয়ার্কারে' পাঠিয়েছি, তা বছর খানেক পেরিয়ে গেছে। কিন্তু সেই লেখাটা এখনো ওদের সম্পাদকীয় দপ্তরের কোথায় যে পড়ে রয়েছে। বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারেঅভিভূত হওয়ার মতো মানুষ খুব কমই আছে হে। যে যার পকেট নিয়েই ব্যস্ত। আর কোনো কিছুই গ্রাহ্য করে না। আসল কথা হচ্ছে, মানবজাতি এখনো বিকাশের অত্যন্ত নিম্নস্তরেই থেকে গেছে।

বীয়ারের ফেনা লেগে-লেগে ডঃ লিন্‌ডের গোঁফে ছাই-ছাই কটাশে ছোপ ধরে গেছে—তিনি বলেন এর নাকি লোনা সোয়াদ আছে। বিভিন্ন বিষয়ে লোকবিরুদ্ধ নৈরাশ্যসূচক বাণী দেবার ফাঁকে, চকচকে গোলাপী জিভ বার করে বেড়ালের মতো হ্যাংলা ভাবে গোঁফ চাটা তাঁর একটা অভ্যাস! এই ভাবেই তিনি দৃঢ়তা সহকারে বলেন মানুষ লেজবিহীন বানর ছাড়া আর কিছুই নয়।

লেনিও প্রবল আপত্তি তোলে—'তোমার ভুল হচ্ছে। আর সবকিছুর মতোই মানুষের স্বভাবেরও উৎকর্ষ সাধন সম্ভব।'

এই ব'লে সে আপনার চিন্তারাজ্যে ডুবে গেল। সামনে যথারীতি বীয়ারের গ্লাসটি অসমাপ্ত অবস্থায় পড়ে রইল—বরাবরই সে শেষ গ্লাসটা নিঃশেষে পান করে না।

আমি অবশ্য এই দুই চরম মতের মাঝামাঝি ধারণা পোষণ করতাম। মানুষের প্রকৃতি সম্পর্কে আমার অভিজ্ঞতা ডঃ লিন্‌ডের চেয়েও বেশি ছিল। পক্ষান্তরে লেনির গোঁয়ার্তুমিটা আমার ভালো লাগত। তা ছাড়া উন্নতি যে

অচল অবস্থায় গিয়ে ঠেকেছে একথা ঘুণাক্ষরেও আমার মনে হয় নি। পরন্তু আমরা অচিরেই মহাজগতে অভিযান করব এ প্রত্যয় ছিল দৃঢ় মূল।(১)

এখন আমার বিশ্বাস হয়েছে যে, বিজ্ঞান আরও অনেক দূর এগিয়ে যাবে। বস্তুতঃ তার অগ্রগতি প্রতিটি বাঁকে আমাদের জন্যে ওঁৎ পেতে থাকবে। এমন দিন আসবে যখন তোমার আমার মতো সাধারণ মানুষও সামান্য একটি বোতাম টিপেই তার যাবতীয় প্রয়োজন চরিতার্থ করতে পারবে। আর সেটা যে কী ভাবে হবে তা এই ক্রান্তিকালে স্বপ্নেও আমরা কল্পনায় আনতে পারি না।

একবার কল্পনা কর—কোনো রেস্তোরাঁয় তুমি তোমার খাশ কামরায় ঘন স্প্রীং আঁটা যোফায় বসে আছ। একটা বোতাম টিপলে—তারপর সোফা থেকে একটুও নড়াচড়া কিচ্ছু করতে হ'ল না তোমায়—হালকা হাওয়ার ভেতর থেকে তৎক্ষণাৎ মদ(২) আর খাবার ঠাসাঠাসি একটা টেবিল তোমার সামনে হাজির হ'ল। খাদ্যতালিকা ধরে' তুমি খেয়ে যাও। পেট ফেটে যাবার মত অবস্থায় এসে তুমি থামলে। আর সেই সময়ে তোমার খেয়াল হ'ল যে, খেতে-খেতে বারবার একটা জিনিস তোমার খেতে ইচ্ছে হয়েছিল কিন্তু সেটাই টেবিলে নেই। যে একটি মাত্র জিনিসের অভাবে তোমার বিষণ্ণতা তা হ'ল নারকেল। এটি টেবিলে থাকলেই তোমার কোনো খেদ থাকত না। আর "এরই জন্যে তোমার নিজেকে অবহেলিত, ক্ষুণ্ণ আর এমনই নিঃসঙ্গ লাগছে যে, শেষে কোথাও চলে গিয়ে গলায় দড়ি দিতেও তুমি প্রস্তুত! তুমি একটা বোতাম টিপলে। কোনো মানুষের সাহায্য ছাড়াই স্বয়ং চালিত একটি ঠেলা গাড়ি, গড়িয়ে গড়িয়ে ঢুকল—তাতে দুনিয়ার যতো রকমের নারকেল স্তূপীকৃত। কিন্তু ওগুলোয় আর তোমার রুচি নেই। তুমি বললে—'এটা সরিয়ে ফ্যালো। বড্ড দেরি হয়ে গেছে।" তুমি আবার অন্য একটা বোতাম টিপলে।

সঙ্গে সঙ্গেই নকশা কাটা কাঠের পাটাতনে ঢাকা একটি চোরা দরজা অকস্মাৎ ফাঁক হয়ে খুলে গেল। তোমার ডাকের জবাবে, অপূর্ব এক রূপসী, সোনালী তার চুল—তোমার খিদমতে হাজির! তুমি ত একটি বোতাম টিপেছ আর অমনি সব ঠিক ঘটে যাচ্ছে! যতো বার তুমি বোতাম টিপবে প্রত্যেক দফায় একই ফল ফলছে। কিন্তু এতক্ষণে তোমার চিত্ত ভারাক্রান্ত

॥ ১ ॥ পরবর্তীকালে ইতিহাস প্রমাণ করেছে আমি অভ্রান্ত।

॥ ২ ॥ কল্পনা কর, তখনও রাষ্ট্রই সুরার রেশন বেঁধে দেবে।

হয়ে উঠেছে। তখন তুমি তাকে বললে—'লুসি যেখান থেকে এসেছ তুমি সেখানে ফিরে যাও! আমি দূরদূরান্তরে যাত্রা করব—এই সভ্যতা থেকে অনেক দূরে যেতে চাই।'

একটা বোতাম তোমায় ভেনিসে নিয়ে গেল, আর একটা নিয়ে গেল ভেনিজুয়েলায়, তৃতীয়টা হয়ত শুক্রে কিংবা বুধে অথবা হয়ত প্লুটো গ্রহে।··· আর শয়তান যখন তোমায় বিশ্বব্রহ্মাণ্ডময় পাক খাইয়ে নিয়ে ঘুরছে তুমি তখন শূন্য লোক বিজয়ের মহিমা কীর্তনের গান আর কাব্য লিখতে থাকবে। বিশেষ ধরনের এক হিসাব যন্ত্রের (Computer) সাহায্যে এই ভাবগুলো তোমার করোটীর ভেতরে চোলাই করে পাঠানো হবে। আর তুমি ভেংচে বলবে : 'ব্যস! মাত্র এ-ই সব? আর কিছু নেই! এর চেয়ে বরং এঁটেল পোকা প্রভৃতির দলে মিশে বুকে ভর দিয়ে চলাই আর আমার সেই আদিম অবস্থায় পচে মরাই ছিল ভালো। এর চেয়ে আহা, আমি যদি ইউক্যালিপটাসের ডালে লেজ জড়িয়ে দোল খেতে পারতাম! আমায় সেই অন্ধকার ফিরে দাও! ছায়া দাও আমায়! লজ্জার এই মুখখানা লুকোতে পারি এমন একটুখানি ছায়া দাও আমায়!'

কিন্তু সব দিক থেকে যেখানে শুধুই আলো আর আলো; আসছে—সেখানে ছায়া কোথা থেকে আসবে?

অতএব দুঃখের দুঃসহ পসরাকে ডুবিয়ে দেবার জন্যে আর প্রতিবাদ ঘোষণার সংকেত হিসেবে তুমি মদ্যপানের আশ্রয় গ্রহণ করলে। রাষ্ট্রের মিয়ন্ত্রিত বস্তু ভদকা চুরি করলে তুমি, তুমি হল্লাবাজ গুণ্ডা হয়ে পড়লে, তুমি হ'লে নেশাখোর! বোতামের স্ক্রু খুলে বেড়ানো, ছুরি দিয়ে বৈদ্যুতিক তার কেটে বেড়ানো আর গুল্‌তি (catapult) মেরে-মেরে সার্চলাইট নিভিয়ে বেড়ানোই তোমার কাজ হয়ে দাঁড়াল।

এই শোচনীয় পরিণতির হাত এড়াতে হ'লে মানুষের প্রকৃতিটা অবশ্যই পুনর্গঠিত করতে হবে। পুরনো দৃষ্টিভঙ্গী উপ্‌ড়ে ফেলে দিয়ে তার জায়গায় নতুন একটা ঢোকাতে হবে। একবার পুনর্গঠিত হয়ে গেলে মানুষ তার নিজের স্বাধীন ইচ্ছাই পূর্ণতার পথে এগিয়ে যাবে। চাই কি বিজ্ঞানের সুবিধা সুযোগের জন্যে সে ধন্যবাদ দেবে। এই হ'ল লিওনার্দ মেকপীসের ধারণা আর এর ওপরেই সে ভরসা রাখে। বুর্জোয়া কায়েমী স্বার্থ সম্পূর্ণ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর প্রযুক্তিবিদ্যা (technology) নিজে থেকে কোথাও পৌঁছে দিতে পারে না—এটাই তার

স্বজ্ঞা (intuition) বল্‌ছে ঃ—তার জন্যে চিত্ত-বৃত্তির পরিবর্তনকে(১) সহায় করতে হবে।

একথা তুমি কি ক'রে বলছ? সে কি প্রত্যেককে তার রুচি অনুযায়ী পরিবর্তিত করে নি? তা ছাড়া তুমি কে হে! আমার মুখ দিয়ে তোমার কথাগুলো বলিয়ে নিচ্ছ?(২) আমার ওপর খবরদারি ক'রে হুকুম চালাতে পারো—এইধারণা তোমার হ'ল কি করে?(৩)

বটে, গল্প বলছি না ত এটা কী করছি? তারপর সে ওকে বলল ঃ—'তোমায় আমার বড্ড ভালো লাগে সেরাফিমা পেত্রভ্‌না। আমার প্রিয় বান্ধবী হবে তুমি?'

'হ্যাঁ, পছন্দ করো তা বেশ বুঝেছি।' আড়চোখে কটাক্ষ হেনে ও বলল—'কিন্তু তুমি আর একটু বেশি মৌলিক চিন্তাশীল হতে পার না?'

'হাতের কনুই দুটি ওপরে তুলে, স্তনযুগ আরও প্রকাশ ক'রে দিয়ে মন্থর ভঙ্গীতে ও মাথার চুল সমান করতে থাকে—যাতে স্তনাঞ্চল আরও ভালভাবে দেখার সুবিধে হয়! আর বাসনাদীপ্ত লিওনার্দ হাত কচ্‌লাতে লাগল ঃ 'তোমার জন্যে আমি সব করব—সব-সব! নিজে হাতে ক'রে আমি তোমার ঘড়ি সারাবো। আর যদি তুমি অনুমতি করো তাহলে আমাদের ভাবী বাসভবনের দরজা এমন ভাবেই বানাবো যে তুমি এসে দাঁড়াবামাত্র সেগুলো আপনা-আপনি খুলে যাবে, আবার নিজে নিজেই বন্ধ হবে!

'আমি সরল মানুষ,' সে বলে চলল—'কলেজ কখনো যাই নি। কিন্তু তার মানে এ নয় যে আমার বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী নেই—আমাদের এই শহরে এখনো তেমন কোনো প্রতিষ্ঠান তৈরী হয় নি নইলে সেখান থেকে আমি যোগ্যতা-সম্পন্ন ইঞ্জিনিয়ার হতে পারতাম। কিন্তু ভাগ্যের এই পরিহাসকে টেক্কা দিয়ে এখনো নিজেকে বিশিষ্ট ক'রে তুলতে পারি, খ্যাতিমান হতে পারি। প্রত্যেকের মুখে মুখে যখন আমার নাম ঘুরতে থাকবে তখন কিন্তু তুমি দুঃখ পাবে। সেই দিন, আমি তোমায় কথা দিচ্ছি, তোমার শোবার ঘরের দেয়াল আমি তিন-রুব্‌লের নোট দিয়ে মুড়ে দেবো—সবুজ দেয়াল-ঢাকা-কাগজের মতো তার বাহার খুলবে—মাত্র একটি চুম্বন তোমার কাছ থেকে আমি পেতে চাই! আর তা যদি না পাই তবে আমি গিয়ে আত্মহত্যা করব।'

॥ ১ ॥ তার স্বজ্ঞা ভ্রান্ত পথ দেখিয়েছিল।

॥ ২ ॥ দার্শনিকতা রেখে গল্পটা বলে যাও।

॥ ৩ ॥ ভালো চাও তো বলো, নইলে বোতাম টিপব।

'কী বোকার মতো বাজে বকছ?' অপ্রসন্নতার ভাব ফুটিয়ে তুলে ও বলল—'চুমো আবার কী? চুমো ত ইতর কাজ। আর তিন রুব্‌লের নোট তাও ত ইতর আর শস্তা। নেহাত যদি কিছু করতেই হয় তবে ওটা অন্ততঃ একশ' রুবলের নোট দিয়ে করো। মনে রেখো, টাকা বা ধনসম্পদকে আমি অবজ্ঞার বস্তু ব'লে ভাবি, কিন্তু মানুষের উচ্চাভিলাষ থাকাটা আমি পছন্দ করি। ম্যাক্সিম গোর্কি বলেছেন "বীরের মত্ততাই জীবনের প্রজ্ঞা।" আমি যে বন্ধুত্বের জন্যে তোমায় হাতখানা সঁপে দেবো আর সারাটা জীবনভর তোমার সহচারিণী হয়ে থাকব তার জন্যে আমায় যেন মাথা হেঁট ক'রে থাকতে না হয়—তুমি এমন কিছু একটা ভালো কাজের কথা ভাবো যাতে আমি ওই লজ্জার হাত থেকে বাঁচি। নগণ্য উচ্চাভিলাষের কোনো দামই আমি দিই না। জুলিয়াস সিজার যে বলেছিলেন, শহরের সবচেয়ে নগণ্য মানুষ হওয়ার চেয়ে গ্রামের প্রধানতম ব্যক্তি হওয়া শ্রেয়ঃ—আমি তা মানতে রাজী নই। আমার কাছে শহরের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি হওয়াটাই প্রথম কথা। অতএব গোড়াতেই ধরা যেতে পারে, এই লিউবিমভ্‌ নগরী আমার পদানত হবে, মানে তোমার এবং আমার যুগল চরণের কথা বলছি।'

ওর মুখের ভাব একেবারে পাল্টে ফেলেছে। ওর ভিজে ঠোঁটের ডগায় লোভনীয় হাসি ভাসছে, আর চোখের তারায় উন্মাদনা জাগানো প্রতিশ্রুতি আর ওর ছোট্ট নাসিকার পরিচ্ছন্ন বাঁকা বাঁশীতে সূক্ষ্ম রুচিকর ইঙ্গিত!

'আমি যে কি করব তা এখনো বুঝে উঠতে পারছি না।' বিরস মুখে লিওনার্দ বলে—'যে সব মহাপুরুষের কথা তুমি বলছ, আমাদের এ শহরে তেমন স্তরের কেউ জন্মায় নি। তবে আমার সাধ্যে যতটা সম্ভব তা করব।'

'বেশ, তুমি যেদিন স্পার্টাকাসের মতো আঙুর পাতার মুকুট ভূষিত আর বর্মশোভিত হয়ে আমার কাছে আসবে সেদিনই না হয় আমরা ফলাও ভাবে খুঁটিনাটি নিয়ে বসব! এখন এই অবধি!' হঠাৎ ছেদ টেনে ও হেসে দুলে বেরিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল—এমন কি বিদায়ের আগে একবার করমর্দনও করল না।

সুকৌশলে আমি একটা বই-এর আলমারির আড়ালে বসে' 'নোভিমির', পত্রিকা পড়ছিলাম (পাঠকক্ষে তখন ওরা দু-জন ছাড়া কেউ ছিল না)। কিন্তু এবার আমি বেরিয়ে এসে লেনির সঙ্গে বয়োজ্যেষ্ঠ কমরেডের অধিকার নিয়ে বললাম: 'যা বলি শোনো লেনি! ওই বিরক্তিকর মেয়েছেলেটাকে

বর্জন করলে তুমি ঢের ভালো কাজ করবে। এমনিতে তোমার যথেষ্ট প্রতিভা রয়েছে, কিন্তু ও তোমার ক্ষমতার শেষবিন্দুটুকু শুষে খেয়ে শেষ করে দেবে। আমি ত জানি জীবনে বিস্তর মেয়েছেলে দেখেছি। লেনি, তোমার যা যশ-প্রতিপত্তি আর ক্ষমতা তাতে যে কোনো মেয়ে তোমায় বিয়ে করতে পারলে বর্তে যাবে—আর ওই সেরাফিমার যা বয়েস তাতে ওকে আমি মেয়ে বলতে রাজী নই! কে জানে ওর হয়ত নিজের ছেলে-মেয়েও রয়েছে! আর বয়েসেই যে শুধু তোমার চেয়ে ও বড় তা নয়, আসলে ও ইহুদি—অবিশ্যি সেটা লুকোবার চেষ্টা করে ও! রাশিয়ান হয়ে অন্ততঃ সেই কারণে তফাতে থাকলেই মঙ্গল।'

'এটা ডাহা অপবাদ।' রাগে ফেটে পড়ল সে—'এটা নির্ভেজাল মিছে অপবাদ আর কুসংস্কার। সব জাতিই সমান। তা ছাড়া সেরাফিমা পেত্রড্‌নার মধ্যে ইহুদিপনার ছিঁটে-ফোঁটা কোনো লক্ষণই নেই। আরে, ওর নামটা ত ষোলআনাই রুশী--কোজ্‌লোভ্‌। কথাটা মূল রুশীয় কোজোল থেকে এসেছে—যার মানে হ'ল, পাঠা। অথচ তোমার নাম এই প্রোফেরান্‌সভ কথাটার মধ্যেই কেমন একটা বিদেশী ধ্বনি রয়েছে। মোদ্দা তুমি যে কতোখানি সাঁচ্চা রুশীয় সেটা আমার একবার যাচাই করে' দেখার ইচ্ছে হচ্ছে।'

'তুমি একটা আহাম্মক!' তার কথায় ত্রুটী না ধরে' আমি বললাম—'আমাদের এ শহরে ত চিরকালই প্রোফেরান্‌সভেরা রয়েছে। আর ধ্বনির কথাটাই যদি জানা তোমার উদ্দেশ্য হয়, তাহলে বলব, ওটা স্রেফ গীতিমাধুর্যময়—প্রো-ফে-রান-সোভ্‌। এর চেয়ে সংগতিময় আর কী হতে পারত, বলো? তোমার ওই চিচিকিভ্‌ কিংবা কুকুশ্‌কিনের মতো নয় হে! আরও একটা জিনিস তোমার জেনে রাখা উচিত, বুঝলে—তোমার দিদিমা বড়ই সৌভাগ্যবতী ছিলেন তাই তিনি প্রোফেরান্‌সভের ঘরে জন্মেছিলেন! তারই কোনো পূর্বপুরুষ যেমন পণ্ডিত ছিলেন তেমনি জনহিতৈষী। সেই তিনিই ত পরে এক চাষীর মেয়েকে বিয়ে করেছিলেন। আর তাঁরই দৌলতে তোমার ধমনীতে হয়ত কিছুটা সংস্কৃতির পরিস্রুত রক্ত রয়েছে। বুঝলে লেনি, তোমার আর আমার উৎপত্তির গোড়াটা এক হওয়া বিচিত্র নয়—তফাতের মধ্যে, তুমি চলে গিয়েছ বিজ্ঞান শাখায় আর আমি কলাতে।

'তাহলে আমায় কী করতে বলো?' হতাশ ভাবে লেনি আমায় জিজ্ঞাসা করল—'ওর জন্যে আমি মানুষ পর্যন্ত খুন করতে রাজী আছি, এটা ত তুমি

বুঝেছ! আমায় কী শেষে লুঠ-তরাজ আর চুরি-ডাকাতিই ধরতে হবে এটা এখন আমার কাছে, 'হয় মন্ত্রের সাধন অথবা শরীর পাতনের মতো মরা-বাঁচার প্রশ্ন।'

আমি পরামর্শ দিলাম—'আচ্ছা এসব ছেড়ে তুমি বই পড়া ধরছ না কেন? এইসব শেল্‌ফের দিকে একবার চেয়ে ছাখো! প্রতিটি বই-এর মলাটের অন্দর মহলে বড় বড় মনীষী প্রতীক্ষা ক'রে বসে রয়েছেন—কেন? না, তোমায় তাঁদের অভিজ্ঞতালব্ধ ফলের ভাগীদার করবেন বলে! সেটা চিন্তা করো। পাঁচ-তারা মার্কা ব্রাণ্ডির সঙ্গে একখানা বইএর কোনো তফাৎ নেই—একটা বোতল শেষ করলে যেমন আর এক বোতলের জন্যে তোমার মন ছট্‌ফট করতে থাকে, বইও তেমনি, একখানা পড়া শেষ হলেই আর একটার জন্যে ইচ্ছে জাগে! সারা জীবন ধরে' পড়লেও তোমার ক্লান্তি আসবে না—সময় যে কোথা দিয়ে উড়ে চলে যাবে তুমি টেরও পাবে না। তুমি বই পড়েই গোটা জীবনটা কাটিয়ে দিতে পারো।'

সেই মুহূর্ত থেকেই লেনি পোকার মতো বই-এর পড়ুয়া হয়ে পড়ল। এর আগে অবশ্য কিছু পড়াশুনো সে করেছিল, তবে সেটা নিছক নিজের সাধারণ জ্ঞানের উন্নতির জন্যে। কিন্তু এখন এমন হয়ে দাঁড়াল যে, তুমি ট্রাক্টর চালিয়েও তাকে বই থেকে নড়াতে পারবে না। যন্ত্রপাতির কলকব্জার সঙ্গে সব সম্পর্ক ঘুচিয়ে দিয়েছে সে। একগুঁয়ে তপস্বীর মতো এখন সে একটি মাত্র কোণে বসে' কেবল ঠোঁট নেড়ে যায় আর কিছুক্ষণ পর তার ঠোঁট-নাড়াও থেমে যায়—তখন শুধু তার চোখ দুটোই প্রচণ্ড বেগে ছুটতে থাকে। তার সে দৃষ্টির গতিবেগ এমনই দ্রুত যে, এক আসনে বসে' বুঝিবা সে এক নাগাড়ে পাঁচশ' পাতাই পড়ে' ফ্যালে। (অন্য মাধ্যমে অনুবাদ করলে এর ওজন দাঁড়ায় প্রায় আধ লিটার)। গোড়ার দিকে সে সাধারণতঃ কোপার্নিকাস, নেপোলিয়ন বা চাপায়েভ(১) কিংবা ডন কুইক্‌সটের মতো মহৎ ব্যক্তিদের কথা আছে এই ধরনের বই সে আমার কাছে চেয়ে নিত। স্পার্টাকাস (রোমীয় জীবন নিয়ে রচিত উপন্যাস) সে কম ক'রে অন্ততঃ চার বার পড়েছে। এর পর সে মানুষের মস্তিষ্ক সম্পর্কে আগ্রহী হয়ে উঠল আর আমার কাছে মনস্তত্ত্ব, স্নায়ুতন্ত্র আর চৌম্বক পদার্থ বিদ্যা সম্বন্ধে প্রকরণ গ্রন্থাদি চাইতে শুরু করল। যা দাঁড়িয়েছে তাতে আমি বেশ দেখতে পাচ্ছি, এই মানুষটার ওপর আর কোনো আশা

॥১॥ গৃহযুদ্ধের সময়ে গরিলা পদ্ধতির নেতা এবং একটি সোভিয়েত উপন্যাসের নায়ক।

ভরসা করা চলে না। কামনা তার মনটাকে এলোমেলো ক'রে দিয়ে শেষে এমনই বিপরীতের চরমে নিয়ে গেছে যে এখন স্বয়ং সেরাফিমা পেত্রোভ্‌নাও তাকে নিয়ে যা খুশি তাই করতে পারবে না। ও যখন উচ্ছ্বসিত কলকণ্ঠে লাইব্রেরীতে অ্যাডভেঞ্চার-কাহিনীর বই পাল্টাবার জন্যে হাজির হয়, আজকাল লেনি কিন্তু তার বাতির তলা থেকে নাকটা তুলেও একবার ওর দিকে চেয়ে ছ্যাখে না। আর, লেনি কী পড়ছে তা জানার আগ্রহ দেখাবার ভান ক'রে ও প্রায়ই তার কাঁধেও ওপর হুম্‌ড়ি খেয়ে এমন ভাবে ঝুঁকে পড়ে' যে ওর বুকটার সঙ্গে লেনির অঙ্গের ব্যবধান আধ ইঞ্চিও থাকে কি না সন্দেহ। লেনি কিন্তু ওর এইসব আমলই দেয় না। এদিকে ডেস্কের আড়ালে বসে আমি অস্থির ভাবে হাত কচ্‌লাতে থাকি, লেনিকে আকারে ইঙ্গিতে বোঝাতে চেষ্টা করি, 'এখনও কিসের জন্যে বসে আছ?' কিন্তু এসব কোনোই কাজে লাগে না: চেয়ারের সঙ্গে কেউ যেন পেরেক ঠুকে আটকে দিয়েছে এমন ভাবে লেপটে ব'সে থাকে লেনি। বইএর পাতার ওপরেই তার চোখ দুটো চলাফেরা করে —ওকে চেয়েও ছ্যাখে না। মাত্র ক'দিন আগে যে মানুষটা ওইরকম হৃদয়াবেগ দেখিয়ে ওর কাছে স্বীকারোক্তি করেছে সে কিনা শুক্‌নো নীরস বইএর বিনিময়ে অমন একটি স্ত্রীলোককে বর্জন করল,—এই কথা যখনই ভাবি তখনই লেনির জন্যে নিজেই লজ্জায় রাঙা হয়ে উঠি!

আমি ভাবি,—'হায়, মেয়েটার জাতির কথা তুলে তাকে সাবধান ক'রে দিতে গেলাম কেন!' কিন্তু তার ভালোর জন্যেই ত এটা করেছি! আমি যে ওদের স্বভাবের চিম্‌ড়ে-পনার কথা ভালো ভাবেই জানি—গোটা ইহুদী জাতিটাই এইরকম। দুনিয়াময় সর্বত্রই ত ওরা, পুডিং-এর কিশমিশের মতো কিংবা ধরো ঝোলের মধ্যে গোলমরিচের গুঁড়োর মতো, ছড়িয়ে রয়েছে।—না, ওদের লবণের মতো বলা যাবে না; কেন না লবণ ত গলে মিশে যায়। ইহুদীরা কিন্তু যেখানেই থাক, তাদের ঈশ্বরদত্ত আদি ও অকৃত্রিম বৈশিষ্ট্যটুকু ঠিক বজায় রেখে চলে। ওদের এই চিম্‌ড়ে-পনা আর স্থায়ী অনমনীয়তাটা প্রমাণ করার জন্যেই বোধহয় ভগবান ওদের দুনিয়ার সর্বত্র ছড়িয়ে দিয়েছেন। আর, আমাদের এই রুশীয় ঝোলের ভেতরে ওদের ছিটিয়ে দেওয়ার উদ্দেশ্য বোধহয় এই যে, ওদের দেখলে আমরা যেন স্মরণ রাখি—ইতিহাসের সূত্রপাতটা আজকের কথা নয় আর কী ভাবে তার শেষ হবে তাও কেউ অনুমান করতে পারে না।

একদা আমিও জীবনে এক ইহুদীতনয়াকে পেয়েছিলাম—তাকে জীবনের

শেষ দিন পর্যন্ত ভুলতে পারব না! তার কালো চুলের ছোট-ছোট কোঁকড়ানোর পাকে যেন দুষ্টুমি পাকানো, একজোড়া লোমশ শুয়া-পোকার মতো তার কালো ভুরু আর হরিদ্রাভ ত্বক তার মরক্কো চামড়ার মতো সুখস্পর্শ! রাশিয়ানদের মতোই সে রুশ ভাষায় কথা বলত—ওর কথা শুনে কেউ ধরতে পারত না যে ও রুশী নয়। অবিশ্যি ইহুদীভাষার একটি মাত্র কথা ও জানত, তা হ'ল ৎসোরস ('tsores')—ওদের ভাষায় এর অর্থ হ'ল দুঃখ বা ঝঞ্ঝাট অথবা এমন বেদনা যা কাঁটার মতো হৃদয়কে অনবরত খুঁচিয়ে তচ্‌নচ ক'রে মারে। ওর মনের মধ্যেও কিস্‌মিসের মতোই এই 'ৎসোরসে'র একটি দানা ছিল—সেটা কিছুতে খুঁড়ে বার করা যেত না। ওর হৃদয়বৃত্তির উপাদানের সঙ্গে এমন ভাবে সেটা মিশিয়ে রয়েছে যে হাজার চেষ্টা ক'রেও সেই অবরুদ্ধ বেদনাকে আলাদা করা যেত না। এমন কি যখন ও হাসত আর ভাবাবেগে মেদুর হয়ে উঠত তখনও ওর দু-চোখে বেদনার ছোঁয়া লেগে থাকত। আরবের মরুভূমির কোনো একটা কিছু চিহ্ন সেই দৃষ্টিতে ফুটে উঠত—অথবা সেটা সাহারারও হতে পারে। একদা ওরা এই মরুভূমি অতিক্রম করেছিল। আর, তখন পালাবার সময় আপন সন্তান-সন্ততি আর জিনিসপত্রের সঙ্গে বিশ্বের সমস্ত দুঃখের পসরা বয়ে এনেছিল। এই সব বোঝা যতটা পেরেছে ওরা নিজেদের পিঠে ক'রে বয়েছিল, বাকীটা উটের পিঠে চাপিয়ে দিয়েছিল। তাই ত উটেদের চোখের পাতাও আনত থাকে আর অভিব্যক্তিও ইহুদীদের মতো।

আমি ওকে জিজ্ঞাসা করতাম—'প্রিয়ে, তুমি কেন বিষণ্ণ?'

ও বলত—'কই না ত! তুমি যে আমায় শেষকালে পঁচিশ রুব্‌ল দেবে তা ত ভালোভাবেই জানি—আর গত সপ্তাহের দরুণ যে দশ রুব্‌ল তোমার কাছে পাওনা আছে তাও শোধ করবে, জানি। তবে কি জন্যে দুঃখ পাবো, বলো?'

ওর জ্ঞান-বিবেচনা অনুযায়ী ও খুব সত্যি কথাই বলেছে। কেন না এটা ওর জানা নেই যে ওর ওই কালো কালো অক্ষিপক্ষ্ম আর উটের মতো চোখের পাতার তলা থেকে যে ঊষর মরুভূমি উঁকি দিচ্ছে। সেই জাজ্বল্যমান বিজনতা কিসের যেন প্রতীক্ষায় রয়েছে, তার আকর্ষণ তোমায় এমন এক জায়গায় টেনে নিয়ে যাবে যেখানে পৌঁছলে শুধু ঐতিহাসিক স্মৃতির কথা ভেবে তোমায় কেবল কাঁদতে হবে। সেখানে ধূ-ধূ-করা বালির ওপর বসে তোমায় কাঁদতে হবে, এতটুকু সান্ত্বনাও তোমার জুটবে না।

সেরেফ তার চোখের মরু-অভিব্যক্তি দেখেই ইহুদিকে চিনতে পারা যায়। সেরাফিমার মুখের ওপর মাঝে মাঝেই এই দ্যুতির ঝলক আমি দেখেছি। আর সেইজন্যেই লেনিকে বলেছিলাম। অকালে ঝল্‌সে পুড়ে খাক হওয়ার হাত থেকে তাকে বাঁচাতে চেয়েছিলাম। আগুনের আঁচ লাগলে যেমন সবুজ ঘাস তার স্বাভাবিক আয়ুর অনেক আগেই পুড়ে যায়—ওর তেমন দশা যাতে না হয় তাই চেয়েছিলাম আমি। কিন্তু লেনির মাথায় এখন অন্য ভাবনা ভর করেছে।

রোজ যেমন দুপুরে খাওয়ার পর ফিরি সেদিনও তেমনি ফিরে দেখি লেনি তার জায়গায় একখানা বই নিয়ে বসে আছে, তার হাতে একটা পেন্সিল। ফ্রেড্‌রিখ এবং গেল্‌সের 'ডায়ালেক্‌টিক্‌স্‌ অব নেচার' নিজের মগজে ঢোকাবার চেষ্টায় সে হিম্‌শিম খেয়ে গলদঘর্ম হচ্ছে। কিন্তু আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করল অন্য একখানা বই—ডায়ালেক্‌টিক্‌সের বাঁ পাশে বইখানা পড়ে আছে সেখানা আমার কাছে অচেনা। মোটামুটি বেশির ভাগ বইই এই মাপের হয়—তবে এখানা এমন মোটা চামড়া দিয়ে পুরু ক'রে বাঁধানো যে ওই রকম মোটা যদি কোনো জুতোর সোল হয় তবে সে জুতো স্বচ্ছন্দে একশ' বছর ধরে' পরা যায়।

তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, বইখানা কী আর কোথা থেকে সে পেয়েছে!

'গত শুক্রবার ভেতর দিকের ছাদ থেকে হঠাৎ আমার ওপর পড়েছে।' বলেই সে হাত চাপা দিয়ে বইখানা ঢাকল—'কপাল ভালো যে মাথার ওপর পড়ে নি।'

সে বলল, গত শুক্রবার সে বাড়িতেই ছিল। ময়লা ফেলার পাত্রটা দেয়াল থেকে বেরিয়ে এসেছিল, সেটা ঠিক-ঠাক করা দরকার ছিল। আমায় ও বলল, তাদের ভেতরের ছাদের মাচায় যত রাজ্যের আবর্জনা স্তূপীকৃত রাখা আছে—তাতে হাওয়া আটকানোর কাজ হয়। ছেঁড়া জুতো, কৌটা, ফুটো-ফাটা পাত্র, ঘোড়ার গলবেস্টনী ইত্যাদি হরেকরকম বস্তু। ছাদের পলেস্তারাও নির্ঘাত ওই আবর্জনার মতোই পচে' ধ্বসে হয়েছিল, তার ফলেই বইখানা অমন ভাবে আছড়ে পড়েছে। তার মায়ের স্মৃতি জগৎও ওইরকম প্রাচীন আবর্জনার স্তূপে বোঝাই, তিনি সেই স্মৃতির রাজ্য খুঁড়ে অবশেষে বলেছেন যে, বইখানা হয় ত তার ঠাকুরদার ছিল, কিংবা হয়ত তাঁর বাবারও হ'তে পারে—গৃহযুদ্ধের সময়ে যিনি উত্তরাধিকার সূত্রে শ্রমজীবিদের পক্ষ নিয়ে লড়াই করেছিলেন। সেই যুদ্ধেই ত সম্ভ্রান্তদের সুখের নীড়গুলো ধ্বংস করা হয়েছিল আর ফোটবার আগেই সাপের ডিম নষ্ট করা হয়েছিল!

'জানো' আমি ভালোভাবে চিন্তা ক'রে বললাম—'এটা হয়ত সেই প্রোফেরান্সভেরও হ'তে পারে—যাঁর কথা তোমায় এর আগে বলেছি। মানে সেই উনবিংশ শতকের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি যিনি বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা নিয়ে মেতেছিলেন। আবার এও শুনেছি যে, তিনি নাকি ভারতবর্ষ অভিযানের পিছনে অজস্র অর্থব্যয় করেছিলেন।'

কথার পিঠে কথা গড়িয়ে চলতে চলতে অবশেষে সে স্বীকার করল যে এ বইখানা ভারতীয় এক গ্রন্থেরই অনুবাদ। বইখানার গায়ে সুছাঁদ হস্তাক্ষরে নামটি লেখা রয়েছে 'The Magnet of the Soul'। আর এতে তুমি পাবে, কিভাবে মানসিক শক্তি প্রয়োগের দ্বারা অপরের মনে প্রভাব বিস্তার ক'রে জীবনে সিদ্ধি লাভ করা যায়। একে বলে সম্মোহনীতত্ত্ব।

'লেনি, খুব সাবধান!' কথাটার বৈদেশিক ধ্বনি আমায় ভাবিয়ে তুলেছে তাই বললাম—'ছাখো, তুমি নিজেই যেন শেষে কোনো অজানা ভাবতত্ত্বের প্রভাবে পড়ে না যাও। আচ্ছা এটা ইন্দ্রজালের কোনো বই নয় ত? তুমি ঠিক জানো?—ইন্দ্রজাল মানেই ত প্রকৃতির নিয়ম এবং বৈজ্ঞানিক প্রগতির পরিপন্থী বিষয়।'

কিন্তু সে ঝটিতি ফ্রেডরিখ এবং গেলসের 'ডায়ালেকটিকস অব নেচার' থেকে উদ্ধৃতি তুলে আমার আশ্বস্ত করল। সে ব'লল, ভারতীয় তত্ত্বের সমর্থনে বিভিন্ন প্রস্তাব প্রমেয় এতে রয়েছে। অন্য অনেক কিছুর মধ্যে এতে একথাও বলা হলা হয়েছে যে, জড় পদার্থের থেকে উন্নততম উৎপাদিত বস্তু হল মন আর জীবনের সবকিছুই হ'ল প্রবাহ এবং পরিবর্তন—তার একমাত্র অর্থ হ'ল, মন নিজেই, পরিবর্তনের শক্তি ধারণ করছে এবং বস্তুগত ফল উৎপন্ন করতে সক্ষম।

'এটা অবিশ্যি খুব সত্যি কথা' আমি বললাম—'তাতে কিছু আসে যায় না, কিন্তু, আমার মনে হয় শয়তানি ক'রে কেউ বইখানার বিষয়ে রিপোর্ট করার আগে এটা উনুনের মধ্যে ফেলে দেওয়াই ভালো। তাতে কোনো অনিষ্ট হবে না। বরং এর মলাটখানা আমরা খুলে রাখতে পারি, পরে চামড়ার জুতো তৈরীর কাজে লাগানো যাবে—জারদের আমলের তৈরী ত সহজে নষ্ট হবে না।'

চামড়াটা কেমন তা পরখ করার জন্যে হাত বাড়ালাম। কিন্তু ছোঁয়ার সঙ্গে সঙ্গে, বুকের ওপর একটা প্রচণ্ড ঘুষির মতো প্রবল একটা বৈদ্যুতিক

ঝাঁকানি আমাকে ছিটকে ফেলে দিল—আমি একেবারে ঘরের মাঝখানে গিয়ে পড়লাম।

'তুমি ত আমায় সাবধান ক'রে দিতে পারতে!' আমার সর্বাঙ্গ ঠক্‌ঠক্ ক'রে কাঁপছে। সত্যি আমি খুব বিরক্ত হয়েছি—'এতে যে বৈদ্যুতিকশক্তি সঞ্চারিত করা আছে সেটা আমি কেমন ক'রে জানবো?' কিন্তু লেনি দমফাটা হাসি হাসছিল।

'আর বইখানা নয় সাভেলি কুজ্‌মিচ্ আমি হে! আমি এখন ইচ্ছা শক্তি দ্বারা পরিপূরিত বুঝলে! আর, এখন তোমার ওপর এটা পরথ ক'রে দেখতে চাই!'

হঠাৎ ঘরখানা উপুড় হয়ে উল্টে গেল, আর দেখলাম যে আমি নিজেই মাথার ওপর ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছি। চাবিগুলো, খুচরো পয়সাকড়ি আর দেশলাই ইত্যাদি হট্টগোল করতে করতে আমার পকেট থেকে বেরিয়ে নীচে পড়ছে। কোটের প্রান্ত আমার মুখের ভেতরে ঢুকে যাচ্ছে। সবচেয়ে উদ্ভট ব্যাপার আমার কোনো যন্ত্রণা হচ্ছে না, এতটুকু অসুবিধেও না! শরীরের সব রক্ত আমার মাথার দিকে প্রবাহিত হচ্ছে না—এমন কি রক্ত-চাপের আশঙ্কায় আমি একটুও বিচলিত বোধ করছি না! ইচ্ছে করলে আমি গোটা জীবনটাই যেন মাথার ওপর ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে কাটিয়ে দিতে পারি—স্বচ্ছন্দে শ্রেষ্ঠ ব্যায়ামবীর বলে গণ্য হতে পারি আমি! না আমার মনেরও ত কোনো বিকার ঘটে নি—সব কথাই ত আমার মনে পড়ছে আর বুদ্ধিবৃত্তিরও কিছুমাত্র ইতর বিশেষ হয়নি। এমন অনায়াসে একটা মানুষকে উপুড় ক'রে উল্টে দিতে পারে লেনি! এর জন্যে তাকে তারিফ করি। আমার বাহু দুটো অসম্ভব শক্তি সম্পন্ন মনে হচ্ছে, আর তেমনি স্থিতিস্থাপক! হাতের ওপর ভর ক'রে বল্গিত ভঙ্গিতে চলতে চলতে তাকে বললাম—কী অসামান্য মানুষ সে। তাকে একথাও বললাম যে, এখন আর সেরাভিমা পেত্রভ্‌নাকে বিয়ের জন্যে সাধাসাধির দরকার হবে না—ও-ই এসে বিনাশর্তে আত্মসমর্পণ করবে। আর তার কারখানার উপর-ওয়ালাকে দিয়ে এখন সে স্বচ্ছন্দেই মাইনে বাড়িয়ে নিতে পারে।

'ওটা নেহাতই 'তুচ্ছ ব্যাপার!' লিওনার্দ আপত্তি করল। তারপর সে নিজের প্রিয় তত্ত্বের প্রসঙ্গ পেড়ে বসল—প্রত্যেক মানুষের কর্তব্যই হ'ল মানবজাতির মঙ্গলের দিকে নজর রাখার:

'সাভেলি কুজ্‌মিচ তুমি আপনা থেকেহ ক্রমশঃ টের পাবে। আমাদের এমন দৈন্য দশা কেন? বরং বলা যাক যতটা অবস্থাপন্ন হ'তে পারতাম তার চেয়ে কম সংগতিপন্ন কেন আমরা? তার হেতু হ'ল, আপন-আপন পুঁজি-পাটা ছাড়া আর কোনো কিছুই কেউ চিন্তা করে না, তার হেতু হ'ল আমাদের এমন সুন্দর দেশ এখনও আমলাতন্ত্রের সরকারী কর্মচারী, গতানুগতিকতাপন্থী, ভণ্ড, চোর, রং-বাজ ছোকরা, বেশ্যাসক্ত আর ক্ষয়িষ্ণুদের উৎপাতে জর্জরিত। মোদ্দা, আমাদের দেশমাতৃকাকে স্বর্গ বানাতে হ'লে, এখন আর এই লোকগুলোকে জেলে পুরে' দুরস্ত করারও দরকার পড়বে না। আমি স্রেফ তাদের ভেতরে বিশুদ্ধ ভাব সঞ্চারিত করে দেব, আর তাদের শ্রমের মর্যাদাবোধ শেখাবো আর শেখাবো দেশপ্রেম! আর আমি তাদের দেখিয়ে দেবো দেশের বস্তুগত এবং সাংস্কৃতিক উন্নতির মান অনন্তকালের উপযোগী করতে হ'লে কী কী করা দরকার।'

মাথার ওপর ভর ক'রে তার সামনে দাঁড়িয়ে আমি ঘর্‌-র্‌-র্‌ ক'রে আহ্লাদে আটখানা! আহা সে এক উন্মাদনাময় অভিজ্ঞতা। তাকে তালগাছের মতো অসম্ভব ঢ্যাঙ্গা মনে হচ্ছে, ডান দিকের ছাদের কোণ বরাবর দাঁড়িয়ে সে একবার ক'রে মুখ তুলছে আর হেঁট হচ্ছে। শুধু একটা ব্যাপারে আমার ধোঁকা লাগছে: খামোকা পায়ের ওপর দাঁড়িয়ে অযথা সে কেন ভারসাম্য বজায় রাখার মতো বিপজ্জনক ঝুঁকি নিচ্ছে? তার চেয়ে দু-হাতে দাঁড়ানো কতো সহজ, নিরাপদ আর ঢের বেশি আরামদায়ক ত! মনে মনে ভাবলাম, নিশ্চয় তার এটা করার পিছনে একটা সংগত যুক্তি রয়েছে। সে ত আমাদের জন্যেই মানে, জনসাধারণের জন্যেই নিজের জীবন বিপন্ন করছে। আমাদের চেয়ে অনেক বেশি দূরদৃষ্টি রাখা তার দরকার,—সেজন্যে মাথাটা তাকে উঁচুতে তুলে রাখতে হচ্ছে।...তবু আমার মনে একটা সন্দেহের খোঁচা তখনো লেগে ছিল, কিংবা এও হতে পারে যে, ওর সম্মোহক যন্ত্রটা ষোলআনা নিখুঁত ভাবে কাজ করছিল না—সম্ভবতঃ সেই জন্যেই আমি মেঝে থেকে একখানা হাত তুলে পুরনো অভ্যাসমাফিক তার দিকে আঙুল উঁচিয়ে হুঁশিয়ারি জানালাম:

'লেনি, তুমি সাবধান হও। তোমার ওই সম্মোহক বইখানা শেষে ভুলিয়ে তোমায় আদর্শবাদের ফাঁদে না ফ্যালে!'

'সেটা কিছুতেই পারবে না, সাভেলি কুচ্‌মিচ্‌!' সে উত্তেজিত ভাবে জবাব দিল—'বইখানা পড়ার অনেক আগেই আমি এইসব সিদ্ধান্তে পৌঁছে গেছি।

এগুলোর দস্তুরমতো বৈজ্ঞানিক ভিত্তি রয়েছে। এখন আমার চাই শুধু একটা পকেট-ম্যাগ্‌নিফায়ার (ছোট্ট আকারবর্ধক আধার)—তাহলেই আমার ইচ্ছা এবং চিন্তাতরঙ্গগুলোকে প্রলম্বিত ক'রে আরও বেশি দূরে ছড়িয়ে দিতে পারব।'

তারপর সে শক্তি তরঙ্গগুলোর পারস্পরিক ক্রিয়া আমার কাছে ব্যাখ্যা করল। আর এই নিখিল বিশ্বের প্রতিটি কণিকার যে স্বকীয় একটা ছন্দোময় স্পন্দন আছে তাও উদাহরণ দিয়ে বোঝালো—পৃথিবী এবং মস্তিষ্কের দুই-তৃতীয়াংশের আবর্তনেই সেটা প্রতীয়মান! সে বলল যে, ডারউইন, জুল্‌স ভের্ন এবং কাউন্ট কালিওস্ত্রো(১) এটার উল্লেখ করেছেন। এখন তোমার কাজ শুধু, হিসেব কষে এই স্পন্দনগুলোর সাধারণ হর বার করা, আর তোমার ইচ্ছাগুলোকে গুচ্ছবদ্ধ ক'রে কিভাবে একটিমাত্র তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যে প্রলম্বিত করা যায় সেইটুকু শেখা! এখন অবিশ্যি সেই যান্ত্রিক খুঁটিনাটির সব কথা আমার মনে নেই, তবে তার দৃষ্টান্তগুলো দস্তুরমত আস্থাজনক ছিল!

পরিশেষে পুরনো একটা নথিপত্র রাখার ব্যাগে পুরে ফেলে সে বলল: 'এবার, সাভেলি কুজ্‌মিচ্‌ অনুগ্রহ ক'রে তোমার স্বাভাবিক অঙ্গভঙ্গীতে ফিরে এস! আর তোমার পকেট থেকে যে সব জিনিস ফেলেছো সেগুলো তুলে নাও।'

পায়ের ওপর উঠে দাঁড়াতে আমার বিশেষ অসুবিধে হ'ল না, কেবল মাথাটা যা একটু ঝিম্‌ ঝিম্‌ করছিল। চাবি, দেশলাই আর মুদ্রাগুলো তাড়াতাড়ি কুড়িয়ে নিলাম।

'আর, এবার এতক্ষণ যা দেখেছ সব ভুলে যাও দোস্ত! উপযুক্ত সময়ের আগে, আমার এই মন্ত্রগুপ্তি তুমি ফাঁস ক'রে দাও সেটা চাই না।'

…আর আমি ভুলে গেলাম। সেই বইখানার কথা আর মাথায় ভর করে আমার দাঁড়ানোর কথা ভুলে গেলাম। আমি এতক্ষণ যে দৃশ্যের বর্ণনা দিলাম তার প্রধান প্রান্তরেখাগুলো, আমার মনে আবার দু-মাস পরে একটু একটু ক'রে ফিরে আসতে শুরু করেছিল। হয়ত এখনও সব কথা আমার স্মৃতিপটেই নেই—সেটা জানবোই বা কেমন করে? মিলিয়ে পরখ করব কি ভাবে? তখন ত মনে হয়েছিল যে আমি খাওয়াদাওয়া সেরে সবেমাত্র ফিরেছি।…

…অবিশ্যি আমার হাত দু'খানা অমন নোংরা হ'ল কেন, আর হাতে যন্ত্রণাই

।১। (১৭৪৩-৯৫) ইতালীয় অভিযাত্রী যাঁকে ঐন্দ্রজালিক বলে মনে করা হত।—অনু

বা কিসের, আর আমার কোটটা অমন লাট-খাঁট হ'ল কি ক'রে, আর মাথাটা ঘুরছে কেন আর তলপেটে কিসের এমন অস্বস্তি হচ্ছে—তাই ভেবে একটু অবাক হয়েছিলাম। তবে আমার মনটা একেবারে পরিচ্ছন্ন ছিল। আর আমার বেশ মনে পড়ছে যে, তখন ভাবছিলাম আমি নিশ্চয় বুড়ো হয়ে পড়ছি, কাজের অনুপযুক্ত হয়ে উঠছি।

লিওনার্দের কাছে গিয়ে দেখছিলাম যে সেও একটু উস্কো খুস্কো, ফেঁকাশে দেখাচ্ছিল তাকে আর মুখ ঘষছিল সে।

আমি ভাবছিলাম, সে বোধহয় একটু বাড়াবাড়ি করছে।

'তুমি এখন কী পড়ছ ?' তাকে প্রশ্ন করলাম।

'দেখতেই ত পাচ্ছ, ফ্রেড্‌রিখ এংগেল্‌সের 'ডায়ালেকৃটিস অব নেচার'।

'আচ্ছা, ডায়ালেকৃটিক্‌সে এংগেলস্‌-এর বক্তব্য কী ?'

'বক্তব্য হ'ল জীবনের সবকিছুই হ'ল প্রবাহ আর পরিবর্তন, আর জড় পদার্থ থেকে উৎকৃষ্টতম উৎপাদিত বস্তু হল জল…'

'তিনি নিঃসন্দেহে অভ্রান্ত', আমি বললাম—'এটা ত অতি উত্তম যে, মনই হল…'

…আমি ধপাস্‌ ক'রে মূর্চ্ছায় অচেতন হয়ে পড়লাম। যখন আমার আবার জ্ঞান হ'ল তখন দেখি, লিওনার্দ আমার ওপর ঝুঁকে পড়েছে, তার চোখে উদ্বিগ্ন দৃষ্টি। তার মুখ ভর্তি জল, অ'র সেই জল আমার মুখমণ্ডলে ছিটিয়ে দিচ্ছে। যথার্থই সে লোকের জন্যে ভাবে, আহা আমাদের লেনি, বাস্তবিকই তার মনে অনুরাগ রয়েছে।(১) সে বুঝতে পারে…।(২) নিকুচি করেছে, মাটির তলা থেকে আবার সেই আওয়াজটা উঠছে…।(৩) না কি, ওটা ছাদের নিচের পিঠ থেকে নেমে আসছে—এইবারে তুমি নিজেকে কোন্‌খানে লুকিয়ে রেখেছ তা বুঝবো কি করে ?…(৪) কি বললে ? তোমার কথা শুনতে পাচ্ছি না। আরও জোরে বলো।

'সাভেলি কুজ্‌মিচ্‌, তুমি আর আমি পুরনো বন্ধু, সেই কথাই বলছিলাম।'

১। তার কোনো লক্ষণ আমি দেখতে পাচ্ছি না।
২। ঘোড়ার ডিম।
৩। অথবা হয়ত ছাদের নিচের পিঠ থেকে।
৪। ……………

'তুমি কি বিষয়ে বলছো? তোমায় দেখতে পাচ্ছি না। আমি শুধু দেখছি যে আমার কলমটা যতো বাজে প্রলাপ লিখছে।'…

'আচ্ছা সেই খনিত ভূমিতে যে আলোচনা হয়েছিল সে কথা কি তোমার মনে নেই? সেই অধ্যাপকের কথা নিশ্চয় ভোলো নি?'

'আপনি সেই অধ্যাপক নাকি?'

'হাঁ।'

'হা ভগবান, অধ্যাপক? আপনি কেমন আছেন? সত্যি আপনাকে মোটেই চিনতে পারি নি।…অবিশ্যি সে ত অনেক বছর আগের কথা…একটু সবুর করুন, হ্যাঁ সেটা হ'ল গিয়ে ১৯২৬, তা আপনি ও তখনই বেশ বৃদ্ধ হয়েছিলেন মশাই…হিসেবমতো আপনার মরে যাওয়ার কথা। একথা বললাম বলে, আপনার কাছে মাফ চাইছি। মানে আমি বলতে চাচ্ছি—ব্যাপারটা খুব বিচিত্র, তাই না?'

'আরে মশাই, কতো জিনিসই ত বিচিত্র আছে!'

ত্রাহি মধুসূদন! হে মাতা মেরী করুণা করো!…আমার হতচ্ছাড়া কলমটা কেবলই লিখে চলেছে, আঙুলের সঙ্গে আঁকশির মতো আটকে থেকে লিখছে ত লিখছেই। —'মাফ করবেন, আচ্ছা অধ্যাপক মশাই দৈবক্রমে ইয়ে, আপনার লেজ-টেজ গজায় নি ত?'

'না। খামোকা আমার লেজ হবে কেন?'

'কেন যে হবে তা-ই বা জানবো কি করে?…মানে, আমার কাছে কেমন তাজ্জব লাগছিল…আচ্ছা, তাহলে শিং আছে?'

'না, না! তুমি ভুল করেছ—নিশ্চিত ক'রে বলছি তোমায়!'

'আচ্ছা, তাহলে আপনাকে কি ব'লে সম্বোধন করব?'

'আমায় স্বচ্ছন্দে অধ্যাপক ব'লে ডেকে যাও! অযথা কতকগুলো গৌণ নাম আর তথ্য দিয়ে গল্পটাকে জটিল করা ঠিক নয়। এমনিতেই আমরা যথেষ্ট অবান্তর প্রসঙ্গে চলে এসেছি।' (১)

'অধ্যাপক, আমার জন্যে অন্ততঃ একটি কাজ করবেন? মিনিটখানেকের জন্যে দর্শন দেবেন? আপনাকে একবার দেখতে দিন, আমি চিনতে চাই,

॥ ১ ॥ এই কথাগুলোর পেছনে, কলমটা আমার আঙুলগুলো টেনে ধরে রাখার চেষ্টা করছিল—তা বেশ টের পাচ্ছিলাম। অতি কষ্টে সেটা ঠেকিয়ে রাখলাম।

আপনিই তিনি কি না তা দেখে নিশ্চিন্ত হতে চাই···কোনো সময়ে ত আমাদের দেখাসাক্ষাৎ হবেই।···'

'সেটা নেহাতই অবাস্তর হবে।'

'আপনি কি আমার দিকে চেয়ে রয়েছেন ?'

'আমার ওসব দরকার হয় না। কেবলমাত্র লেখবার জন্যেই তোমায় ব্যবহার করছি।'

'আপনি কি করছেন! আর তাহলে আমিই বা কী করছি ব'লে অনুমান করবো ?'

'বাস্তবিক, সাভেলি কুজ্‌মিচ্‌ তোমায় নিয়ে ভারি মুশকিল।···আচ্ছা বেশ, তাহলে···আমরা দু'জনে যুগ্মভাবে বইখানা লিখছি, স্তরে স্তরে।···'

'স্তরে স্তরে ?'

'ওটা ঠিক আছে। রাশিয়ার ইতিহাসের জটিলতাগুলো যদি ব্যাখ্যা করতে চাও তাহলে তোমায় বাপু স্তরে স্তরেই লিখতে হবে। আচ্ছা সেই মঠের ওখানকার খননকার্যটা একবার মনে করে ছ্যাখো—কেমনভাবে বিভিন্ন স্তরগুলোকে কালানুক্রমিক নিয়মে সাজিয়ে উদ্‌ঘাটিত করা হয়েছিল ?—অষ্টাদশ শতকের জুতোর তলা, ষোড়শ শতকের মাটির বাসনের ভাঙা টুক্‌রো, এমনি ভাবে ? মোদ্দা, লেখার বেলাতেও সেই কায়দা! তোমার খোঁড়ার কাজ একটা মাত্র স্তরই তুমি চিরকাল বসে বসে খুঁড়লে ত চলবে না, এটা বলা বাহুল্য। তুমি নিজেও ত সেটা বুঝতে পেরেছ—তোমার ওই পাদটীকা, অবান্তর প্রসঙ্গ অবতারণা এগুলোর দিকে চেয়ে ছ্যাখো। এগুলো কী ? তুমি এগুলো খুঁড়েছ, তোমার তথ্যগুলো মজুত রাখার জন্যে এগুলোই হ'ল তোমার মাটির তলার ভাণ্ডার, খিলেনওয়ালা ঘর! আমি শুধু তোমায় সাহায্য করতে চাই আর কিছু কিছু বিবরণমূলক অনুচ্ছেদ নিজের দায়িত্বে রাখতে ইচ্ছুক। অবিশ্যি সেগুলোও তুমি নিজে হাতেই লিখবে—তবে তোমার মনের ভেতর দিয়ে যে ভাব প্রবাহ বইবে তার উৎস থাকবে অন্যত্র। এখন শোনো, আর তর্ক ক'র না,—তোমায় অনেকবার পথ দেখাতে হয়েছে আর সংশোধন করতে হয়েছে। নইলে তুমি কেবল তালগোল পাকিয়ে ফেলতে, ভগবান জানেন কোথায় যে আটকে যেতে! তোমার মেক্‌পীসের কথাটাই ধরো,—তাকে তুমি কেমনতরো বানিয়ে হাজির করেছ ? তাকে যে-কেউ হয় জাদুকর কিংবা ঋষি ছাড়া আর কিছুই ভাববে না, অথচ আসলে সে একজন কার্য নির্বাহক ছাড়া

কস্মিনকালেও ভিন্ন-কিছু ছিল না—অবিশ্যি সে প্রতিভাসম্পন্ন, তা আমিও স্বীকার করি, তবু সে শুধুই একজন প্রশাসনিক কার্যনির্বাহক ছাড়া আর কিছু নয়। শহরটাকে সে নিজের কর্তৃত্বের জোরেই করতলগত করেছিল—এমনটি যেন কল্পনাও ক'র না।'

'আলবাৎ! সে ছাড়া অন্য কা'র কর্তৃত্বে শুনি?'

'আমার!'

'সেটা আমি বিশ্বাসই করব না। এতটা বরদাস্ত করা অসম্ভব! আরে মশাই আপনার অস্তিত্ব আছে কি না তাতেই আমার সন্দেহ রয়েছে। বড় জোর এটা হতে পারে যে, আমি হয়ত মানসিক বিকারে ভুগছি তার ফলেই ব্যক্তিত্ব-বিচ্ছিন্নতা ঘটেছে—এই দশাটা কেটে গেলে, আমি সুস্থ হয়ে উঠে যদি দেখি যে অধ্যাপক ব'লে এখানে কেউ ছিল না তাহলে মোটেই অবাক হবো না। হয়ত দেখব যে আমি নিজের সঙ্গেই কথা বলছি, দ্বিতীয় কেউ নেই! সে যাক, আপনি নিজে নিজেকে কে ব'লে মনে করেন? আমাদের লেনি মেক্‌পীসকে, আমাদের রুশীয় হারকিউলিসকে হুকুম করার কথা ভাবেন!'

'হুকুম কেন? ধার নয় কেন? আমাদের পূর্বসূরীদের গচ্ছিত সম্পদের মূলধন থেকে আমরা প্রত্যেকেই ধার নিয়ে থাকি। যেমন ধারা তুমি এই মুহূর্তে আমার সাহায্য নিয়ে লিখছো, অবিশ্যি নানা দিক থেকে ব্যক্তিগত ভাবেই লিখছো বটে, কিন্তু তবুও আমার সহায়তা তোমায় নিতে হচ্ছে।'

'আমি আপনার সাহায্য চাই না! আপনি ছাড়াও আমার চলবে! আমি স্রেফ কলমটা আর একটু শক্ত করে ধরে ঝুঁকে' পড়ে—আমি নিজেই পার-ব-ব-ও নিজেই জেজই-নিনিজে কিছু স্যামসন স্যামসনোভিচ্ ছেড়ে দাও তার ভেতরে পাঁচ থেকে বারো কত হয়, বলল সেই রাজকুমারী আর সেই বিমান বিকট গর্জন ক'রে, গর্জনটা জঙ্গল থেকে উঠল সেই প্রেমপ্রার্থনা উড্‌বাইন লতা·· ···?'

'ঢের হয়েছে, সাভেলি কুজ্‌মিচ, তোমার এই বয়েসে ওটা খুব ভালো কথা নয়। অতিমাত্রায় আত্মবিশ্বাসের কি ফল হয় দেখলে ত! কাজেই আমাদের ঝগড়া ক'রে কাজ নেই, আমরা আর মেক্‌পীস পরীক্ষার পুনরাবৃত্তি করব না।······ওটা উদ্ভট ব্যাপার, তোমার মতো অবস্থায় আর শহরটা যখন প্রায়·····

'আচ্ছা মশাই প্রত্যেকেরই সমালোচনা করবার আপনি কে? আপনি কি কোনো দেবদূত না কি আর কিছু? আপনি কি সর্বশক্তিমান ভগবান?'

'রোসো, রোসো……তুমি এখন অত্যন্ত উত্তেজিত, কী যে বলছো তা তুমি নিজেও জানো না। ……এই নগরটার জন্যেই কেবল আমি দুঃখিত, আমি একে ভালোবাসি। এখানেই আমি কাটিয়েছি……'

'একটি গ্রীষ্ম, অধ্যাপক মশাই, একটি গ্রীষ্ম।'

'শুধু তাই নয়। তার আগেও আমি এখানে ছিলাম…'

'কই আমার ত তা মনে পড়ছে না।…'

'তুমি, বৎস, তখনো তোমার জন্ম হয় নি। কিন্তু আমরা এরকম ধাঁধায় কথা বলছি কেন? আমার নাম হ'ল প্রোফেরান্‌সভ্।'

'এ যে একেবারে কল্পনাকেও টেক্কা মারল! আমারই নাম যে প্রোফেরান্‌সভ। আমি নিজের সঙ্গে কথা বলছিলাম—সে কথা ত আপনাকে বলেইছি! এ প্রগল্‌ভতা বরদাস্ত করা যায়? আমার কি নিজের ব'লে কিচ্ছু থাকবে না? শহর নয়, মেক্‌পীস নয়, এমন কি নির্দেশ মাফিক ছাড়া আমার বইখানাও নিজে লিখছি না।…কিন্তু আমার বংশনামটা অন্ততঃ আমার থাক, এটা আমি কিছুতেই ছাড়ব না।…এ শহরে মাত্র একটিই প্রোফেরান্‌সভ্ আছে, আমিই সেই এক এবং অদ্বিতীয়…। আচ্ছা, দাঁড়ান, আমি দুঃখিত, ভুলেই গিয়েছিলাম।…আপনি কি সেই প্রোফেরান্‌সভ্?'

'হ্যাঁ একেবারে সেই জনই আমি। স্যামসন স্যামসনোভিচ্, তোমার খিদ্‌মৎগার।'

আমার অসাড় আঙুলগুলো থেকে কলমটা খসে পড়বার আগে, বেশ খানিকটা ওপরে হাওয়াতে কোথায় যেন ছোট্ট এক টুক্‌রো শুক্‌নো হাসি ফেটে পড়ল, আমি স্পষ্ট শুনতে পেলাম। আর কলমটা লিখল: 'হি—হি!'

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

বিজয় দিবস (V-Day)

শহরের কাছাকাছি এসে পড়লাম, তখন বেশ ভোর রয়েছে, মঠের দেয়ালের মাথার ওপর তখনো সূর্য ওঠে নি। কুয়াশার হালকা ধূসর ওড়নার তলায় এখনও পৃথিবীটা মোড়া রয়েছে—এই সময়ে এ রকমই থাকে। অথবা ধরা যাক্, গুটি পোকার গায়ের ওপর যেমন চক্চকে আঁশ থাকে তেমনি প্রতিটি বস্তুই তার শেষ রাতের উজ্জ্বল উত্তাপটা তার নগ্ন, কালো হাড়ের ওপর থেকে নিঃসৃত ক'রে দিচ্ছে। বাড়িঘর আর বেড়াগুলোক তাদের আয়তনের দ্বিগুণ দেখাচ্ছে। উন্মুক্ত প্রান্তরের ওপর দিয়ে হালকা হাওয়ার একটা প্রবাহ চুপি চুপি বয়ে যাচ্ছে। রূপকথার রাজ্যের মতো সব কিছুই কেমন শান্ত আর বড় বড় দেখাচ্ছে। আর যেভাবে তোমার চোখের সামনে আলোড়িত হয়ে, উদ্ঘাটিত হয়ে, মিছিয়ে যাচ্ছে তাতে মনে হচ্ছে যেন কোনো কিছুরই ব্যবস্থা-শৃঙ্খলার সঙ্গে সম্পর্ক নেই।

এ সেই মুহূর্ত যখন মানুষ গভীর ঘুমে মগ্ন থাকে, যেন বাহ্যজগতে তার যে সকল অভিপ্রায় সারবত্তা হারিয়েছিল সেগুলোই স্বপ্নের মধ্যে চরিতার্থতা লাভ করে। কেউ বা উপুড় হয়ে, কেউ বা চিৎ-পাত হয়ে শুয়ে আছে, তাদের অনাবৃত পাগুলো বাইরে বেরিয়ে রয়েছে—নিদ্রিতরা যেন মৃতের মতো শান্ত। কিন্তু তাদের এই বিনয়নম্রতা ছলনাপর। গত রাত্রে যে জীর্ণ আশ্রয়স্থলে সে সুকৌশলে ঢুকে পড়েছে সেখানে ভোজসভা পুরো মরসুমে চলেছে—মানুষের ভিড় গিজ-গিজ করছে, কামনার ফেনা উপ্‌ছে পড়ছে, গেলাসে-গেলাসে ঠুং-ঠুং শব্দে জায়গাটা মুখর, আর একজন শ্রমজীবী যার শরীর রক্তশূন্য সে গভর্নরের মেয়ের পাশে দুই পা ফাঁক ক'রে বিশ্ব বিপ্লবের অমুকতম উৎসব উদ্‌যাপন করছে।

সে কাঁপছে, হাঁপাচ্ছে, ঠোঁট বাঁকাচ্ছে আর আরামে স্বপ্নের পিঠে খাচ্ছে। তার ওই শিটোনো, বিবর্ণ মুখ আর ক্ষীয়মাণ ভ্রূর ওপরে জট-পাকানো ধমনীগুলোর দিকে চাইলে তোমার মনে হবে, যে কোনো মুহূর্তে তার স্যাঁৎ সেঁতে কৌচ থেকে চম্‌কে উঠে সে সকলের অলক্ষ্যে পথ চলতে শুরু করবে।

কিন্তু সে একটুও নড়বে না—নগ্নপদ অন্যসব স্বপ্নলালিত লাশগুলোর মতোই সে অনড় থাকবে। ওদের দেহগুলো কতোখানি রক্তহীন আর বিবর্ণ একবার চেয়ে ভাখো! যেখানে শোরগোল খুব জমে উঠেছে সেইখানে ওদের সমস্ত রক্ত ধেয়ে চলে গেছে। যেখানে ধর্মীয় নিশিপালন উৎসব আর বিবাহ হচ্ছে, যেখানে কামান থেকে অভিবাদনের তোপ দাগা চলেছে, আর যেখানে তার অভিপ্রায়ের ইঙ্গিতটুকু পেলেই গভর্নরের মেয়ে চীনে মাটির পাত্র নিয়ে সাত তাড়াতাড়ি মাননীয় অতিথির জন্যে ছুটে আসে—সেইখানে, একেবারে অন্তরলোকে সব রক্ত গিয়ে জমা হয়েছে।

…জলদি, জলদি আপন আপন স্বপ্ন সম্ভোগ ক'রে নাও! সময় তোমাদের অল্প। আগের আমলের নোবিলিটি স্ট্রীটে ছাদগুলোর মাথায় ধাতব দীপ্তি বিচ্ছুরিত হচ্ছে, আরোরার(১) কামানগুলো থেকে প্রথম অভিবাদনের তোপ ধ্বনিত হয়েছে, আর মঠের দেয়ালের ওপর অভয় লাল নিশান উড়ছে। এক ঘণ্টা পেরোবার আগেই তুমি জেগে উঠবে—জীর্ণবাস, সম্বলশূন্য তুমি চোখ রগ্ড়ে অবাক হয়ে ভাববে, সেইসব জাঁকজমক কোথায় উধাও হল!—নগর লিউবিমভের যতোরাজ্যের স্বপ্ন আর কিংবদন্তী কোথায় গেল! এ শহরের মহা গৌরবময় মুহূর্তেও তার নিজস্ব কোনো গভর্ণর ছিল না, প্রাদেশিক কোনো রাজধানীর মর্যাদাটুকুও কোনো দিন পায় নি!

এই অখ্যাত বাজার-শহরটি কি চিরকালই জলা, নালা আর জঙ্গলে ঘেরা? তবু কি শুধু প্রাচীন ব'লেই এর নামটুকু মানচিত্রে টিকে রয়েছে? অথবা কোনো হতভাগ্যের নামানুসারে একে নতুনভাবে মানচিত্রে উৎকীর্ণ করা হয়েছে? হয়ত কোনো হতভাগা একদা এই জলার এলাকা লাফদিয়ে পার হয়ে, গাছের ছাঁলের জুতো পায়ে দিয়ে রাশিয়া অতিক্রম ক'রেছিল, তারপর সে আর তার যৌথ পল্লীতে ফিরে আসতে পারে নি; কিন্তু সে মেজর জেনারেলের পদমর্যাদা পেয়েছে আর তার অস্থি বুদাপেস্তের মাটির নীচে রেখে গেছে! তারই নামটুকু উৎকীর্ণ করার জন্যই কি পুরনো কোনো জায়গাকে নতুন ভাবে গড়ে নতুন নামটি দেওয়া হয়েছে?

আজ অবধি লিউবিমভ্ থেকে কেউই খ্যাতির আকাশে পরিচিত হয় নি। না, তা অবিশ্যি হয় নি। আর এর কারণ হয়ত এই যে, এখানকার প্রথম উষার স্বপ্নগুলো এমন সৃষ্টিছাড়া এবং এমন মৎসরতায় ভরা। যেহেতু অন্য

১। আরোরা'র বিদ্রোহকেই বিপ্লবের প্রথম সূত্রপাত বলে চিহ্নিত করা হয়।

লোকেরা. ঘড়ি-টড়ি, আর মেশিন গান আবিষ্কার ক'রে ইউরোপের অভিমুখে একটা জানলা খুলে দিয়েছে, তাই নিয়েই কি এরা চিরকাল খুশী থাকবে? সত্যিই কি লিউবিমভ অকেজো হয়ে গেছে, এমনি জড় হয়ে অতলে পড়ে পড়ে সময়ের শেষ সীমান্তে ফুরিয়ে যাবে? এর কি কোনো উচ্চাভিলাষ নেই, এর আস্তিনের তলায় কোনো জাদুর কৌশল লুকোনো নেই? এর নিজস্ব কোনো আনকোরা নতুন ইউটোপিয়া (রামরাজ) দিয়ে বিশ্বের লোককে তাক লাগিয়ে দেবার ইচ্ছেও কি এর নেই? যদি তুমি একে একটু হৃষ্টপুষ্ট ক'রে তোলো, আর একে স্বাধীনভাবে চলতে দাও, আর একটা পরিকল্পনা এবং সংকেত দাও, আর যথাস্থানে উপযুক্ত ব্যক্তিকে বসিয়ে দাও—তাহলে অচিরেই দেখতে পাবে। তাহলে এই শহরটি বাস্তবিকই কী করবে? তাকে যদি বলতে যে:

'জাগো! তোমার গৌরবের দিন সমাগত। তোমার স্বপ্নকে বাস্তবে পরিণত করার সুযোগ এসে গেছে—এই নাও! তোমাদের মহানুভব এবং পরাক্রমশালী সম্রাটকে (জার) তোমরা পেতে পারো। তিন শতাব্দীকাল ধরে তোমরা পাগলের মতো যে অজ্ঞেয় শক্তিধর নেতার সন্ধান ক'রেছ, আমি সেই নেতাকে এনে দিলাম!' তারপর কী ঘটতে পারে?

আমার পায়ের তলায়, খোঁদলের মধ্যে ওই ছোট ছোট বাড়িগুলো পরস্পর মাথা ঠোকাঠুকি করছে। সেগুলোর জীর্ণ দৈন্য-দশার ওপর নজর পড়তে অকস্মাৎ আমার মুখ থেকে যে আহ্বানের বাণী নিঃসৃত হয়েছিল তার জবাবে কেউ সাড়া দিল না। কেউ জেগে উঠল না। আর, যখনই উপলব্ধি করলাম আমার পরিকল্পনাটা কতো আকস্মিক আর কতো দুঃসাহসিক, তখনই আমার রক্ত জমে হিম হয়ে গেল।

তারা ঘুমোচ্ছিল, আসন্ন পরিবর্তনের কথা তারা কিছুই জানতো না। কেবল তাদের শ্বাস-প্রশ্বাস আরও জোরে-জোরে, তাড়াতাড়ি পড়ছে, আর কপালের ওপর মালার মতো স্বেদ বিন্দু জমে উঠছে, মুখমণ্ডল ক্রমেই আরক্ত হয়ে উঠছে। তাদের মুখরন্ধ্র থেকে শিস্ দিয়ে হিস্-হিস্ শব্দে গর্জমান বাতাস বেরিয়ে আসছে—যেন রাতের বিরাট রক্ত-ভাণ্ডার থেকে পাম্প ক'রে ক'রে অনেকগুলো ইঞ্জিন দিনের অনচ্ছ, সুবিন্যস্ত সমতলে রক্ত পাঠাচ্ছে। মূল বস্তুর চেয়ে তার প্রতিফলন উজ্জ্বলতর দেখাচ্ছে। তলদেশের রঙ যতোই উবে যাচ্ছে ওপরের দিকে তেমনি দশগুণ উজ্জ্বলতা নিয়ে সেগুলি উদ্ভাসিত হচ্ছে। অজানা পুরুষের বাহুলগ্ন বিভ্রান্ত মেয়ের মতো স্বপ্নগুলো বিবর্ণ আর দুর্বল হয়ে

নিজেদের মর্যাদা হারিয়ে অবশেষে গলে যেতে লাগল। এদিকে গণ্ড, গ্রীবা আর গুম্ফগুলো সমোচ্চ হয়ে উঠছে, বালিশের উঁচু মধ্যভাগ আর কিনার এবং দেরাজের টানাগুলোর চেহারা সুদৃঢ় আর প্রকট হয়ে উঠছে। অবশেষে গোটা শহরটা বিছানা পত্তর ছেড়ে লাফ দিয়ে বেরিয়ে কাজে লেগে গেল। ঘটোদর সামোভারে (জল গরম্ করার জন্য অভ্যন্তরে উত্তাপসঞ্চারক নলবিশিষ্ট ভাণ্ড) জানলাগুলোর সরস পত্রগুল্মে, আর জোড়াতালি দেওয়া পথের ওপর গাড়ির চাকার ক্রুদ্ধ ক্যাঁচ-কোঁচ শব্দে শহরটা নিজেকে সাজিয়ে গুছিয়ে নিল।

একটি যুবক তার বাড়ির জানলা দিয়ে ঝুঁকে পড়ে তার অদ্ভুত চিন্তাগুলোর কথা মনে ক'রে আপন মনেই হাসছিল, তার চোখের ভুরুতে বিশীর্ণতার আভাস। এমন মৃদু আর স্খলিত কণ্ঠে বিড় বিড় ক'রে সে বলল: 'সুপ্রভাত হে আমার লিউবিমভ্, আমার প্রিয় লিউবিমভ্!' তার কথা শুনে মনে হয় যেন, সে জেগে উঠেছে কি না তা সে বুঝে উঠতে পারছে না।

অতর্কিত আক্রমণ কৌশলে ক্ষমতা দখলের পর এই উপপ্লবের খবরটা 'ক' নগরে(১) পৌছতে দুটি দিন সময় লেগেছিল। জনৈক এক-হাতওয়ালা উদ্বাস্তু ভোর বেলায় হাজির হয়েই রক্ষী সৈন্যদের লেফটেন্যাণ্টকে ঘুম থেকে তুলে সংবাদটা দিল। লেফটেন্যাণ্টের চোখ তখনো নিদ্রাচ্ছন্ন আর ঠাণ্ডায় তার হাড় পর্যন্ত কাঁপছে, তবু সে সঙ্গে সঙ্গেই উদ্যোগী হয়ে দায়িত্বের ঝুঁকি ঘাড়ে নিয়ে,—লেফটেন্যাণ্ট কর্নেল আল্মাজভ্‌কে তাঁর বাসায় ফোন করল: কেতামাফিক খাটো গলায় কথাগুলো ফিস্‌ফিসিয়ে বললেও, সমাচারটা বেশ স্পষ্ট শোনার মতো ক'রেই সে বলল: 'বি ৮/০ বলছি। লিউবিমভে ভালুকেরা জোট বাঁধতে আরম্ভ করেছে।'

'কী? কাদের 'জোট' বাঁধা?' লেফটেন্যাণ্ট কর্নেল চীৎকার করেন। তিনিও আধো ঘুমে আচ্ছন্ন। তাই, তিনি নিজেই যে চূড়ান্ত গোপনীয় সাংকেতিক ভাষার প্রবর্তন করেছেন সেটা ভুলে বসে আছেন।২()

'লিথুয়ানিয়াতে ভালুকেরা উত্তেজিত হয়ে উঠেছে। তার গলাটা কাটার সময় এসেছে। বেড়ু-খাওয়া লাশ স্লেজে ক'রে পৌছেছে, ইন্সেক্‌শন

।। ১।। লিউবিমভ থেকে ৫০ মাইল দূরে আঞ্চলিক কেন্দ্র 'ক' রাজপথ, আর 'ক', রেলওয়ের সংযোগ স্থলে অবস্থিত।

।। ২ ।। তা ছাড়া, এটা বিভ্রান্তিকর। পাখীদের জোট বাঁধার ঋতু শুরু হয়েছে।

প্রয়োজন···।' নিরাসক্ত কণ্ঠে উচ্চারিত কথাগুলোর ভাঁজে ভাঁজে শোকাবহ ঘটনার বিমর্ষতা মিশিয়ে রয়েছে। অবশেষে বিষয়টা আলমাজভের মগজে ঢুকল।

'লাশ আটক করো। আমি এখুনি পৌঁছাচ্ছি। আমার ডুববার ঝুলিটা কোথায় সোফি? ও হো, সোনামণি কিছু মনে ক'র না, আমি রিভ্‌লবারের কথা বলছি।'

পথের ধুলোয় আপাদমস্তক ঢাকা, পথশ্রমে অবসন্ন মারিয়ামভ! লিউবিমভবের উন্মত্ত ঘটনাবলীর সাক্ষী সে—কাজেই তাকে ওই অবস্থায়, ওক কাঠে মোড়া চার দেয়ালের এক কক্ষে এনে, কম্‌রেড ও এবং উ আর কর্নেল আল্‌মাজভের যুক্ত পর্ষদ গোপনে জিজ্ঞাসাবাদ করলেন। কিন্তু তার সাক্ষ্যের কোনো মাথামুণ্ডুই ধরা যাচ্ছে না। বিদ্রোহ একটা ঘটেছিল কিন্তু বিদ্রোহীরা শান্তিপূর্ণ এবং বিধিসম্মত পন্থা অবলম্বন করেছিল। একজন বৈচিত্র্যান্বেষী ছিল এই দলের মাথা, কিন্তু সেক্রেটারী 'মহাবীর' তিশেংকো নিজেই নগরটা তার হাতে সঁপে দিয়েছে। লিউবিমভ্ নিজেকে স্বায়ত্তশাসিত এলাকা বলে ঘোষণা করেছে—রুশীয় সামন্ত-তান্ত্রিক প্রিন্স আর লুকসেম্‌বুর্গের ডাচী (ডিউক অথবা ডাচেস দ্বারা শাসিত এলাকা) প্রথার মাঝামাঝি একটা ব্যবস্থা! তবে এর একমাত্র উদ্দেশ্য হ'ল—যে লক্ষ্যে পৌঁছবার চেষ্টায় গোটা দেশটা আত্ম-হননে লিপ্ত হয়েছে, ঠিক সেইরকম!

'আচ্ছা, বক্তৃতাগুলোর মধ্যে কোনোটিই কি রাজনৈতিক ছিল না? আর ময়দা কিংবা নাড়ীকাবাব সম্পর্কে কোনো কথা বলা হয়েছিল কি?' আল্‌মাজভ সরল সাক্ষীটিকে জেরা করতে থাকেন।

মারিয়ামভের দৃষ্টিতে অনিশ্চয়তা ফুটে ওঠে—'আমি ত সেরকম কিছু শুনি নি।···আমার যতদূর মনে হয়, বিশ্বের উন্নতিবিধানের জন্যেই মুখ্যতঃ মেকৃপীসের মাথা ব্যথা।···'

'বটে! বটে!' কম্‌রেড 'ও' বললেন (নকশার কাজ-করা শার্ট পরা, মাথায় টাক আর হাস্যোজ্জ্বল দৃষ্টির এই মানুষটিকে এমন কি স্বয়ং আল্‌মাজভ্‌ও একটু ভয় করেন।)—'বটে, বটে।' শুনে মনে হচ্ছে যেন লিউবিমভের এই আবর্জনার কথা খবরের কাগজে ফলাও ভাবে ছাপিয়ে দেওয়া আর দলের পাণ্ডাকে মাল্যভূষিত করা উচিত! এছাড়া, কোনো শত্রু প্রতিষ্ঠানের টেলিগ্রাফ করা একটা ইস্তাহারও আমার হাতে রয়েছে। ঘটনাচক্রে এখানা চব্বিশ ঘণ্টা

পরে আমার হাতে পৌঁছে দেওয়া হয়েছে—কারণ এরকম তুচ্ছ ব্যাপারে নজর দেওয়ার ফুরসত আমাদের মহাব্যস্ত লেফ্‌টেন্যান্ট কর্নেলের নেই। অবিশ্যি এটা ছুটির দিন—আর অবিশ্যি মাছধরা, শিকার, ইত্যাদি রয়েছে—যদিও ছেলেবেলায় বিদেশী ভাষায় শিক্ষা পাই নি, তবু এ সব ভালোই উপলব্ধি করতে পারি।'(১)

পোস্ট অফিসে পড়ে থাকার দরুণ ধুলো-ময়লা লাগা একখানা টেলিগ্রাফের ভাঁজ খুলে তিনি পড়তে শুরু করলেন!

'সর্বজনের প্রতি! সর্বজনের প্রতি! সর্বজনের প্রতি!'

তাঁর টেকো চাঁদিতে সমুদ্রের মতো লহরী উঠেছে—নাকের বাঁশীর ওপর থেকে বলিরেখাগুলি প্রবাহিত হয়ে মাথার চাঁদিতে পৌঁছে টাকের মাঝখানটায় মাংসল ঠোঁটের মতো অনেকগুলি ভাঁজে পরিণত হয়েছে।

'এই "সর্বজন" কথাটার তাৎপর্য কী? এর মানে হ'ল, তাদের এই প্রিয় বার্তাটি প্রত্যেকটি পুঁজিবাদীকে, প্রত্যেকটি জমিদারকে, প্রত্যেকটি রাজা-মহারাজাকে সম্বোধন ক'রে জানিয়ে দিচ্ছে। যারা শঠতার আশ্রয় নিয়ে ধ্বংসের হাত এড়িয়েছে—তাদেরই একথা জানাচ্ছে ওরা। ঠাণ্ডা-লড়াই-এর (cold war) প্রতিটি সমর্থককে, এমন কি রোমের পোপ, যিনি শ্রমজীবী শ্রেণীর রক্তে আপন তৃষ্ণা মেটাবার আশায় বসে রয়েছেন, তাঁকেও জানাচ্ছে।...সে যাক, আমরা অগ্রসর হই। "নাগরিকদের স্বাধীনতা আইন দ্বারা সংরক্ষিত হবে।" কোন্ স্বাধীনতা? কে স্বাধীনতা পাবে এবং কেন? স্বাধীন দেশের মধ্যে স্বাধীনতা চায় কে? তারা বলতে চাচ্ছে যে, মাতৃভূমিকে বেচে দেবার "স্বাধীনতা" চায়। দাসপ্রথার যুগের মতো মানুষ নিয়ে খুচরো এবং পাইকারী কারবারের "স্বাধীনতা" চায় তারা। হাসপাতাল্ আর স্কুল উঠিয়ে দিয়ে, তার জায়গায় ভ্যাটিকানের অনুজ্ঞায় গির্জার পুনঃপ্রতিষ্ঠার "স্বাধীনতা" চায় তারা। জর্‌দানো ব্রুনোকে যেমন ক'রে খুঁটোয় বেঁধে আগুনে পুড়িয়ে মারা

॥ ১ ॥ আল্‌মাজভের সম্ভ্রান্ত বংশে জন্ম আর ফরাসী ভাষায় দখলকে কটাক্ষ করা হয়েছে সেটা হজম ক'রে সে মনে মনে বলে 'শয়তান্'। 'আমি যখন ভাবছি যে, ভিস্চেংকোর ব্যাপারে টেকো কাছিমটাকে বাগে পেয়েছি ঠিক সেই সময়ে ও আমায় টেক্কা মেরে কাৎ করল। "ভিস্চেংকো কম্‌রেড 'ও'র পেটোয়া লোক, শহরের চাবিগুলো দিয়ে দিয়েছে।" মেক্‌পীস, ভিস্চেংকো, কম্‌রেড ও—উঃ, কী ষড়যন্ত্রের কী অপূর্ব যোগসাজশ! পাকা শিকারী-দল, টোপের ঝুনো হাঁসটি পর্যন্ত বাদ নেই—এসব পুরনো আমলের রেওয়াজ

হয়েছিল তেমনিভাবে বিজ্ঞানীদের হত্যা করার "স্বাধীনতা" চায় ওরা।... নাগরিক মারিয়ামভ্, আমরা কিন্তু ওদের ছেড়ে দেবো না। আমরা ছেড়ে দেবো না ওদের! এবার ওরা বড্ড বাড়াবাড়ি করেফেলছে।'(১)

ষড়যন্ত্রের অন্তর্নিহিত গোপন উদ্দেশ্যটা যতই তলিয়ে ভাবতে লাগলেন কম্‌রেড 'ও', ততোই তাঁর উত্তেজনা বাড়তে লাগল। সাধারণতঃ বক্তৃতার শুরুতে, যখনই তিনি বৈদেশিক প্রসঙ্গের আধুনিকতম প্রচার-বিজ্ঞপ্তির হুবহু ভাষা মনে আনতে চেষ্টা করেন তখনই তিনি একটু তোতলান, কিন্তু যে মুহূর্তে তাঁর মুখ দিয়ে গালভরা লবজগুলো বেরুতে শুরু করে তখন আর তাঁর একটুও বাধে না। অনর্গল বলে চলেন তিনি। এক এক সময়ে এইসব কথার প্রভাবে তিনি আত্মহারা হয়ে কণ্ঠ উচ্চগ্রামে তুলে চেঁচামেচি জুড়ে দেন, মুঠো পাকিয়ে টেবিলে ঘুষি মারেন, দুম-দাম শব্দ করেন—কেন যে এসব করেন তা তিনি নিজেও জানেন না। অভিগ্রহটা শেষ হবার পর তিনি অনুযোগ করেন—'বাগ্মিতাই আমার ব্যাধি। ভ্যাটিকানের প্রসঙ্গে কিংবা শান্তির জন্যে সংগ্রামে যেই এসে পড়ি অমনি আমি রাগে দিগ্বিদিক্ জ্ঞানশূন্য হয়ে পড়ি—তখন ওদের পেলে নিজে হাতে ছিঁড়ে ফেড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলি।'

তাঁর সহকর্মীরা লক্ষণগুলো জানেন এবং ধৈর্যসহকারে মাথা হেঁট ক'রে বসে থাকেন। এমন কি কম্‌রেড্ 'উ' যিনি প্রতিটি বাক্যের শেষে একবার ক'রে সায় দিয়ে ঘাড় কাত করেন, তিনিও এই সময়ে কমরেড 'ও'-র মুখের দিকে সরাসরি তাকাতে ভরসা পান না। তাঁর দিকে নজর দেবার সাহস কারুরই নেই। তাঁর ভাবভঙ্গী মারাত্মক হিংস্র ব'লে নয়—বরং সে মুখে সহজাত সংপ্রকৃতির আভাস এখনও বেশ রয়েছে, আর অতি সামান্য অবস্থা থেকে কর্মক্ষেত্রে উন্নতি করা মানুষদের মুখেচোখে শিশুসুলভ আত্মসন্তুষ্টির ভাব থাকে তেমনি নিরীহ গোছের তাঁর চেহারা। কিন্তু তাঁর বক্তৃতার কথার তোড়ের সঙ্গে মুখখানাও ক্রমেই হামাগুড়ি দিয়ে মাথার দিকে উঠতে থাকে, বিক্ষুব্ধ চামড়ার ভাঁজের ঠেলা খেতে খেতে তাঁর ভ্রূ-দুটো আকুঞ্চিত হয় আর উত্তরোত্তর পেছন দিকে চলে যেতে থাকে: আশঙ্কা হয়, হাড় আর মাংসের শেষতম যোগসূত্র যেকোনো মুহূর্তে ছিন্ন হয়ে রক্তমাখা মাংসতন্তুর চুনট করা

।১। আলুমাজভ্ ভাবলেন—'বৈপ্লবিক হুঁশিয়ারিতে ত্রুটির জন্যে বুড়ো মারিয়ামভ্‌কে কঠিন তিরস্কারের শাস্তি পেতে হবে। যোদ্ধা, তার ও মাটির সঙ্গে কান লাগিয়ে রাখা উচিত ছিল। A la guerre Comme a la guerre!'

একটা তাল, তাঁর অধস্তন কারুর পায়ের ওপর ছিটকে পড়বে। ওরা সবাই আতঙ্কগ্রস্ত অবস্থায় এই মুহূর্তটির জন্য প্রতীক্ষা করে—তাদের ভাগ্য যেন একটি সরু সুতোয় বাঁধা অবস্থায় দুলছে—যেন এর পরের আকুঞ্চনটি ঘটলেই সব কিছু ধোঁয়ায় পর্যবসিত হবে।

যেমনটি হয়ে আসছে এবারও শোকাবহ ঘটনাটার হাত থেকে অব্যাহতি মিলল—এবার রক্ষা করল মারিয়ামভ। ওদিকে যখন টেলিগ্রামটা পাঠ করা হচ্ছিল এবং মেকৃপীসের ব্যাপারে সে যা সংবাদ দিয়েছে তা বিশ্লেষণ ক'রে অবিশ্বাস্য ব'লে অগ্রাহ্য করা হচ্ছিল তখন সে এক কোণে বিমর্ষভাবে বসে ছিল।

দাড়ি গোঁফ কামানো নেই, মুখ-হাতটুকুও ধোয়া নেই, জামা কাপড়েরও চরম জীর্ণ দশা (জলার মধ্যে তাকে অর্ধেকটা দিন গা ঢাকা দিয়ে কাটাতে হয়েছে, তারপর কোথাও না থেমে এক নাগাড়ে চল্লিশ মাইল ছুটতে হয়েছে, অবশেষে একখানা লরীতে স্থান পেয়ে কোনো রকমে এখানে পৌছেছে), অতর্কিত আক্রমণের সেই দুর্গত সাক্ষীটির হঠাৎ বাক্যস্ফূর্তি ঘটল :

'না, না, সে মোটেই গীর্জার পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে চায় না।' বাগ্মিতার মাঝখানে সামান্য বিরতির ফাঁকটুকুর সুযোগ নিয়ে সে বলল—'আপনারা ত ধনতন্ত্র, আর স্বাধীনতা সম্বন্ধে খুব ভালোই জানেন—কিন্তু খৃষ্টীয় ধর্মবিশ্বাস নিয়ে আপনাদের আর ব্যস্ত হওয়ার দরকার নেই। লেনি কিছুতেই ধর্মকে পুনর্বাসন দেবে না। একথা আপনাদের জোর করে বলতে পারি।'

'কেন দেবে না ? এ আবার কী জঞ্জাল ?' সামান্য একটি নিম্নস্তরের আমলার এই ভাবে তাঁকে অপদস্থ করার স্পর্ধায় কম্‌রেড 'ও' বিস্মিত হলেন, কিন্তু এতে তিনি মনে মনে খুবই খুশী হয়েছেন। এইভাবে বাধা পেয়ে তিনি আপন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে যথাস্থানে বিন্যস্ত করার সুযোগ পেয়েছেন। বাগ্মিতায় আক্রান্ত হাওয়ার জন্যে ইতিমধ্যেই আপসোস করছেন—তাঁর রক্তচাপের পক্ষে এটা হানিকর তা তিনি জানেন।

তাঁর পায়ের দিকে চেয়ে মারিয়ামভ বলল— সে নিজে থেকেই দেবে না।'

—'ঠিক আছে, বলে যাও! ঘাব্‌ড়ে যেয়ো না, বলো।' তাঁর দৃষ্টিতে স্বাভাবিক সুপ্রসন্ন কৌতুকের দ্যুতি ফুটে উঠল আর আল্‌মাজভ্‌ এবং কম্‌রেড 'উ' হাঁফ ছেড়ে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে চোখ তুলে চাইলেন—'তুমি কি আমাদের বল্‌ছো যে তোমাদের লেনি ভগবানকে গ্রাহ্য করে না ?'

'এগিয়ে যাও! ঘাব্ড়ে যেয়ো না।' কম্‌রেড 'উ' সমর্থন করলেন—'আচ্ছা, তোমাদের লেনি 'ভগবানকে গ্রাহ্য করে না কেন?'

মারিয়ামভ্ উঠে দাঁড়াল এবং হুম্ড়ি খেতে-খেতে এক-পা সামনে এসে দেহের ভারসাম্য সামলে নিয়ে কাঁধটা সোজা করল। এবার তাঁরা প্রত্যেকেই উপলব্ধি করলেন তাকে দেখে কতো বুড়ো মনে হচ্ছে, কতো অবসন্ন আর কী রকম এক-হাত-ওয়ালাই না দেখাচ্ছে তাকে!

'কেন না, লেনি মেক্‌পীস হ'ল জাদুকর! কেন না, সে খৃষ্ট-বিরোধী। তার তাঁবে ভূত-প্রেত আছে—তারা তাকে সাহায্য করে।'

তার একমেবাদ্বিতীয় হাতখানি তুলে আগ্রহভরে ফলাওভাবে ক্রশ চিহ্ন আঁকল।

'ওকে একেবারে নির্জনে আটক রাখো।' মারিয়ামভ্‌কে স্থানান্তরিত করার পর, আল্‌মাজভ্ রক্ষী সৈন্যদের লেফ্‌টেন্যাণ্টকে বললেন—'হুকুম না পাওয়া অবধি ওর সঙ্গে কাউকে দেখা করতে দেবে না। বুড়োর ঘিলুটা নড়ে গেছে। অবিশ্যি আবার কাটিয়ে উঠবে।'

তাঁর বিশিষ্ট অতিথিদের মন থেকে শোচনীয় প্রতিক্রিয়া অপনোদনের জন্য তিনি বললেন: 'ওর চরিত্র বিবরণ থেকে জানা যাচ্ছে যে মারিয়ামভ তরুণ বয়সেই একটা হাত খুইয়েছে, সেটা অবিশ্যি তার ধর্মবিরোধী কার্যকলাপের জন্যে। তার এই ভেঙে পড়াটা ওই আভিঘাতিক অভিজ্ঞতার বিলম্বিত ফলও হতে পারে। আহা! জানেন, স্নায়ু! আমাদের বৃত্তির এটাই হাল অভিশাপ! আমাদের এ খেলার সবটাই ঝুঁকি!'

তাঁর কালো মসৃণ চুলের বাহারটা সৈনিকোচিত গোঁফের সঙ্গে মানান্‌সই,—সামনের দিকের রুপোলি চুলগুলোর ওপরে সযত্নে হাত দিয়ে চেপে সমান করতে থাকেন তিনি। বরাত ভালো যে, কম্‌রেড 'ও'-র নজরে পড়ল না কিন্তু কমরেড 'উ' ঠিক দেখেছেন। কম্‌রেড 'উ'-র চুলের ধরনও আলমাজভের মতোই বাহারদার ছিল আর তিনি যদি কম্‌রেড 'ও'-র প্রতি আনুগত্য দেখাবার জন্য মাথাটা কামিয়ে না ফেলতেন তাহলে 'ক' শহরের মেয়ে মহলে তাঁর সাফল্য কেউ ঠেকাতে পারত না। আল্‌মাজভের হাতের ওপর থেকে দৃষ্টিটা অন্য দিকে ফেরাবার সময়ে তাঁর দীর্ঘশ্বাস পড়ল।

'বটে! বটে!' পরিশেষে কমরেড 'ও' তাঁর শান্ত ব্যবহারিক ভঙ্গীতে, গণতান্ত্রিক সরল ভাষায় বললেন—'আপনার সহকারীটি শত্রুর প্রচারেই বিগ্‌ড়ে

আছে। এই জগাখিচুড়ি অবস্থাটা আপনাকেই সামলাতে হবে কর্নেল! কুড়ি জন লোক নিন, নিয়ে চলে যান লিউবিমভে। পুলিশ থেকে তাদের হাওলাত নিন। আমরা কোনো রকম রজঃস্রাব নয়,—সব কিছু সুন্দর পরিপাটি আর সংস্কৃতিসম্মত! সরকারী পোশাক চলবে না। রেস্তোরাঁয় যে ধরনের টাই আর টুপী পরা হয় তেমনি চাই। যেন ছেলেরা বাইরে বেড়াতে গেছে, একটা দিন পাড়াগাঁয়ে কাটানোর মতো—! একেবারে জরুরী দরকার পড়লে রিভল্‌বারের বাতকর্মের আওয়াজ না করা হয়। এক জোড়া মেশিনগান নিলেই বা ক্ষতি কী—হ্যাঁ ও দুটো সঙ্গে নিন! মেক্‌পীস আর অন্যান্য হুর্জুতেদের তুলে নিয়ে চুপচাপ চলে আসুন। জেলখানাটা আবার খুলুন আর ‘ক’-এর সঙ্গে টেলিগ্রাফের মাধ্যমে সংযোগ স্থাপন করুন। খবরদার—নির্যাতন একদম নয়। শৃঙ্খলা, নিয়মানুবর্তিতা, আইনসিদ্ধতা। মেয়েদের রেহাই দেবেন, একদম—বাঁটের তলার সবটাই নিষিদ্ধ এলাকা—ব্যক্তিপূজা বরবাদ। বিশোধন করতে আপনি চব্বিশ ঘণ্টা সময় পাবেন—আপনার সৌভাগ্য কামনা করি! কম্‌রেড ‘উ’ আপনি কি বলেন?’

‘আমার মনের মতো এর চেয়ে আর কিছুই হতে পারে না কম্‌রেড ‘ও’। আপনি কিন্তু খুব নিপুণভাবে ‘রজঃস্রাবটা’ প্রয়োগ করেছেন, হ্যাঁ সেই প্রসঙ্গেই একটা কথা বলছি। কাঁধের ঝোলা, মাছ ধরার ছিপ আর বালালাইকা (হা-ঘরে’দের বাদ্যযন্ত্র—গীটারের মতো দেখতে) নেওয়াটা কেমন হবে?—মানে ফুটবল ম্যাচ, কন্‌সার্ট, পাড়াগাঁয়ে বেড়ানোর মতো নিছক অসামরিক ব্যাপার হচ্ছে যেন—সঙ্গে নাচ, গান যেমন হয়ে থাকে —তবে ব্যক্তিপূজা বরবাদ, আপনি খাঁটি কথাই বলেছেন।’

দুপুরবেলায় যুবকদের একটি বাহিনী হাঁটতে হাঁটতে স্টেশনের দিকে যাত্রা করল। চনচনে রোদ তবু ওরা কালো জ্যাকেট পরেছে আর জামার বোতামগুলো গলা অবধি বন্ধ করেছে আর টুপীগুলো মাথার ওপর এমন আঁট করে চাপিয়েছে যে ওদের চাষীসুলভ মোটা কানগুলো প্রায় ঢাকা পড়ে গেছে। প্রত্যেকেরই এক হাতে সুটকেশ আর অন্য হাতে একটি ছিপ আর বালালাইকা। পায়ে চামড়ার পাদচ্ছদ, মাথায় টুপী আর কাঁধে-ঝোলানো ব্যাগ নিয়ে কর্ণেল আল্‌মাজভ্‌ ফুটপাথের ওপর দিয়ে ওদের পাশে পাশে চলেছেন।

‘গাও!’

'সৈনিক, হে সৈনিক বীর,
তোমাদের ঘরনীরা সব কই ?'

সামনের লাল-চুলওয়ালারা মধ্যগ্রামে ধুয়ো ধরল।

'টোটা ভরা এই রাইফেলরা,
এই ত এরা আমাদের প্রিয়া।'

সমবেত কণ্ঠসংগীত শুরু হলে বটে, তবে অল্পক্ষণের মধ্যেই হোঁচট খেতে খেতে থেমে গেল।

আল্‌মাজ্‌ভ্‌ চাপা গলায় বললেন—'হুকুমের কথা তোমরা ভুলে গেছো? রসের গান গাও।

'মা গো মা,……
খোর-লাল স্কার্টে আমার কাজ নেই, কাজ নেই………।'

লাল-চুলওয়ালা দ্বিধাজড়িত কণ্ঠে গাইতে শুরু করে। অতি কষ্টে পা মিলিয়ে দলটি চলতে চলতে স্টেশনে এসে পৌছলো। পাশের একটা রাস্তায় মিউনিসিপ্যালিটির তিনখানা বাস অপেক্ষা করছিল।

'দাঁড়াও!' 'ফেরো! এক সারি, চড়ো!'

ওঠবার সময় স্যুটকেশগুলো ঠোক্কর খেল, মাথার টুপী খসে পড়ল,— এমনিভাবে লোকগুলো বাসে চড়ল। আর সুসজ্জিত যাত্রীবাহী গাড়ির গদীওয়ালা আসনে অনভ্যস্ত ব'সে তারা আরাম করতে লাগল। আর ওদিকে বাগিচাতে বর্ষীয়সী স্ত্রীলোকেরা জটলা পাকিয়ে পরস্পরের মধ্যে খবরাখবর বিনিময়ে তৎপর হয়ে উঠল :

'…ওদের ওই স্যুটকেশগুলোর ভেতরে কী আছে জানো সই? টোটা ভরা রাইফেল আর রিভল্‌বার!·· আর দুটো মেশিনগান—হ্যাঁ, দুটো গো বলছি আমি!…মেয়েদের কোমরের তলায় ওদের হাত ঠেকানো বারণ…আরে লিউবিমভে নাকি এক তাজ্জব ঠাকুর পাওয়া গেছে।…বিশপ লিওনার্দ।… আরে আসলে সে কিন্তু বিশপ নয়, সে হ'ল লেনি, ভগবানের ভাঁড়…সে নাকি ধর্মপুজোর পত্তন করছে!…ভগবান ছাড়া তার আর ভরসা কী! হে ভগবান তুমি তার সহায় হও। হে ঠাকুর এই সব শয়তানের দলকে হারিয়ে দিয়ে তুমি তাকে জিতিয়ে দাও—খৃষ্ট বিরোধী পন্টনদের সে যেন হারিয়ে দেয়।…'

•

ওদিকে লিউবিমভের লোকেরা তখন তাদের ছুটির দিনটি উপভোগে

মশগুল! আর মেক্‌পীস এবং তার সদ্য পরিণীতা তরুণী বঁধূর প্রতি শুভেচ্ছা-সূচক পানের প্রতীক্ষায় বসে রয়েছে। সেদিন সকালেই ওরা দু'জনে রেজিস্ট্রারের কাছে গিয়েছে। স্বাধীন নগরের কাছে এই বিবাহটা যেন ভগবানের প্রেরিত ভোজ্যের মতো—তাদের বিজয়োৎসবটা মধুর ভাবে শেষ করার জন্যে এইরকম একটি মনোজ্ঞ আনন্দময় উপলক্ষের প্রত্যাশায়ই স্বাধীন নগরী বসেছিল! তারা যে গত দু'দিন অলসভাবে বসে কাটিয়েছে তা নয়। যে দিবসেই উৎসব শুরু হয়ে গেছে—ওই দিনেই যে নবযুগের সূচনা ঘটেছে! কিন্তু এত সব অদল-বদল আর ওলট-পালটের মধ্যে, যাকে বলে ইচ্ছামতো স্বাধীন ভাবে চলা তার ফুরসৎ ঠিক মেলে নি—তা ছাড়া দিন-গোনার ঝক্‌মারিতে কে যেতে চায়? আর যে লেনি মেক্‌পীস মুক্তি মঞ্জুর করল তার বিয়েতে উৎসব ছাড়া আর কিচ্ছু করা মানায় না। দিল্ চুটিয়ে আনন্দই যদি না করা গেল, স্ফূর্তির হর্‌রায় আত্মহারা না হওয়া গেল, আনন্দের বহর দেখে শত্রুতে যদি ভয়ে আঁতকেই না উঠল, আর মরার আগেই যদি সে আনন্দের কথা ভুলেই গেলে—তাহলে অমন স্বাধীনতা রাশিয়ানরা চায় না।

আনাড়ি নেশাখোরের মতো একা একা এক কোণে নিজের টেবিলে বসে চামচেয় একটুখানি ক'রে তুলে তুলে মদ খাওয়া পছন্দ করি না। ওগুলো স্রেফ বিদেশীদের জন্যে ছেড়ে দিয়েছি—আমেরিকায় আমেরিকান্‌রা, ফ্রান্সে ফরাসীরা করুক গে। মগজটাকে বেহেড্ মাতাল করার জন্যেই ওরা মদ খায় আর তারপর শুয়োরের বাচ্ছার মতো ঘুমিয়ে নেশা ছুটিয়ে ফ্যালে। আর আমরা চিত্তকে উদ্দীপ্ত করবার জন্যে আর আমরা যে বেঁচে আছি সেটা অনুভব করার জন্যেই সুরা পান করি। আসলে, সুরা পান করলে তবেই আমাদের মহা চৈতন্যোদয় হয়, আমাদের আত্মা জড় পদার্থের উর্ধ্বে উঠে একেবারে দ্যুলোকে বিহার করে—আর এর জন্যে আমাদের চাই ছোটো-শহরের বাঁকা-টেরা রাস্তা, যে রাস্তার কুঁজ উঁচু হয়ে শাদা আকাশের দিকে উঠে গেছে।

বস্তুতঃ লিওনার্দ আর সেরাফিমা রেজিস্ট্রারের ওখান থেকে বেরিয়ে দেখল, পথটা প্রায় চেনাই যায় না। লম্বালম্বি গোটা ভোলোদাস্কি আভেন্যুটা জুড়ে সারি সারি টেবিল পাতা হয়েছে—শাদা কাপড়ে ঢাকা টেবিলের ওপর ঈশ্বর যেমন জুটিয়েছেন সব সাজানো রয়েছে। অবিশ্যি এগুলো এমন কিছু পর্যাপ্ত নয়, তা সে যা-ই হোক, মাংসের পিঠে, কাঁচা শাক-সব্জীর ঘণ্ট,

মোরব্বা আর ভোদ্‌কো। মোটকথা এই উপলক্ষে প্রত্যেকেই সাধ্যমতো সেরা আয়োজনই করেছে।

তবে কেউই পান বা ভোজন তখনো শুরু করেনি: সকলেই শান্তভাবে অপেক্ষা করছে, তৈরী টেবিলের সামনে বসে সময় কাটাচ্ছে। সদ্যো-বিবাহিতরা যে মুহূর্তে বাড়ির দরজার সামনের সিঁড়িতে এসে দাঁড়াল, বিশিষ্ট নাগরিক প্রতিনিধিরা তাদের সংবর্ধনা জানাল—চিরাচরিত প্রথানুযায়ী একটি পাউরুটি (এটা হ'ল প্রাচুর্যের প্রতীক) আর রুচিবর্ধক হিসেবে ছোট দুটি গ্লাসের পানীয় দিয়ে এই অভ্যর্থনা জানানো হ'ল। তারা জনসমাজের অভিনন্দন লাভ করল, তাদের বিবাহিত জীবন সার্থক হোক সাধারণে এই শুভেচ্ছা জানাল। তবে কেউ কোনো ইতর হৈ-চৈ করল না, দাম্পত্য সম্পর্কের জন্যে কী কী দরকার সে বিষয়ে অশালীন ইঙ্গিত কেউ করল না, আর অর্থহীন অশ্লীল গান বা পৌত্তলিকদের মতো চটুল গানও কেউ করল না। যেমনটি হওয়া উচিত সবকিছুই ঠিক তেমনি—সংস্কৃতিসম্মত, সরল আর ভাবগম্ভীরভাবে পালিত হ'ল।

আর দম্পতি তাদের তরফ থেকে যে বিনয়নম্র আচরণ করতে লাগল তাতে মনে হয় যেন তারা আর পাঁচজনেরই মতো সাধারণ! এই উপলক্ষে লিওনার্দ যে সামান্য ব্যতিক্রম করেছে তা হ'ল—হাতে সে ইঁদুর রং-এর একজোড়া দস্তানা পরেছে আর কোটের বোতামের খাঁজে কাগজের একটা ক্রিস্যানথিমাম ফুল লাগিয়েছে। আর সেরাফিমা পেত্রভ্‌না ত বিয়ের পোশাক পর্যন্ত পরেনি (এটা সতীত্বের লক্ষণ), তার বদলে ফিকে রং-এর একটি ব্লাউজ গায়ে দিয়েছে আর হাতে কারুকার্য করা একটি ছোট্ট ছাতা নিয়েছে। তার ফলে ওকে দেখে ঠিক মনে হয় রাজকন্যা একটু ভ্রমণে বেরিয়েছেন। শুর রাজকুমারের হাত ধরাধরি করে মদালস দৃষ্টিতে তার মুখের পানে চেয়ে রয়েছে।

'ত্যাখো, লিওনার্দ! রুটি! আর দুটি গ্লাস! কেমন সুন্দর রুটী! সানন্দে আমরা শুভেচ্ছা-সূচক পান করব আর bruderschaft চুম্বন করবো!' সেরাফিমা চপলভাবে হাসতে লাগল। কিন্তু লিওনার্দ দস্তানা পরা হাতে একটা গ্লাস তুলে নিয়ে নাক-সিঁটকে ভ্রূ-কুঁচকে নামিয়ে রাখল।

'বুনো-জানোয়ার সব!' সে রাগে গর্জে উঠল—'এটা কিসের চোলাই? আর এটা কোন্‌-রকমের বিয়ের প্রাতরাশ? ভোদ্‌কা আর ছোট শসা (gherkin) আমাদের লক্ষ্মীশ্রীর চিহ্ন কোথায়? ছি-ছি লজ্জার কথা!

ইউরোপের লোকেরা বল্‌বে কী ? দোকান-পাটের, রেস্তোরাঁ আর মালখানার ম্যানেজারদের ডাকো !'

মুখচোরা তিনজন আমলা আগে থেকেই ওখানে হাজির ছিল। তারা তাড়াতাড়ি নিজেদের দুর্দশার কথা বিশদভাবে শোনাতে লাগল। সুরাসারের অভাব রয়েছে, ময়দা নেই, নাড়ীকাবাব নেই, মেঠাই পত্তর, টিনজাত খাবার, মাখন কিংবা মাংস কিছুই নেই। এমন কি মাছও নেই, নকল মাখন তাও ফুরিয়ে আসছে। খাদ্য-ন্যাসে অরাজক কাণ্ড চলছে।

লিওনার্দের তীক্ষ্ণ সন্দিগ্ধ দৃষ্টির সামনে তারা ভেঙে পড়ল। আর দোকানের ম্যানেজার ডুকরে কেঁদে উঠল। সে স্বীকারই করল যে, গোটা দোকানের মধ্যে মোট এক পেটি গায়ে-মাখা সাবান আর দু-পেটি বর্ডারগার্ড টফি ছাড়া আর কিচ্ছু নেই—সমুদ্রে শিশির বিন্দু ছাড়া আর কিছুই নয় ! আর মালখানার খবর হল, খারকভ থেকে আনানো মুখ-আঁটা স্ফোটনীয় পানীয় (mineral water) আছে। আর আছে আমদানী করা এক ধরনের লাল-গোলমরিচ—যা নাকি এমনই ঝাল যে, গত তিন বছরের মধ্যে কেউ মুখে ঠেকাতে ভরসা করে নি। এ ছাড়া সর্বসাকুল্যে আর যা আছে তা হ'ল, দাঁতের মাজন, দেশলাই, চাকায় মাখাবার চর্বি আর রক্তশূন্যতায় উপকারী ভিটামিন 'সি'।

'তোমাদের কাছে যা মজুত আছে সব লোকজনকে বিতরণ করো ! আর আমার হিসেবে সমস্তটা দেনা লিখে রাখো।' স্তম্ভিত শিলীভূত কর্মচারীদের নির্দেশ দিল মেকৃপীস—'আরে, এখনো দাঁড়িয়ে আছো কিজন্যে ? লোকে উৎসব উদযাপন করতে চায়, সেটা দেখতে পাচ্ছ না ? দস্তুরমতো বিধিসম্মত-ভাবে আমার বিয়ে-করা বৌ সেরাফিমা পেত্রভ্‌নার সুস্থ জীবন কামনায় ওরা একটু পান করতে চায়—সেটা তোমাদের চোখে পড়ছে না ? এই যে তিনি, তোমাদের আনুগত্যময় প্রীতির সমক্ষে তাঁকে আমি বিশেষ ভাবে উপস্থিত করছি।...আজ প্রজাসাধারণ আমার অতিথি হবে।'

বিচিত্র এক অভিব্যক্তিতে তার মুখখানা একটু বিকৃত দেখায়।

যেটা এতকাল লোকে অবজ্ঞা করেছে খারকভের সে স্ফোটনীয় পানীয়টা আনো দেখি। ডঃ লিন্‌ডে আমার ইচ্ছে তুমি এটা পরখ করো আর এতে রাসায়নিক উপাদান কী আছে সেটা সবাইকে বলে দাও।'

লিওনার্দের পার্শ্বচরদের দল থেকে ডঃ লিন্‌ডে সামনে এগিয়ে এলেন।

তারপর খারকভের পানীয়ের বোতলটা সাবধানে কাত্ ক'রে একখানা টেবিল-চামচের ওপর ফোঁটা ফেলে ফেলে সেটা ভর্তি করলেন—খারকভের এই পানীয়ে এমন উপাদান আছে তাতে কেবল পাকস্থলীর গাটুকু ভেজে, কিন্তু হৃৎপিণ্ডের কিংবা মনের পিপাসা মোটেই মেটে না, এটা সর্বজনবিদিত। তিনি যতক্ষণ ধরে' বকের মতো গলা বাড়িয়ে, গোঁফ খাড়া ক'রে তারিয়ে তারিয়ে পান করছিলেন, কাশছিলেন আর শেষকালে চাম্চেটা চাটছিলেন ততক্ষণ শত শত চোখের দৃষ্টি তাঁর ওপর নিবদ্ধ ছিল। অবশেষে বোতলটার দিকে চেয়ে তিনি দৃঢ় প্রত্যয়ের ভঙ্গীতে ঘোষণা করলেন:

'এটা আদৌ ভৈষজ্য জল নয়! এ একেবারে খাঁটি ভৈষজ্য সুরাসার!'

ব্যস, ভৈষজ্য জল ভৈষজ্য সুরাসারে রূপান্তরিত হয়ে গেল! বস্তুতঃ এর আগেও খারকভের জল যেমন ছিল তেমনটিই রয়ে গেল, কিন্তু এর মর্ম এবং সেই কারণেই এর ভূমিকা, এর সামাজিক কার্যসাধন শক্তি, সব পাল্টে গেল। লিওনার্দের এই কাজের প্রভাবের ফলে, যারাই এই পানীয় আস্বাদন করল তারা প্রত্যেকেই খাঁটি সুরাসার পানে যেমন ইন্দ্রিয়জ সংঘাত হয়ে থাকে, জ্বালাময় অনুভূতি হয় ঠিক তেমনটিই অনুভব করল। তারা ঠিক তেমনি কাশতে লাগল, তেমনি বেদম হাসিতে ফেটে পড়ল। আর প্রত্যেকেই পালা ক'রে বলল:

'আরে হ্যাঁ একেই ত আমি যথার্থ মদ্যপান বলি! যতোটুকু যাবে তোমার ভেতরটায় আগুন ধরিয়ে দেবে, আর তোমার মুখের ভেতরে যেন গোলাপ ফুলের মতো ফুটে উঠবে। এর সঙ্গে ওই শসা খাওয়া বড়ই লজ্জাকর! এর সঙ্গে চাই, নিদেন স্যামন কিংবা স্টার্জন মাছের শুঁটকি কিংবা দুধের-বাচ্চা শুয়োর আর সবচেয়ে ভালো হয় যুদ্ধের আগে ক্র্যাকাউ থেকে ছোট ধরনের যে সালামী আসতো তা-ই—আহা সেকথা ভাবলেও তোমার থুতুতে চাটনি স্বাদ লাগে আর মুখের ভেতরে এমনই লালা ঝরে যে দেখে ভয় হয় বুঝি বা নিজের জিভ্টাই ভুলের বশে গিলে ফেলবো।'

শ্রমিকেরা নিজেদের মনোগত বাসনা মুখ থেকে খসাতে না খসাতে, তাদের সামনে, টেবিলের ওপর ভোজবাজির কেরামতিতে বিস্ময়কর সব সুভোজ্য হাজির হ'ল। এই রূপান্তরটা এমনই আকস্মিক আর রহস্যময় যে, শসা চিবোচ্ছিল একটা লোক তার মনের মধ্যে দৃঢ়মূল প্রত্যয় হ'ল যে সে নির্ঘাত সালামী খাচ্ছে! তাড়াতাড়ি সে মুখ থেকে উগ্রে ফেলল আর এমন ভাবে চেঁচামেচি জুড়ে দিল যেন সাংঘাতিক কিছু ঘটেছে।

লোকেরা গোগ্রাসে গিলে চলেছে, মুখ বোঝাই খাদ্য নিয়ে খচ-মচ চিবোতে চিবোতে তারা গলদশ্রু হয়ে লিওনার্দের রাজোচিত দয়া আর ঔদার্যের তারিফ করছে। থুরে থুরে কাটা বাঁধাকপিতে তারা শূকর মাংসের আচারের স্বাদ পাচ্ছে, আলু-পোড়া খেতে খেতে তাদের মনে হচ্ছে তাজা নরম পীচ্‌ফল। সবচেয়ে সেরা তাজ্জব ব্যাপার হ'ল লাল গোলমরিচ নিয়ে—সেরা মাংসের স্বাদকেও টেক্কা দিচ্ছে এমনই তা সুস্বাদু লাগছে। আর তেমনি ঢালাও ভাবে বিলোনো হ'ল। এই মরিচ খেয়ে অনেকে উল্লাসে এমনই উন্মত্ত হয়ে উঠল যে, তারা টেবিলের নীচে বসে-থাকা কুকুরদেরও বিলোতে শুরু করল। কিন্তু এগুলো ডাহা লোকসান হ'ল, কেন না এই জানোয়ারগুলোর নেকৃড়েসুলভ স্বভাব মোটেই পাল্টায় নি, কাজেই মরিচ দেখলেই তারা লেজ গুটিয়ে চোঁ-চাঁ ছুট দিয়ে পালাতে লাগল।

'খাও! পান করো! কৃপনের মতো নিজেকে কষ্ট দিয়ো না।' তার দস্তানা আঁটা হাত তুলে লিওনার্দ উদার ভাবে অতিথিদের আমন্ত্রণ জানায়—আমার হাতে যা রসদ আছে তাতে আমাদের দশবছর হেসে-খেলে চলে যাবে। জনে জনে যেমন প্রয়োজন সেই মাপে পাবে।'(১)

"অল্পবয়সী কণে'বৌএর বাহুতে বাহু জড়িয়ে পরিষদ পারিবৃত হয়ে সে অনুষ্ঠানোচিত ভঙ্গীতে পা ফেলে চলেছে। মাঝে মাঝেই তাকে থামতে হচ্ছে —কাউকে হয়ত বাড়তি এগ্‌-শাকের স্যালাড় দিতে হল কিংবা কোথাও বা নাচের সঙ্গতী বাজনার মায়া সৃষ্টি ক'রে লোকেদের নাচে উৎসাহিত করতে হ'ল। অথবা হয়ত কোনো অতিথিকে সংযত করতে হ'ল আবার হয়ত এক জনকে ছাড়িয়ে দিতে হ'ল। সর্বত্রই আনন্দময় আমেজে সে কিছু না কিছু খোরাক জোগাচ্ছে অথচ সমাবেশের মধ্যে একটা শোভন পরিবেশ বজায় রেখে চলেছে। আর সবচেয়ে বড়কথা কোথাও সে হাত ব্যবহার না করেই এগুলো করে যাচ্ছে—সামান্য একটু ঘাড় নাড়ছে আর কোথাও ভ্রুকুঞ্চনেই কাজ চুকোচ্ছে, এমন ভাবে সব করছে যে নজরেই পড়ে না।

নগর শাসনের জন্যে প্রতি মুহূর্তে সর্বত্র হাজির থাকার চেষ্টায় নিওনার্দকে প্রাণপাত করতে হয় না। সে চর নিয়োগ করেছে—ছেলেরা সব ছোট ছোট

।১। কমিউনিজমের মার্ক্সীয় সংজ্ঞাজ্ঞাপক জিগিরের অংশ : যার যেমন শক্তি তার কাছ থেকে ততোটা, আর যেমন দরকার তাকে ততোটুকু।

দলে বিভক্ত হয়ে কিংবা একা-একা রাস্তায় টহল দিয়ে বেড়ায় আর এরাই সংবাদ বিভাগকে খবর এনে দেয়। এতে ক'রে খেলার উপভোগ্য পরিবেশের মধ্যে দিয়ে ছেলেদের একটা কার্যকুশলতায় শিক্ষিত করে তোলা হচ্ছে আর তাদের কৌতূহল বৃত্তিকেও শানিয়ে তোলা হচ্ছে। এদেরই কুড়িটি বিভিন্ন চিলে কোঠায় মোতায়েন রাখা হয়েছে—তারা শহরের উপকণ্ঠের ওপর লক্ষ রাখে বাদবাকী অন্যসব ছেলেরা সামাজিক সংঘর্ষ থেকে যে সব ঘটনা ঘটে তার বার্তাবাহী দূতের কাজ করে।

একরত্তি পুঁচকে একটা বাচ্চা হয়ত লাফাতে লাফাতে লেনির কাছে হাজির হয়ে বলল—'লেনি কাকা! লেনি কাকা! গুরিয়েভ্‌দের বাড়ির পিছনের আঙ্গিনায় না, একটা অচেনা লোক দাশা মাসীকে জাপ্টে ধরেছে।'

লিওনার্দ তাকে একটুকরো বর্ডারগার্ড টফি কিংবা পুষ্টিকর ভিটামিন সি-র একটা বড়ি দিয়ে পুরস্কৃত করল আর সেই সঙ্গে নিজের মানসিক দৃষ্টিকে গুরিয়েভ্‌দের পিছনের পাঠিয়ে দিল। তৎক্ষণাৎ অসভ্য মাতালটা তার অসহায় শিকারটিকে ছেড়ে ক্ষমা প্রার্থনা করল—'আমি ভীষণ দুঃখিত মিস্! আমার ইজ্জতের দিব্যি গেলে বলছি আর কক্ষনো এমনটি করব না।' আর অব্যাহতি পাওয়া মেয়েটি কোন অপ্রীতিকর কাণ্ড না ক'রে তার বদলে মৃদু সলজ্জ হাসি হেসে বলল—'যাক তো ও নিয়ে মিছে মন খারাপ করো না! ও কিছু নয়। আমার ঠিকানা আর ফটো রাখতে চাও?' এইভাবে কেলেঙ্কারির জড় গোড়াতেই উপড়ে ফেলা হল।

'হেই লেনি! আমার একটা আবদার কিন্তু রাখতে হবে! ওদের বলে' দাও না, আমায় যেন খানিকটা আস্ত্রাখানী মিষ্টজলের রোচ মাছ দেয়—আহা কতো বচ্ছর হয়ে গেল খাই নি!'

কৃষাণীর লম্বা স্কার্টের প্রান্ত হাতের মুঠোয় খামচে উঁচু ক'রে ধরে' এক বর্ষীয়সী, নেচে রাস্তার মাঝখানে এসে চেঁচামেচি জুড়ে দিল। স্ত্রীলোকটি বেহেড মাতাল ওর পায়ে যদি বিরাট ভারী বুট জোড়া না থাকতো তাহলে কে জানে হয়ত আকাশে উড়তো। চষা ক্ষেতের মতো মাঝে মাঝে গোল-গোল গাঁটওয়ালা স্ত্রীলোকটি হাওয়া লাগা গাছের মত দুলছে আর ঘ্যান্ ঘ্যান্ করছে—যেন রোচ্ না পেলে ওর কাছে বাঁচা-মরা সমান কথা। রোচ ওর চাই।

'ঠিক আছে, ম্যাট্রিওনা নিশ্চয়ই তুমি রোচ্ পাবে।' ব'লে সে একটা শুকনো

ড্যালা তুলে নিল। কিন্তু তার মনে পড়ে' গেল আমাদের এ দিকে রোচ অতি দুর্লভ, আর তাছাড়া আরও মনে হল যে, প্রচারকের বেদীতে যেমন মেয়েরা বেমানান বিকল্প বস্তুটিও তেমনি অভাবনীয় হওয়াই ভালো। কাজেই সেটা নামিয়ে রেখে, জামার পকেট থেকে দাঁতের মাজনের একটা টিউব বার করল।

'আরে, এর মাথা কোথায়?' অবাক ম্যাট্রিওনা প্রশ্ন করে।

'বোকার মতো কথা বলো না। এটা মণ্ড মাছের মণ্ড। মাথা নেই, কাঁটা নেই। এদের গায়ে "দন্ত-পিষ্টিকা" লেখা রয়েছে, দেখতে পাচ্ছ না? তোমার মতো দাঁত নেই যাদের এগুলো তাদের জন্যে।' মাজনের মুখটি খুলে পুরু লম্বাটে খানিকটা মণ্ড বার ক'রে একখণ্ড নরম রুটির ওপর লাগিয়ে দিল— 'এই নাও প্রবীণা, খাও উপভোগ করো আর লিওনার্দ মেকপীসকে স্মরণ রেখো।'

অবসাদে তার মুখখানি ফ্যাকাশে হয়ে গেছে আর কপালের ঘাম ডুমো-ডুমো হয়ে কঠিন আকারে জ্বলছে। এদিকে আনন্দোৎসবের স্ফূর্তি আর হল্লার উদ্দামতা যতই বাড়তে লাগল তার ভ্রূকুটি ততোই গভীরতর আর তার ধূসর চোখের তির্যক(১) দৃষ্টি ততোই তীক্ষ্ণতর হয়ে লঠতে লাগল—ভীড়ের ওপর কাঁচির ফলার মতো নজর রাখতে রাখতে তার এই হাল! তার এই গুরু দায়িত্ব যেমন অকালোচিত তেমনি সমস্তটাই তার একার ঘাড়ে—চিন্তায় সে অভিনিবিষ্ট। চিন্তামগ্ন হয়ে সে চলার গতিবেগ ক্ষিপ্রতর করে তুলল আর থেকে থেকে হাতঘড়িটার দিকে তাকাতে লাগল যেন সূর্যাস্তের আগেই উৎসবের পালা চুকোবার জন্যে সে ব্যস্ত।

'অবধান! একটি বিশেষ ঘোষণা! লিঙবিমভ্ নদীতে ঠিক কাঁটায়-কাঁটায় তিরিশ মিনিট ধরে' শ্যাম্পেনের স্রোত বাইবে। এই শ্যাম্পেন হ'ল "সোভিয়েট শ্যাম্পেন" মার্কা—সবচেয়ে উৎকৃষ্ট শ্যাম্পেন। যারা কস্মিন্‌কালে শ্যাম্পেন চোখে ছাখো নি তারা পাশের লোকের পরামর্শ নিতে পারো। এতে ভয় পাবার কিচ্ছু নেই—কারিগরির এ হ'ল নূতন আবিষ্কার: আমি কেবলমাত্র নদীর গতিপথটুকু ঘুরিয়ে দিচ্ছি আর তাতেই নদীর খাতে শ্যাম্পেন বইবে। মনে রেখো: আমি যখন "যাও" বলন তখন থেকে কাঁটায়-কাঁটায় তিরিশ মিনিট।

॥ ১ ॥ জনে জনে আলাদা ভাবে নজর রাখতে হবে—আমাদের দেশের মানুষের পক্ষে এটা দরকার।

আচ্ছা!. যাও! না! থামো! অপেক্ষা করো! তোমরা জানোয়ারের পাল নিজেরাই পরস্পরকে মাড়িয়ে মেরে ফেলবে! বাচ্চা ছেলেরা মদ খাবে না। রুগ্নেরা অগ্রাধিকার পাবে। গেলাসে ক'রে খাবে। নদীতে নামতে যেয়ো না, ডুবে মরবে। আর, এই সাচভলি কুজ্‌মিচ, তুমি কোথায় যাবার মতলবে আছো? শীগ্‌গির ফেরো। তোমার আর ডঃ লিন্‌ডের স্থান আমার পাশে—এই খানে।'

'আমি শুধু একটি চুমুক পরখ ক'রে দেখতে চেয়েছিলাম, আমাদের এই মজে' যাওয়া ছোট্ট নদীটা কী পয়দা করল—ঘুরে আসতে এক মিনিটও লাগত না।' আমাদের ইতিহাস বিবরণীকারের কর্তব্য এবং মর্যাদা ভুলে গিয়ে প্রোফেরান্‌সভ ওই অশিক্ষিত ভিড়ের লোকেদের মতোই উন্মাদনায় দিশেহারা হয়ে পড়েছিল। 'ওদের দিকে চেয়ে ছাখো।' লোকজনের কোলাহলে নদীর তীর মুখর আর শ্যাম্পেনের সোনালী ফেনা ফোয়ারার মতো ফিন্‌কি দিয়ে মেঘের দিকে উড়ে যাচ্ছে। প্রোফেরান্‌সভ সেই দিকে আঙুল উঁচিয়ে বলল—'আমি কেন যেতে পারব না কম্‌রেড্‌ মেক্‌পীস? আমায় ছেড়ে দাও দোহাই সেরাফিমা পেত্রভ্‌না! এই প্রভেদকরণ কেন? আমি কি মানুষ নই?'[১]

'মানুষেরা!' বিড় বিড় ক'রে লিওনার্দ বলল। অকস্মাৎ তার মাথা ঘুরতে শুরু করল, সে চোখ বুজল।—'এইসব অজ্ঞ, দুর্বল, নির্বোধ লোকগুলোর মতো আমিও কি মাতাল হলাম?' নিজেকে সে প্রশ্ন করল—'অথবা আমিই—একা আমিই মাতাল হয়েছি আর পৃথিবীর বাকী সবাই অপ্রমত্ত, স্থির রয়েছে? আমার নিজের সম্মোহকের একমাত্র শিকার কী শুধু আমি? তা কি হতে পারে? নিজের বিকৃত মানসিকতা-প্রসূত স্বপ্নের নেশায় মাতাল হয়েই কি আমি এইসব কল্পনা করেছি?—বিয়ের প্রাতরাশ, নদীর ধারে হৈ-হল্লা—আর যে স্ত্রীলোকটি সম্প্রতি আমার প্রেমকে অবজ্ঞা করেছে অনায়াসে তাকে জয় করা....."

সেরাফিমা উৎকণ্ঠিত স্বরে বলল—'তোমায় কেমন অসুস্থ দেখাচ্ছে। কিছু খাও। কোনো পানীয়? একখানা স্যাণ্ডুইচ? না হয় মাছের মণ্ড খানিকটা?

'না।' সে আবার নিজেকে গুছিয়ে সামলে নিল—'বাড়ি গিয়েই যা

॥ ১ ॥ মিছে কথা! আমি মোটেই যেতে চাই নি। আর আমার নিজের বইতে হঠাৎ 'সে' হ'তে বাদ কেন? আমি কি মানুষ নই?

হোক কিছু খাবো আমরা।' এবার তার কণ্ঠস্বর আরও শান্ত গম্ভীর—একবার আড়চোখে নিজের নিঃশেষিতপ্রায় পারিষদ্‌দের দিকে চেয়ে বলল সে—'চলো হে বন্ধুরা আমরা একটু চক্কর দিয়ে আসি। মঠের ধ্বংসাবশেষ অবধি যাবো আমরা। আর সেখানে উঁচু থেকে দৃশ্যটা দেখবো। এই গন্ধ থেকে পালাই······ওই শ্যাম্পেনের ফেনাই হল গিয়ে······। অবিশ্যি ওটা আমাদের কাছে মোটেই লোভনীয় নয়—আমরা যারা নেতা আর দায়িত্বশীল পদে যেসব মানুষ রয়েছি—তারা এটা চাই না, আমরা এটা পছন্দ করি না—কথাটা বুঝলে ত? প্রোফেরান্সভ তোমার কিন্তু স্কুলের ছেলের মতো মদ আর সুরার পিছনে হন্যে হয়ে ছোটা উচিত নয়।[১] লেখক হিসেবে তোমার দায়িত্ব, আমাদের শহরের ইতিহাস প্রণেতা হিসেবে তোমার কাজই হ'ল, বাস্তবের অবিকম্পিত গতিটি কি ভাবে ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে তা অনুধাবন করা আর প্রতিটি ঘটনাকে যথাযথভাবে লিপিবদ্ধ করা! তুমি আমাদের আরশি হও, আমাদের লিও টল্‌স্টয় হও—তিনি যে বিপ্লবের আরশি বলে জনমনে পরিগণিত হয়েছেন এতে বিস্ময়ের কিছু নেই। তোমার চারপাশের জীবনকে দ্যাখো, তাতে তোমাকে ভিজিয়ে নাও আর তোমার স্মৃতিকথায় তারই জীবন্ত প্রতিফলন হয়ে ওঠো!'

মদ্যপানের উন্মত্ততায় সমগ্র শহরটি বিশৃঙ্খল—তাদের চোখের সামনে জোড়া-তালি দেওয়া একখানা লেপের মতো পড়ে রয়েছে। শাদা টেবিল-পোশ, লাল নিশান আর বেগনী-লাল বর্ণের স্কার্ট হাওয়ায় ঢেউ-এর মতো লুটোপুটি খাচ্ছে—তার সঙ্গে লড়াই বেধেছে দিকচক্রবাল থেকে নেমে আসা অচিরগত প্রান্তরের শ্যামল সবুজ প্রান্তরের—যে প্রান্তর তার কাজলা নিয়ে নিষ্পত্র পরুষ বনজঙ্গল পেরিয়ে উপত্যকায় মিশেছে! এই সঙ্গে যোগ করে নাও, সর্পিল শাখা-প্রশাখায় বিভক্ত গাঢ় সবুজ বর্ণের নদী, তার তীরভূমিতে নগরবাসীরা এখানে-ওখানে দল বেঁধে জুটেছে; সরু সরু আঁকা-বাঁকা রাস্তা আর গলিপথ, আর একপাশে কাত হয়ে পড়া গীর্জা যার ভাঙা গম্বুজের চারপাশে কাকের দল চক্কর দিচ্ছে; সমাধিক্ষেত্রটা যেন পরিম্লান কোনাকুনি ফোঁড় সেলাই-এর নমুনা; হলুদ রং-এর হাসপাতালটার গড়নে শবাধারের অনুকৃতি, আর এরই পাশে খয়েরী-লাল চতুষ্কোণ কারাভবন; আর যোগ করো স্তূপীকৃত জঞ্জালের পাহাড় এক পতিত জমি আর ওই শূন্য বড় সড়ক যার বুকের ওপর

॥ ১ ॥ সেই থেকে আমি বীয়ার ছাড়া আর কিছু স্পর্শ করি না।

কাদার রুপোলী রেখাঙ্কন, ঘণ্টাঘর, কামড়া-কামড়ি করছে কুকুরের দল, ভেসে আসছে কোন্ কন্সার্টিনা বাদ্যের বিলাপ ধ্বনি, একটা চিমনী থেকে পাক খেয়ে ধোঁয়ার কুণ্ডলী উঠছে, আর কেশর ফুলিয়ে দৌড়দার ঘোড়ার মতো মেঘেরা ছুটছে—যোগ করো আর মিশিয়ে নাও, তাহলেই সপার্ষদ মেক্পীস যা চোখের সামনে দেখছিল তার ছবি পেয়ে যাবে।

'বাস্তবিক, শিল্পীর তুলিতে অমর হবার মতো একটা ছবি বটে।' প্রোফেরান্সভ গভীর একটি শ্বাস গ্রহণ করল—'পশ্য, মানুষের শতাব্দীকালের স্বপ্ন আজ চরিতার্থ: দুধ আর মধুর নদী বয়ে যাচ্ছে, আহা পশ্য! বৈজ্ঞানিক ভাষায় যাকে বলি সম্মুখে উত্তরণ, ছাখো এ সেই স্বর্গরাজ্য! এর আগে বিশ্বের ইতিহাসে ব্যক্তি মানুষ এমন যত্ন পায় নি—না কখনো পায় নি।'··

'ধন্যবাদ ভাই, ধন্যবাদ। আপাততঃ এই হলেই যথেষ্ট। এটা লিখে দাও আমায়।' তার কাঁধে হাত দিয়ে চাপড় মেরে মেক্পীস মাতব্বরি ফলাল। তারই নির্দেশে সঙ্গী-সাথীরা লেনিকে তার মনোরমা বধূর সাহচর্যে নিভৃতে রেখে চল্লিশ পা আন্দাজ দূরে সরে গেল।

'বুঝলে প্রিয়তমে, আমার সমস্ত ভাব-ধারণাগুলো সভেলিকে ফাঁস করতে দিলে কাজটা ভালো হত না। কিন্তু এক্ষুণি প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে সে যা বলেছে তার মধ্যেও অনেক কিছু রয়েছে। আচ্ছা তোমার কি মনে পড়ে যে, তোমায় লিউবিমভ্ নগরী দেবো ব'লে একদা প্রতিশ্রুতি দিয়েছি? না, এ নিয়ে তর্ক ক'র না—তুমি আমার বিয়ের উপহার প্রত্যাখ্যান করতে পার না। হাঁ, বিনম্র আর বাধ্য ওটা পড়ে রয়েছে আমাদের পায়ের তলায়, বিনম্র অথচ ছাখো—একবার চিন্তা করো—স্বাধীন আর স্বতন্ত্রও বটে আর আনন্দময় নগরী, আনন্দময় কেন না আমি নিজে এর যাবতীয় চিন্তা আর অভিপ্রায়কে পরিচালিত করি। এখানকার মানুষ সবচেয়ে দুর্লভ খাদ্য আর পানীয় ইচ্ছামাত্র পেতে পারে আর তার জন্যে এক পয়সাও খরচা লাগে না তাদের। আর সেই সঙ্গে বলে রাখি, এসব খেলে তাদের স্বাস্থ্যহানির আশঙ্কা নেই। অথচ পর-নির্ভরশীলতার মতো গ্লানিকর মনস্তাপেও তাদের ভুগতে হয় না। তারা ষোল আনা বিশ্বাস করে আমাদের, তারা সন্তানের মতো আমাদের ভালোবাসে। ইচ্ছে করলে তাদের দিয়ে আমি পাথর কাটিয়ে নিতে পারতাম, জল নিকাশের জন্যে খাত খুঁড়িয়ে নিতে পারতাম—কিন্তু আমি তা চাই না। তারা যে আমার সহনাগরিক, তাদের ত্রুটী বিচ্যুতিও আমি ক্ষমার চোখে দেখি। এরপর

আমাদের এই নগরে কেউ কখনো ক্ষুধার্ত বা অসুস্থ কিংবা বিমর্ষ থাকবে না। আচ্ছা এবার প্রিয়ে, সর্বাগ্রে বলো আমায়, তুমি কি প্রসন্ন হয়েছ? তুমি কী আনন্দিত?'

'কী যে আনন্দ হল!' ফিস্‌ফিসিয়ে ও বলল। আর ব্রীড়ানম্র মুখখানি তার আবেগে উত্তাল বুকের মধ্যে চেপে ধরল।—'কী যে গর্ব আর কতো কৃতার্থ কি বলব গো! অবশেষে আমাদের মিলন হ'ল। অবশেষে সমগ্র নগরের সামনে আমায় তুমি আপনার বলে দাবি ক'রেছ!(১) কিন্তু হে প্রিয়তম তোমা বিহনে এই নগর নিয়ে আমি কী করতাম? শুধু এই নগরটুকুই বা বলি কেন গোটা পৃথিবীটা পেলেও আমার কোন্ কাজ হত? আচ্ছা আমি কি ক'রে তোমার শক্তিকে ছোট ক'রে দেখলাম—বোকার মতো কি ক'রে পারলাম তা! তোমার যা প্রতিভা, তোমার যতো সদ্‌গুণ আর তোমার যে মাধুর্য, তোমার অমন চাহনি···'

তার বাহুতে ও যখন নিজেকে সম্পূর্ণ বিলীন করে দেবার উপক্রম করছে তখন সে হঠাৎ নিজেকে সরিয়ে নিল। 'দাঁড়াও! গ্যাখো। দূতেরা আসছে। ওরা দু'জন···নিশ্চয় কিছু একটা ঘটেছে। 'রোসো,—কী হতে পারে? এর মধ্যে ওদের আবার কী হ'ল?'

'লেনি কাকা, লেনি কাকা, দিয়াত্‌লভদের মাঠে না একটা অচেনা লোক মরেছে।···'

'সে কি কথা? মরেছে? সে যে মরেছে তা কে বলল? কিংবা তাহলে কি···লোকটার মারাত্মক কোনো রোগ ছিল? লোকটা কি খুব বুড়ো ছিল নাকি?'

'না, লোকটা মোটেই বুড়ো নয়।' ছেলেটি উত্তেজিতভাবে বলে—'সবাই বলছে লোকটা নাকি মদ খেয়ে মরেছে। খাঁটি সুরাসারে একেবারে চুর-চুর হয়েছিল তাই ত বলছে সবাই—একেবারে নির্ভেজাল খেয়েছিল নাকি।'

দর্শকেরা সসম্ভ্রমে সরে দাঁড়াল। লাশের পাশে একটা হাঁটু মুড়ে ঝুঁকে পড়ে ডঃ লিন্‌ডে তাঁর স্টেথোস্কোপটা সরিয়ে রাখলেন।

'দেখুন লোকটার জন্যে বিজ্ঞানের আর কিছুই করার সাধ্য নেই।' তিনি উঠে পড়লেন। —'আর ওর মৃত্যুর পিছনে কোনো রহস্য নেই। এর মুখ

॥১॥ লেনি আরো বোকা, কোনো কিছু না দিয়ে যেখানে স্রেফ ইচ্ছে করলে সবই সে পেতে পারত।

দিয়ে সুরাসারের গন্ধ বেরুচ্ছে ; —তুমি পরীক্ষার জন্যে আমায় যে বোতলটা দিয়েছিলে একেবারে ঠিক তারই গন্ধ। এই অসামান্য বস্তুর দু-লিটার বরদাস্ত করতে পারে এমন ক্ষমতা সব চেয়ে বলিষ্ঠ মানুষেরও নেই—বিশ্বাস করো!'

'ও সব ছাড়ো,' লিওনার্দের বলতে ইচ্ছে করে 'খারকভের এক বোতল জলে যে কতোটা সুরাসার আছে তা আমি জানি। আর, ডাক্তারের ব্যবস্থাপত্র দেখালেও এক ফোঁটা সুরাসার এ শহরে মিলবে না।' কিন্তু সে শুধু প্রশ্ন করল :

'এই লোকটাকে কেউ চিনতো ?'

না, কেউ তাকে চেনে না।

লোকটা হাতের চেটো ওপর দিকে ক'রে যেন খ্রীষ্টের একটি প্রতিমূর্তি চিত্ হয়ে পড়ে আছে। লোকজনে অবশ্য তার চেতনা ফেরাবার অনেক চেষ্টা করেছে, শেষে আশা ছেড়ে তাকে উল্টে শুইয়ে দেখবার চেষ্টা করেছে—লোকটা কে! তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ এখনো আড়ষ্ট হওয়ার মতো সময় পায় নি। সেগুলোর চেয়েও বেশি উজ্জ্বল তার গায়ের ফুটবল খেলার নীল শার্টের রং—যেন এ উজ্জ্বলতার শেষ নেই। তার পরনের ট্রাউজারের জোড়মুখগুলো হেরিং মাছের মেরুদণ্ডের অনুরূপ নক্‌শা তুলে সেলাই করা (একখানা পা গুটিয়ে যাওয়াতে তার ভেতরে পরা শ্রমিকের সস্তা ইজেরের লেসগুলো দেখা যাচ্ছে)। সমস্তটা জড়িয়ে এই বেদনাকর অনুভূতিটাই বড় বেশি প্রকট হল যে, মৃত্যু এক ক্ষিপ্র এবং সুদক্ষ কারিগর--নিঃস্বতার দিক দিয়ে তার কাছে সব মানুষই সমান। মৃত লোকটার মুখে সুরাসারের গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে ডাক্তারের এই উক্তিটা একবার যাচাই করার ইচ্ছে হ'ল মেক্‌পীসের কিন্তু কেন যেন তার সাহসে কুলোলো না। আর সে জোড়মুখের হেরিং মেরুদণ্ডবৎ নক্‌শার দিকে আর একবার ক্যাম্বিসের জুতো পরা নোংরা পায়ের দিকে চাইল।

'লোকটা কে, আমি জানি।' প্রোফেরান্‌সভ্ বলল—'কাল তুমি যে চোরটাকে জেল থেকে মুক্তি দিয়েছ—এ হ'ল সে! তোমার মনে পড়ছে না ? এর সঙ্গে আরও তিন জন ছিল। তুমি ব্যক্তিগতভাবে তাদের সঙ্গে দেখা ক'রে নিজে হাতে তাদের মার্জনা পত্র দেবে ব'লে জেদ ধরলে! আমাদের এখানকার কেউ নয় ও, কেমন ক'রে আমাদের জেলে ঢুকেছিল তা ভগবানই জানেন—সম্ভবতঃ সাইবেরিয়ার পথে যেতে যেতে সটকে পড়েছিল! ওকে

ছেড়ে দেওয়ার কথাটা ভাবাই ঠিক হয় নি। এ রকম লোককে হয় গুলী করা না হয় ফাঁসি দেওয়াই উচিত। যত্তো সব—।'

'বটে, তাহলে তুমি সেই লোক!' যে মুহূর্তে লিওনার্দের স্মৃতিপটে নীল ফুটবল খেলার শার্ট পরা কয়েদীটির মূর্তি ভেসে উঠল, সে অস্ফুটস্বরে বিড়বিড় ক'রে বলল। প্রথমে সে লোকটা কিচ্ছু করে নি, শুধু ঘ্যান্-ঘ্যান্ করছিল—'আমাদের সিগারেট দাও একটা হেই সরকার, মে দিবসের জন্যে আমাদের খাবারের বরাদ্দ বাড়িয়ে দাও হেই সরকার—এটাই ত প্রথা সরকার!' তারপর সহসা, যেন খবরের কাগজের কোনো একটা বিশেষ খবর চেঁচিয়ে প'ড়ে শোনাতে লাগল—তার উচ্চারণ সুস্পষ্ট, কণ্ঠস্বর উদাত্ত! সে বলল, মেলিটোপোলে পানশালার এক পরিচারিকার হাত থেকে সোনার একটা ঘড়ি ছিনিয়ে নিয়েছিল—কাজটা খুবই অবিবেচকের মতো করেছিল সে এবং এখন সেজন্যে অনুতাপ করছে, সে এখন অপরাধমূলক পন্থা ছেড়ে দিতে চায়।

'এখন থেকে তোমাদের সম্পূর্ণ মানবিক মর্যাদা নিয়ে বাঁচো।' কারাগারের উন্মুক্ত ফটকে মেক্‌পীস তাদের সানুনয়ে নিবেদন ক'রে ছিল—'হত্যা ক'র না, চুরি ক'র না, দলিলপত্র নকল ক'র না, মানুষ হিসেবে তোমার মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হয় এমন কোনো অপরাধ কর না। "মানুষ" এই কথাটির সুগম্ভীর ধ্বনিটি স্মরণ রেখো।'(১)

'আর এবার কী?' 'মনসা' সে তার নৈরাশ্যকর শিষ্যদের সম্ভাষণ করল —'তোমাদের আমি মুক্ত ক'রে দিলাম, তোমাদের জীবন আর স্বাধীনতা ফিরিয়ে দিলাম, সাধারণ টেবিলে তোমাদের আমন্ত্রণ করছি, নিজেকে মানুষ করবার চেষ্টা করো, আর তার পরিবর্তে তোমরা সর্বসাকুল্যে যা করবে তা হ'ল সুরা পান করতে করতে মরে যাবে, আর অন্য সকলের গোটা দিনটা দুর্বিষহ ক'রে তুলবে! আমার অনুমান, যদি তোমাদের তালা-চাবির মধ্যে আটক রাখতাম তাহলেও তোমরা নিজেদের কাঠের বাক্সের ওপর বসে বন্ধুদের সঙ্গে জুয়া খেলতে আর তিক্ত ভোদ্‌কা পান করতে আর সেই ভোদ্‌কার জন্যে জেলারকে নিজের মাথা থেকে চোখটা উপড়ে দিতে, আর দুনিয়ার জন্যে কিছু পরোয়া করতে না—তোমরা কি সেই কথাই আমায় বলছ? আচ্ছা, আমার কাছ থেকে তোমরা কী আশা করো এখন? প্রত্যেককে জেলখানায় বন্দী ক'রে আর চোরা ছেঁদা দিয়ে তাদের ওপর নজর রাখবো ভেবেছ? দাঁড়াও,

।১। মাক্সিম গোর্কির বিখ্যাত উদ্ধৃতির প্রসঙ্গ উল্লেখ।

আমায় ভাবতে দাও···তোমরা বলছ যে তোমরা স্বাধীনতা চেয়েছ? কিন্তু কেন, আমি ত আগে থেকেই তোমাদের আশার চেয়ে বেশি দিয়ে বসে আছি? তবে কি সেটা তোমাদের আপন জীবনের কাছ থেকে মুক্তি, তোমাদের নিজের মনের কাছ থেকে, আর তোমাদের ওই মানুষের মাংসের কাছ থেকে যে মাংস কিনা তোমরা মদ্য পান করার সঙ্গে সঙ্গে এমন হালকা আর উদ্দাম হয়ে ওঠে যে মনে হয় তখন তোমরা নিজের মধ্যে থেকে লাফ দিয়ে বেরিয়ে ভূতের মতো এধার ওধারে ঘুরে বেড়াও? আচ্ছা, তোমরা যা চেয়েছিলে তা পেয়েছ ত? অবশেষে তোমরা মুক্ত তো?'

গোড়ালির ওপর ভর ক'রে সে বসে পড়ল, এবং স্বীয় চিত্তবৈলক্ষণ্য জয় ক'রে মৃত লোকটির মুখের ওপর ঝুঁকে পড়ল। না, সেখানে কোনো গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে না।

'হ্যাঁ, তাই বটে', সে বিড়বিড় ক'রে বলল—'বটেই ত! হ্যাঁ, তুমি বোধহয় ঠিকই বলেছ। হয়ত কিছু একটা আমার নজর এড়িয়ে গেছে।'

'লিওনার্দ, তোমায় মিনতি করছি'—সেরাফিমা গুন্‌গুনিয়ে বলল—'এটা বড় কুলক্ষণ! তুমি ওকে সঞ্জীবিত করো।'

রাগে কাঁপতে কাঁপতে সে লাফ দিয়ে উঠল।

'তোমাদের সকলেরই মাথা খারাপ হয়েছে না কী?' তোমরা কি আমায় অলৌকিক-কর্মা ঠাউরেছ না কী?'

'আমাকে খুশী করার জন্যে—শুধু সেইজন্যে এটুকু পারো না?'

ওর প্রশ্নের উত্তর দেবার আর ফুরসত হ'ল না, কেন না তার আগেই নগরের উপর সশস্ত্র আক্রমণের সতর্কতাসূচক সংকেত হ'ল। আর মুহূর্তের মধ্যেই মাতালের লাফ দিয়ে বেঁচে-ওঠাটা সবাই ভুলে গেল। চতুর্দিকের চিলেকোঠা থেকে পাইওনীয়ার(১) চরদের বাঁশীর আওয়াজে নাগরিকদের কানে তালা লেগে গেল।

'অবশেষে চিৎকার করতে করতে লাফিয়ে পাহাড়ের ওপরে উঠল লিওনার্দ আর চোখের দৃষ্টি দিয়ে দূরত্বকে গ্রাস ক'রে বলল—'ওহে ঈর্ষাপর আমলাতন্ত্র! তোমাদের আক্রমণের জন্যেই প্রতীক্ষা করছিলাম!—ভাগ্য ভালো যে ওরা দিনের বেলায় এসেছে। আমরা অন্ততঃ শত্রুকে দেখতে পাব।'

মাঠগুলো পেরিয়ে পেঁচালো রাজপথ ধরে সন্দেহজনক তিনখানি বাস

(১) পাইওনীয়াররা হ'ল কমিউনিস্ট যুব সমিতির কনিষ্ঠ শাখা।

গড়িয়ে গড়িয়ে আসছে। দূরবীনের ভেতর দিয়ে সেগুলির ওপর নজর রেখে মেক্‌পীস জনগণের উদ্দেশে চাপা কণ্ঠে তার নির্দেশ দিতে থাকল :

'ভোজসভা সমাপ্ত। প্রত্যেককে এখন শান্ত অপ্রমত্ত হয়ে উঠতে হবে, নিজেকে চাঙ্গা করে নিতে হবে, নিজেকে প্রস্তুত করে ফেলতে হবে। টেবিলগুলো সাফ ক'রে সেগুলো পথ থেকে তুলে ভেতরে নিয়ে যাও। পতাকা নামিয়ে ফ্যালো। শহরের ওপর গোলাবর্ষণ হতে পারে। যদি কারুর স্নায়ুরোগ থাকে তাহলে সে বিছানায় শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ুক। চিলে ঘরের চরেরা আপন-আপন ঘাঁটিতে মোতায়েন থাকবে এবং যদি আরও গাড়ি, ঘোড়সওয়ার কিংবা পদাতিক বাহিনী আসে তাহলে সে-সংবাদ ব্যক্তিগতভাবে আমাকে জানাবে।'

গুঁড়ি মেরে নিজেকে প্রায় দু'ভাঁজ ক'রে নিয়ে, প্রোফেরান্‌সভ্‌ সমস্ত পথটা ছুটে অতিক্রম ক'রে খাড়াইএর মাথায় গিয়ে সেনাপতির আশ্রয় নিল।

'আমি ত তখনই তোমায় বলেছিলাম, অস্ত্রগুলো হাতছাড়া ক'রনা—বলেছিলাম কি না?' হাঁপাতে হাঁপাতে সে হিস্‌-হিস্‌ ক'রে বলল—'এখন আমরা কি দিয়ে গুলী করবো? আমাদের ঘরোয়া ব্যাপারে নাক গলাতে আসছে যারা সেই আগ্রাসীদের প্রতিহত করব কেমন ভাবে? সম্পূর্ণ নিরস্ত্রীকরণ যে এত তাড়াতাড়ি করা ঠিক নয়, সেকথা তোমায় বলেছি। এবার বুঝতে পারবে।···যুদ্ধে আমরা হেরে যাবো।'

বাসগুলি একের পর এক গড়াতে গড়াতে উপত্যকার ভেতরে ঢুকে ধাতুর মতো কালচে জঙ্গলের পাশে পাশে চলতে লাগল। দূরবীনের সঙ্গে নিজেকে একীভূত ক'রে সেনাপতি নিশ্চল দাঁড়িয়ে রইল। শুধু তার পিঠখানা কেঁপে-কেঁপে উঠছে আর তার কণ্ঠ থেকে বায়ুরোগগ্রস্তের মতো আনন্দোল্লাসের হাসির শব্দ উঠতে লাগল :

'সাভেলি অমন ভয়তরাসে হয়ো না। আমরা রক্তপাত ঘটতে দেবো না। এরপর আর লাস পড়বে না। ওই মদে চুর পরগাছাটার মৃত্যুই ত যথেষ্ট হয়েছে। অতীতের বিরুদ্ধে আমাদের সংগ্রামের একমাত্র বলি হিসেবে সে-ই থাক। অতীত শেষ হয়ে গেছে—তার সব খতম করা হয়েছে। আর তুমি এখন আমার পিছনে থেকে ভাঁড়ের মতো উসখুস ক'র না। বুড়ো খোকা, চলে যাও, আমার স্নায়ুকে তুমি উৎপীড়িত করছো। বাড়ি যাও, তোমরা সবাই বাড়ি যাও। ঘরের দরজায় চাবি লাগিয়ে, জানালাতে বেশ ক'রে কুশন

গুঁজে ফাঁক বন্ধ ক'রে চেপে বসে থাকো। যেন জেলখানায় বন্দী হয়ে আছো এইরকম ভান করো, অবিশ্যি কিছুক্ষণের জন্যে—আর সেটা তোমাদের ভালোর জন্যেই। সেরাফিমাকে শুয়ে পড়তে বলো, আর ও যেন দুশ্চিন্তা না করে। তোমরা বিদায় হও। তোমাদের কোনো সাহায্য আমার চাই না, এখন একাগ্রতার জন্যে আমার একা থাকা দরকার।'

পাহাড়ের পাদভূমিতে প্রোফেরান্‌সভ্ একবার থামল আর ওপর দিকে তাকাল। মঠের দাঁত বার করা দেয়ালে ঠেস দিয়ে মেক্‌পীস দূরের দিকে কঠিন দৃষ্টি মেলে দাঁড়িয়ে রয়েছে। মনে হচ্ছে তার চোখ দুটো যেন নীল আগুনের ঝিলিক মারছে। যদি চোখদুটো কালো হ'ত তাহলে, হিংস্র বন্য জন্তুর দৃষ্টি রাতে যেমন জলে তেমনি জলতো তাতে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু এখনো সূর্য বেশ মাথার ওপরেই রয়েছে, মাঝে মাঝে শাদা মেঘের ফাঁক দিকে বেরিয়ে পড়ে, শিখর দেশে দণ্ডায়মান নিঃসঙ্গ সেনাপতির দেহের ওপর কিরণ ছড়িয়ে মূর্তিটাকে ভাস্বর ক'রে তুলছে।

'আচ্ছা ড্রাইভার, আমরা আর এগোচ্ছি না কেন? তোমায় ত বাপু পরিষ্কার রুশী ভাষাতেই বলেছি: পুরোদমে একেবারে শহরের মাঝখানে এগিয়ে গিয়ে পোস্টঅফিসের সামনে গিয়ে থামবে, মানে মঠের ঠিক পরেই হ'ল পোস্টঅফিস।'

'কম্‌রেড লেফ্‌টেন্যান্ট কর্নেল, বাস আটকে গেছে। কার্বুরেটরে গণ্ডগোল পাকিয়েছে।'

আলমাভজ্ শাপ-শাপান্ত ক'রে নেমে পড়লেন। শহরটা ত অল্প দূরেই কিন্তু এইখানে এসেই তিনখানা বাসই থেমে গেছে আর ড্রাইভারেরা জামার আস্তিন গুটিয়ে ইঞ্জিন নিয়ে যেন বাজনা বাজানো জুড়ে দিয়েছে। আর সবচেয়ে পিছনের মোড়লটি আরও হতভাগা, সে সামনের একখানা চাকা খুলতে লেগেছে—কী কারণে কে জানে!

তাদের হালচাল দেখে, বার কয়েক চক্কর দিয়ে ঘুরে—শেষে আল্‌মাজভ তাদের পনেরো দিন হাজতে আটকে রাখবেন বলে' শাসিয়েও বিশেষ সুবিধে করতে পারলেন না। আশা ছেড়ে দিলেন।

'ওহে সব ঝাঁপ দিয়ে নামো, আমরা হেঁটেই যাবো। হাঁ মনে রেখো কিন্তু; একটা পিক্‌নিক্—একটা দিন পাড়া-গাঁয়ে ঘোরা আর যদি

মেলে ত তেমন-তেমন সব জাতীয় কীর্তিস্তম্ভ দেখা! 'সার্জেণ্ট টুপী মাথায় দাও আর জ্যাকেটের বোতাম আটকাও। আর মেশিন্‌গানগুলো নিতে ভুলো না।'

বনজঙ্গলের ভেতরে রাস্তাটা সেঁধিয়েছে আর বাঁক খেয়ে গিয়ে পড়েছে একটা লতাগুল্মের অনুচ্চ ঝোপে। সেখানটা শীতকালের মতো কুয়াশাচ্ছন্ন আর জনমানব শূন্য। তাদের পায়ের চাপে, উষরভূমির ওপর গত বছরের শুকনো ঘাসের চাপড়াগুলো দুম্‌ড়ে মুচ্‌ড়ে খচ্‌-মচ্‌ করতে থাকল। দু-ধারে ভাঙা-গাছ-পালার অংশ আর উপ্‌ড়ে যাওয়া গাছ। আর সম্মুখের দিকে কয়েক ইঞ্চি অন্তর অন্তর কামানের গোলা লেগে ছিটকে যাওয়া কাদার প্রাচীরের মতো কালো কালো গর্ত আর ঢিবি।

'রোখো! রাস্তা কোথায়? পিছনে—ফেরো!'

তারা ফিরল, কিন্তু মিনিট পনেরোর মধ্যেই কর্নেল বুঝতে পারলেন যে তাঁরা হারিয়ে গেছেন—তাঁরা ছোট্ট একটি ঝোপের ভেতরে পথ হারিয়েছেন। ঝোপটা শহরের ধারেই। কেন না বনবাদাড়ের ভেতর দিয়ে আসবার সময়েই তাঁরা শহরটা দেখেছেন যে! অথচ জঙ্গলের একশ' গজ ডাইনে কিংবা বাঁয়ে চললেও যে শহরের বাড়ি-ঘরের ছাদ অথবা বেড়া, নিদেন পক্ষে একদা বিখ্যাত লিউবিমভ মঠটাও দেখতে পাওয়া যাবে না—এটা অসম্ভব। এই ভূখণ্ডের খাঁজ-ভাঁজের আড়ালে লুকিয়ে থাকা শহরটা এতই নিকটে যে আল্‌মাজভ কুকুরের ডাক শুনতে পাচ্ছেন আর বাড়ির পিছনের আঙিনায় মোরগেরা ডাকছে, তাও শুনতে পাচ্ছেন। আর থেকে থেকে কোনো না কোনো চিম্‌নির ধোঁয়ার গন্ধ তাঁর নাকে লাগছে, আবার তিনি আশান্বিত হয়ে নতুন পথে এগোবার চেষ্টা করছেন। এর ফলে তাঁর দলের লোকেরা আরও অবসন্ন হয়ে পড়ছে—এমনিতেই ত অসাময়িক অসামরিক পোশাকের বাহারে তারা ভেপ্‌সে মরার দাখিল, তার ওপর এই হয়রানি!

পশমী টুপীর কিনারে হাত ঠেলে ঢুকিয়ে সার্জেণ্ট বলল—'কম্‌রেড লেফ্‌টেনাণ্ট কর্নেল, একটা কথা বলবো? ওই লেশিটাই(১) নির্ঘাত আমাদের এইভাবে ভুল পথে নিয়ে যাচ্ছে।

—'কে লেশি?'

'লেশি, লেনি—ওই জলাময় অঞ্চলে যে ভেল্‌কি বাজটা রাজত্ব" করছে।

১॥ লেশি: (লেস্ হল জঙ্গল—তাথেকে উদ্ভূত) রুশী লোক কথায় বনদেবতা।

তার গুহা থেকে আমাদের তফাতে রাখার জন্যেই এইভাবে আমাদের কেবল চক্কর খাওয়াচ্ছে।'

'বাজে কথা ব'লনা। তোমাদের অস্ত্রশস্ত্র প্রস্তুত করো।'

কিন্তু সবেমাত্র বাক্স থেকে মেশিনগান দুটো বার ক'রে ওরা একটার কলকব্জা লাগাতে শুরু করেছে এমন সময় অকস্মাৎ ঝোপের ভেতর থেকে গোঁ-গোঁ আওয়াজ উঠল, আর খোঁগ্‌রাণী দিয়ে কড়্-কড়্ আওয়াজ করে যেন বুক-ফাটা যন্ত্রণায় কাতরাতে কাতরাতে অনামধেয় কিছু ওপরে উড়ে গেল। আর তারপরই দমকে দমকে প্রচণ্ড অট্টহাসির লহর তুলে শিহরিত গাছপালার মাথার ওপরে হাসির হর্‌রা ছোটালো।

'রোখো! ও কে যায়?' কর্নেল চিৎকার করলেন। 'থামো নইলে গুলী করব।' কিন্তু তার আগেই তিনি এবং তাঁর দল অস্ত্রশস্ত্র ফেলে রেখেই ভয়-ত্রাসে উর্দ্ধশ্বাসে বন-জঙ্গলের ভেতর দিয়ে দৌড়তে শুরু ক'রেছেন—মাছধরার ছিপ, টুপী আর বালালাইকা পালাবার সময় এখানে ওখানে ছিট্‌কে পড়তে লাগল। সেদিকে কারও ভ্রূক্ষেপ নেই। প্রাণপণে পায়ের সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করে সবাই পালাতে ব্যস্ত।

পাঁকের মধ্যে ডুবে মরা কিংবা গাছের ডালের খোঁচায় চোখ উপ্‌ড়ে যাওয়ার আশঙ্কা গ্রাহ্য না ক'রে ওরা কিসের হাত থেকে বাঁচবার জন্যে পালাচ্ছিল? আজ যদি একথা তাদের জিজ্ঞাসা করো, দেখবে একজনও জবাব দিতে পারবে না। তবে হয়ত ষাট-সত্তর বছর পরে কোনো এক শতায়ুঃ একচক্ষু বৃদ্ধ তার নাতি-নাতনী কিংবা তার ছেলের নাতি-নাতনীদের কাছে, জঙ্গলের মধ্যে সেনাদল সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত ভাবে যে দুর্দৈবের কবলে পড়েছিল সেই কাহিনী শোনাতে বসবে। তাদের আধ্যাত্মিক শিক্ষার জন্যে হয়ত এটুকু যোগ ক'রে দেবে যে, আদিকাল থেকে অদ্যাবধি শয়তানের গতিবিধির রহস্য কেউ ভেদ করতে পারে নি। এই যেমন ধরো, শীতের রাতে চিম্‌নীর ভেতরে সে কেন হাঁউ-মাউ করে, কিংবা মেঝের তক্তার তলায় আঁচ্‌ড়া-আঁচড়ি করে, অথবা জলাভূমির ওপরে অমানুষিক কণ্ঠে কাত্‌রে কাত্‌রে কাঁদে? সে কি শুধু দুঃখ-বেদনা ভারাক্রান্ত মানুষের মনের ওপর আরও বিষাদের বোঝা চাপিয়ে-দেবার জন্যে?

ছেলেরা হয়ত বলবে যে, হাঁউ-মাউ ও নয় ওটা বাতাসের শব্দ, আঁচড়া-আঁচড়ি করে ইঁদুরে, আর বনভূমিতে যে কান্না ওঠে সেটা পাখীর কান্না, এক

ধরনের পাখী আছে যারা মৃত শাবকের শোকে এইভাবে কাঁদে। ছেলেদের বিশ্বাস সে সবকিছুই ব্যাখ্যা ক'রে বোঝানো যায়।

'কিন্তু, তোমাদের ঠাকুরমা যে আহাম্মক একথাই বা তোমরা ভাববে কেন?' শতায়ুঃ বৃদ্ধ জবাব দেবে।—'আর যে মানুষটা তৃতীয় আর চতুর্থ বিশ্বযুদ্ধে পল্টনে থেকে লড়াই করে মাত্র একটা চক্ষু খুইয়ে (আর সেটা নেহাত দেবদারু জাতীয় ফার গাছে মাথা ঠুকে গিয়েছিল ব'লে) আজও বেঁচে আছে—তোমরা কি সত্যিই বিশ্বাস করো যে সেই মানুষটা বাতাসের শব্দ চেনে না, নাকি ইঁদুরের আঁচড়ানোর শব্দের সঙ্গে অন্য আওয়াজের ফারাক সে ধরতে পারে না? বিশ্বাস করো, তোমরা লগারিদম (logarithm) বা সংবর্গমান সম্পর্কে যতোখানি জ্ঞান অর্জন করেছো, আমি ইঁদুর সম্পর্কে তার চেয়ে ঢের বেশি জানি—আর আমি যে সব জিনিস নিয়ে আদৌ মুখ খুলি সেগুলোর সূক্ষ্ম পার্থক্যবোধ আমার আছে বলেই মুখ খুলি। ইঁদুর ত ইঁদুর ছাড়া আর কিছু নয়—ইঁদুরই; আর বনভূমির ওই পাখীটা কী তা যদি জানতে চাওত বলব সেটা কোঁচ-বক;—কিন্তু শয়তানের শক্তি হ'ল আবার সম্পূর্ণ ভিন্ন জিনিস—আর; কোনো ব্যাখ্যা দিয়েই তুমি তার রহস্য নিরাকৃত করতে পারবে না। আর, যদি কেউ হঠাৎ রহস্যময় বিভীষিকার কবলে পড়ে আর তার দম বন্ধ হয়ে আসে, তাহলে, তার কারণ শয়তান নিজেই লোকটার সঙ্গ নিয়েছে। জঙ্গলের মধ্যে শয়তান তাকে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়াবে, কোথায় কখন নিয়ে যাবে তা কেউ বলতে পারে না। এইভাবে লোকটাকে নিয়ে রঙ্গ করবে, জ্বালাতন করবে—যতক্ষণ খেলায় ক্লান্ত হয়ে না পড়বে, ততক্ষণ এই ভাবে চলল।

'না হে সোনামনিরা, তোমাদের পূর্বপুরুষদের যতোখানি সাদাসিধে ভেবে খুশি হও তাঁরা মোটেই তেমনটি ছিলেন না। আর তোমরা যদি সেই আতঙ্ক আর বিভ্রান্তির ধোঁকায় আদৌ না ভুগে থাকো তবে তার কারণ তোমাদের বয়েসটা কাঁচা আর তোমরা আহাম্মক। আর এর মধ্যেই তোমাদের পিছনের পথটা আগাছার জঙ্গলে ভর্তি হয়ে গেছে। আর তোমরা যে আশা ক'রে বসে আছো আরামের সব সুন্দর বাসভবন তোমাদের জন্যে তৈরী আছে তার বদলে দেখবে যে তোমাদের চতুর্দিকে কাল্‌চে হয়ে যাওয়া উপড়ে-ফেলা গাছের গুঁড়ি আর সামনে বড় গাছ উঠেছে—সেগুলো ঠিক কাদার ঝর্‌নার মতো। আর এবার যে কোনো মুহূর্তে অন্ধকারের মধ্যে অদ্ভুত চিৎকার উঠবে

আর তখন তোমরা ঊর্ধ্বশ্বাসে পালাবে—আর তখন ভগবান যেন তোমাদের পাঁকের হাত থেকে রক্ষা করেন!'

আল্‌মাজভ্‌ একটা পড়ে যাওয়া এল্‌ম গাছের গুঁড়ির ওপর বসলেন। বড্ড ভ্যাপ্‌সা গরম। পচা ডাল-পালার গন্ধ তাঁর নাকে লাগছে আর তাঁর নিজের ঘামে ভেজা ছিন্ন-ভিন্ন পোশাক এবং জুতোর গন্ধও পাচ্ছেন তিনি। এক পশলা দম্‌কা বৃষ্টি হয়ে গেল। রোদের তাপে বৃষ্টির জল নিমেষেই শুকিয়ে গেল। অগাস্ট মাসে এমন পশলা হ'লে তিনি তাকে ব্যাঙের-ছাতার বৃষ্টি বলতেন কিন্তু এটা হ'ল বসন্তের মৈথুন ঋতু, এ সময়ে লাল মেঠো মোরগা-মুরগীদের পূর্বরাগ চলে। অথচ, হঠাৎ তাঁর খেয়াল হ'ল যে, এই মনোরম ঋতুতে কোনো গাছেই একটাও পাখীর ডাক কিংবা ডানা ঝট্‌পটানি শোনা যাচ্ছে না—এটা খুব তাজ্জব কাণ্ড না?

ঝিম-ধরা কুয়াশার ভেতর দিয়ে এই চিন্তাটা তাঁর মাথায় অলসভাবে সামান্য নাড়াচাড়া দিয়ে আবার তাঁকে নিষ্ক্রিয় আত্মসমর্পিত অবস্থায় ছেড়ে দিল—কিন্তু তার পরক্ষণেই দেখলেন, তাঁর মাথার ওপরে বিরাট মাথাওয়ালা একটা পাখী গাছের ডালে বসে রয়েছে। পাখীটার গায়ের রং কাদাটে-সবুজ আর দেখতে মোটা-সোটা বিরাট আকারের কোলা ব্যাঙের মতো।

'কী সংঘাতিক, এ যে দানব! এটা যেন পাখী নয়, একটা কুমীরের মতো দেখতে!' আপন মনেই বললেন কিন্তু নিজের বন্দুকটা তোলার জন্যে তাঁর একটুও উৎসাহ নেই। তাঁর কেবল মনে হ'ল যে পাখীটা তাঁর বড় কাছাকাছি রয়েছে। ইতিমধ্যে তাঁর মনে ক্ষীণ একটা প্রত্যয় উঁকি দিতে শুরু করেছে যে, নির্ঘাত এই পাখীটার চিৎকারের ফলেই তাঁর অফিসার জীবনে এক অনপনেয় কলঙ্ক পড়েছে। সেজন্যে কিন্তু তিনি কোনো লজ্জা পেলেন না, কোনো ভয় বা পরিতাপও নয়। ডালের ওপর বসে থাকা ওই বীভৎস প্রাণীটার গায় রোদ এসে পড়েছে আর পাখীটা সাপের মতো দৃষ্টিতে তাঁর দিকে চেয়ে রয়েছে—এখন আর কোনো চিন্তা নেই তাঁর, শুধু ওই জীবটির প্রতি যেন এক ইন্দ্রিয়জ ভাবনায় তিনি মগ্ন হয়ে পড়লেন।

'আচ্ছা আমি যদি নমুনা হিসেবে ভয়টাকে ফিরিয়ে এনে বিজ্ঞানীদের সামনে হাজির করতাম তাহলে বিজ্ঞানীরা কী ব্যাখ্যা করতো?' তিনি বেশ ভালোই জানেন যে প্রশ্নটা একান্তই অব্যবহারিক—তার মানে এ নয় যে,

তিনি উঠে গিয়ে উধাও হয়ে যাওয়া সেই পথটা খুঁজে বার করতে পারবেন কি না সে বিষয়ে তাঁর মনে সংশয় আছে, তবে তিনি মনে করছেন এসব করা অর্থহীন। নিছক অস্তিত্বের দুর্বহ স্বাধীনতাকে পুনরুদ্ধারের জন্য আবার এত ঝামেলায় যাওয়ার কী দরকার? তার চেয়ে এই দানবটার কাছে নিজের ইচ্ছাকে শান্তভাবে বিসর্জন দিলেই বা ক্ষতি কী? দানবটা বিষাক্ত দৃষ্টির মধ্য দিয়ে তাঁর চিত্তে বৈরাগ্য সঞ্চার করছে আর তার উপাদেয় শান্তিঝরা আদর দিয়ে তাঁর বিক্ষুব্ধ মস্তিষ্ক থেকে অশান্তি লেহন ক'রে নিস্তেজ স্তিমিত আচ্ছন্নতা ঢেলে দিচ্ছে! তবে কেন তিনি আত্মসমর্পণ করবেন না? তিনি বেশ দীর্ঘ দিন জীবনকে ভোগ করেছেন আর প্রচুর মেহনত করেছেন—এখন তাঁর বিশ্রাম পাওনা হয়েছে। এই রকম ক্ষেত্রে লোকে যেমন বলে তেমনি 'শান্তিতে বিশ্রাম' তিনি কেন করবেন না?

অহংকারের চেয়ে বরং গোছ-গাছ করার জন্যে তিনি আপন জীবনের বিভিন্ন গুণ আর কৃতির তালিকা মনে মনে তৈরি করতে লাগলেন—অবশ্য এতেও কোনো তাড়াহুড়ো নেই, ধীরে সুস্থেই করছেন তিনি।—তাঁর এই কর্মময় জীবনে যে সকল দল, উপদল, আড্ডা, কেন্দ্র আর ষড়যন্ত্রের মুখোশ খুলে দিয়েছেন আর সেগুলোকে নস্যাৎ করে দিয়েছেন, সেগুলো তাঁর স্মৃতিপটে কেমন অস্পষ্ট আর জট পাকিয়ে গেছে। আর যেসকল সুন্দরী রমণীর ভালোবাসা তিনি পেয়েছেন এবং প্রতিদানে নিজের প্রেমও উৎসারিত করে দিয়েছেন, সেইসব রমণীকে তিনি কৃতজ্ঞ চিত্তেই স্মরণ করতে পারছেন—যদিও সেই আনন্দময় ঝটিকাবিক্ষুব্ধ ঋতু তাঁর জীবনে খুব অচিরস্থায়ী ছিল। অবিশ্যি যেসব সরলা পল্লীবালা পরিণত বয়সে তাঁকে আরও বেশী আনন্দ দিয়েছে, আর তারা কোন কারণে প্রত্যেকেই তাঁর ভাবময় ভঙ্গীর অনুকরণে তাঁকে 'মন আমুর' এবং 'মন কর্নেল' ব'লে সম্বোধন করেছে। অবশ্য তাদের উচ্চারণ-ভঙ্গী মোটেই তাঁর মতো শুদ্ধ হ'ত না—তাদের পৃথকভাবে মনে পড়ে না। এখন আর তাদের সেই লাবণ্যঝরা কণ্ঠ তাঁর রক্তে কোনো চাঞ্চল্য আনে না—তা কানে এলে তাঁর চোখে ঘুম নেমে আসে। কোনো তাড়াহুড়ো না ক'রে, নেহাতই পুরুষোচিত শোভনতা আর বাধ্যবাধকতার খাতিরেই তিনি এখন বিদায়কালীন শোভাযাত্রায় তাদের মধ্যে সবচেয়ে রূপলাবণ্যময়ীকে আহ্বান করলেন—কিন্তু তিনি এক বিভ্রান্তিকর অবস্থার সম্মুখীন হলেন, দ্রাভ'র স্তনের সঙ্গে জিনা'র কবরী আর এদের দু'জনের সঙ্গে ঝেনিয়ার রাণীর মতো জঙ্ঘাদেশে

জুড়ে ফেলে সব হিসেব ঘুলিয়ে ফেললেন। সাম্প্রতিক কয়েক মাস ধরে' ঝেনিয়াই তাঁকে অশান্ত ক'রে রেখেছিল।

পাখীটার ভাবে-ভঙ্গীতে অস্থিরতার লক্ষণ দেখা দিচ্ছে। তার শক্ত জালের মতো মজবুত ডানা দুটো বিস্তার ক'রে বার কয়েক ঝেড়ে নিল, গলাটা একবার সামনে বাড়িয়ে দিল, আর আল্‌মাজভের ওপর থেকে দৃষ্টি একটুও না সরিয়ে শাখার ওপর কয়েক পা সরে গেল। ঠোঁট দুটো ফাঁক করতেই এক সারি মাছের দাঁত বেরিয়ে পড়ল।

'পাখীদের দাঁত আছে নাকি?' তিনি স্মরণের চেষ্টা করলেন কিন্তু তেমন তীব্রভাবে চিন্তাকে খাটালেন না। এখন তিনি স্পষ্টই অনুভব করছেন, ঘণ্টাখানেক আগে তিনি যে করুণাকর ঘুমপাড়ানি ওষুধটি খেয়েছেন সেটি তাঁর কন্‌কনে ধমনীতে নিঃসাড়ে আর জ্বালা-যন্ত্রণাশূন্যভাবে ক্রিয়া ক'রে চলেছে। আর তিনি যে পাখীটিকে উত্তরোত্তর বর্ধিত শ্রদ্ধা নিয়ে দেখছেন সেটি নেহাত শব ভোজের প্রতীক্ষায় বসে রয়েছে। অবিশ্যি তিনি একটি গুলীতেই অনায়াসে পাখীটাকে মেরে ফেলতে পারতেন। কিন্তু তার জন্যে অনেক হাঙ্গামা করতে হ'ত—তাঁর কাঁধঝোলা ব্যাগের মধ্যে সোফি সেটি সযত্নে পুরে দিয়েছে। সেই ব্যাগে আছে রুপোর সাবানদানি, সুগন্ধ তোয়ালে আর অস্ত্রটা তার ভেতর থেকে বার করতে হ'ত। যাই হোক, পাখীটাকে ভদ্র বলতে হবে, তাঁকে উৎপীড়ন না ক'রে সে যে ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করছে এতেই তার শৌর্যের পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে।—হয়ত তাঁর জন্যে ওর হৃদয়ে কিছুটা অব্যক্ত সহানুভূতিও থাকতে পারে।···এখন আর তাঁর জিভ নাড়াবার শক্তি নেই, মনে মনে তিনি পাখীকে ফরাসী ভাষায় সম্বোধন করলেন: একদা তাঁকে যারা বিমোহিত করেছিল তাদের প্রতি যেসকল প্রেমমধুর সম্ভাষণ করতেন সেইসব কথাই পাখীর ওপর বর্ষণ করতে লাগলেন। মনে হ'ল যেন সব বুঝে শুনেই পাখী ঘাড় নাড়ল?—কিন্তু তিনি জানেন যে এগুলো সবই ওই ওষুধের প্রতিক্রিয়াজাত ভ্রান্তি। একেবারে সবশেষে পাখীটি তার বিশাল দন্তুর হাঁ-মুখ খুলে একটু ভাঙা গলায় কিন্তু নিখুঁত প্যারিসীয় উচ্চারণে বলল—'**Merci, mon amour, vous m' aevz fait tre's grand plaisir, mon brave colonel.**'

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

দর্শনার্থী

লিউবিমভ্ শহরটা এমন নিশ্চিহ্নভাবে উবে গেল যেন ধরিত্রী তাকে গিলে খেয়েছে। বার বার অভিযাত্রী দলকে পাঠানো হয়েছে—মানচিত্র আর বেড়ী-কম্পাস নিয়ে প্রতিটি ফুট ভূমি তল্লাস ক'রে দেখেছে তারা। একদা যেখানে অমন বৈভবশালী নগরী সগর্বে দাঁড়িয়েছিল সেখানে শুধু পতিত জমি, জলা-বিল আর জ্বালামুখীর গহ্বর ছাড়া আর কিছুই নেই। বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে আলোচনা ক'রে পরিশেষে শাসকবর্গ স্থির করলেন: 'কোনও একটা ভূতত্ত্বীয় অধোগমন (geological subsidence) ছাড়া এটা আর কিছুই হতে পারে না। ফাটলের পথ ধরে তুষার যুগ থেকে পুঞ্জীভূত আর্দ্রতা হঠাৎ ওপরে উঠে আসে, আর সেই ফাঁক দিয়ে নগরটি এবং আশপাশের গোটাকয়েক ছোট-খাটো গ্রামও গিলিত হয়ে তলদেশে চলে যায়।'(১)

'আর কিছু নয় আমাদের একটু হাঁফ ছাড়বার অবকাশ চাই, এক বছরের শান্তি।' তার পড়ার ঘরে মেক্‌পীস লম্বা লম্বা পা ফেলে পায়চারি করছিল—"আর তার মধ্যে আমাদের অর্থনীতি বেল্‌জিয়ামকে নিষ্প্রভ ক'রে দেবে আর হল্যাণ্ডকে টেক্কা মেরে উঠে পড়বে। তখন আমরা আঞ্চলিক সম্প্রসারণের কথা চিন্তা করতে পারব আর ব্যাপকভাবে আমাদের ভাবধারা প্রচারে অগ্রসর হওয়ার কথা ভাবতে পারব। মিছে ভাঁওতা বা জোরজবরদস্তি ক'রে নয়—আমাদের জাজ্বল্যমান এই দৃষ্টান্তের জোরে আর প্রগতিশীল মনের উপর প্রভাব

॥ ১ ॥ আসলে একটা বৈদ্যুতিক সংকেতধাতুক প্রক্রিয়ার সাহায্যে নগরটি রক্ষা করা হচ্ছিল। কুড়ি মাইল ব্যাসার্ধ আয়তন ঘিরে তার (কেব্‌ল) পোতক রাখা হয়েছিল আর যখনই কোনও অনিমন্ত্রিত অতিথি ওই সামান্ত অতিক্রম ক'রে আসত, তখনই ঘণ্টা বাজিয়ে এবং বাতির ঝিলিক দিয়ে প্রধান-শিবিরে সে খবরটা প্রধান সেনাপতির কাছে জানিয়ে দেওয়া হত। মেক্‌পীস সদাসর্বদা নিজের ঘাঁটিতে হাজির থাকত। মানচিত্রে চিহ্নিত চতুষ্কোণ স্থানটিতে স্বীয় ইচ্ছা-শক্তির প্রয়োগের দ্বারা, সে ওই অবাঞ্ছিত ব্যক্তিটিকে বিতাড়িত করত। কিন্তু একটা জিনিস সে জানতো না—এই প্রক্রিয়াটি প্রবর্তনের আগেই ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চল থেকে আগত দু'জন শত্রুর গুপ্তচর সীমানার ভেতরে ঢুকে পড়েছিল এবং এখনও তারা গা-ঢাকা দিয়ে রয়েছে।

বিস্তার ক'রেই আমরা বিশ্বের দরবারে স্বীকৃতি এবং সহানুভূতি অর্জন করতে ইচ্ছুক। প্রোফেরান্সভ এটা লিখে ফ্যালো। আমাদের সংগ্রাম এবং অবদানের বিবরণে এটার উল্লেখ ক'র।'

জলনিকাশের খাত খননের জন্য একদল শ্রমিক যাত্রা করছিল। প্রোফেরান্সভ্‌কে কাজে নিয়োগ ক'রে, মেকৃপীস ব্যস্তভাবে ঝুলবারান্দায় গিয়ে দাঁড়াল—শ্রমিকদের গতিবেগ ত্বরান্বিত করাই তার উদ্দেশ্য।

'মাথা আরও উঁচু! কাঁধ আরও পিছনের দিকে ঠেলে! হাসি! গান! কারুর জুলুমে তোমরা বাধ্য হয়ে কাজ করছ না—মনে রেখো। সাধারণত যতোটা কাজ তোমরা করো তার ওপর শতকরা দু-শোগুণ বাড়তি কাজ পূরণ করবে ব'লে তোমরা স্বেচ্ছায় স্থির করছ। হ্যাঁ, হ্যাঁ, দু'শো, না তার চেয়ে কম নয়। তোমাদের হৃৎপিণ্ডকে উন্নত করা হয়েছে, তোমাদের বাহুতে প্রবল শক্তি, মাটির বুকে গাঁইতি চালাবার জন্যে তোমরা আগ্রহে অধীর!'

কর্দম-দুর্গ আক্রমণের জন্য খননকারী দলকে দৌড় করিয়ে পাঠিয়ে দেবার পর সে অবসন্ন ভাবে আর্ম-চেয়ারে গা এলিয়ে দিল।

'এসব সত্ত্বেও বুঝলে, আমার পদ্ধতিতে নিয়ম-নমুনা বা আর্থনীতিক স্তরগুলো মোটেই অগ্রগণ্য নয়ঃ সর্বদাই ব্যক্তির স্থান সর্বাগ্রে। আমার নেতৃত্বের গুণেই ওদের ওই প্রচণ্ড দৈহিক মেহনতের কাজগুলোও সৃষ্টিধর্মী দায়িত্বের রূপ নিয়েছে। আর সেই তাদের মনোবল ভেঙেপড়া ত চুলোয় যাক, তারা নিজেদের অমানুষিক শক্তির বিজয়মাহাত্ম্যে এমনই উদ্বুদ্ধ যে হারকিউলিসের কর্মশক্তির সঙ্গে পাল্লা দিতেও এখন পশ্চাৎপদ নয়! একা, নিঃসঙ্গ নিরালায় বসে' যাবতীয় উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা, সংশয়, দুশ্চিন্তা আর অসন্তোষের বোঝা একা আমাকেই বইতে হবে! আর এর ওপরেও···আচ্ছা ওই 'বেড়ালের ঝগড়াও' কি আমায় বরদাস্ত করতেই হবে?'

বৈঠকখানা থেকেই ওই 'বেড়ালের ঝগড়া'র শব্দ ভেসে আসছিল। সেখানে সেরাফিমা পেত্রভ্‌না গান আর পিয়ানো বাজনার তুফান ছুটিয়েছে! বনেদী আমলের অট্টালিকার মোটা দেয়াল ভেদ করেও মাঝে মাঝে লিওনার্দের কানে সেই সংগীতের ধ্বনি পৌঁছচ্ছে—বিশেষতঃ, মাধুর্যময়ী রমণীটি যখন স্বল্প কল্পনার আমেজে আপ্লুত হয়ে কার্মেনের একটি 'পদ' ধরছেন তখনই এটা ঘটছেঃ

L' amour est enfant de Bohime
Il n'a jamais Connu de lois···

তার তরুণ বন্ধনমুক্ত প্রকৃতির সমগ্র বেগ ওই কথাগুলির মধ্যে সঞ্চারিত হচ্ছে আর যতোবারই সে নানাভাবে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে কথাগুলো প্রকাশ করছে ততো বার সেই উদ্দীপনাময় স্বর মূর্ছনা আরাবিত হচ্ছে। সেই কাকলির কলিটি হ'ল ঃ

L' amour ? L' amou—our !

L' amour ? L' amour—our !

L' am our ? L' amourl' amourl' amourl' a·mour !

তার অব্যবস্থিতচিত্ত প্রেমিককে যেন চরম প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আহ্বান করছে কার্মেনের বাণীর মধ্য দিয়ে ঃ

Si tu ne m'aimes pas je t' aime

Et si je t'aime preuds garde a toi !

লিওনার্দ বাধা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই স্নায়বিক পীড়ার আক্রমণে অনুষ্ঠানটা সমাপ্ত হ'ল। পিয়ানোর ঢাকনা নামিয়ে বন্ধ করা হ'ল, চাবিগুলো বেসুরো ঝন্ ঝন্ আওয়াজ তুলল আর শূন্য ঘরগুলোয় কর্কশ হাসির রোল ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হয়ে ফিরতে লাগল। দীর্ঘশ্বাস ফেলে প্রোফেরান্সভ্ মেকৃপীসের দিয়ে আশ্রয় প্রার্থনার ভঙ্গীতে চাইল। এদিকে মেকৃপীস তখন ভ্রূকুঞ্চিত করল এবং নিজেকে নেতৃত্বের দায় থেকে মুক্ত ক'রে নিয়ে মানসিকভাবে দেয়াল ভেদ ক'রে স্ত্রীকে সম্বোধন করল,—স্ত্রীকে ভেতরে প্রবেশের অনুমতি দিল। সারা দিন ধরে' যে মহার্ঘ পোশাকে সজ্জিত ছিল সেই বেশেই, সংযত, বিবর্ণ পেত্রভ্না দরজার সামনে হাজির হ'ল—পরমাণুরাগে উজ্জ্বল দৃষ্টিতে স্বামীর দিকে কটাক্ষপাত করল।

'লিওনার্দ, তুমি আমায় ডেকেছ ? বিজের* সেই পদটি আবার চর্চা করছিলাম, তোমায় উত্যক্ত করেছি—খুব দুঃখিত। লক্ষ্মীটি রাগ ক'র না। সত্যি আমি বড় সুখী, তোমার অভাবটাই যা একটু মনে লাগে। আবার তুমি পড়ার ঘরে ঘুমিয়েছ আর আমার কাছে রাতের বিদায় নাও নি···ক্ষমা করো আমায়, আমি ঠিক তা বলছি না।···শুধু একটি চুমো খেতে দাও···।'

বাহুর মধ্যে আদরের কোমল বেষ্টনে ওকে জড়িয়ে ধরে' লিওনার্দ আর কর্তব্যপরায়ণভাবেই মুহূর্তকাল ধরে ওর পেলব কানের লতায় ঠোকর দেয়। ওর ঐকান্তিকতাকে শোভনভাবে রোধ ক'রে সে অসহায়ভাবে চিন্তা করে—

* জর্জ বিজে—(১৮৩৮-৭৫) ফরাসী সুরকার—অনুবাদক

'এখন আমার এসব কি মানায়? শহর, ব্যক্তি, মুদ্রাব্যবস্থা সংস্কার, বসন্তকালীন—বপন।...আচ্ছা, শেষ কবে নির্বিঘ্নে রাত কাটিয়েছি? যখনই একটা খরগোশ কিংবা কোনো পেঁচা সীমান্তের এপারে চলে এসেছে অমনি উঠে বসেছি আমি, খাড়া বসে গলদঘর্ম হয়ে কাটিয়েছি। এক দণ্ডের জন্যেও শান্তি নেই।...আর এর ওপরে আবার এই পুতুলটা আশা করে যে ওকে আনন্দ দেবার জন্যে আমি শক্তি আর সময় খরচ করবো!...কেন, ওর কি একটু তর সয় না? উঃ ওকে আমার প্রেমে ফেলে কী ঝক্‌মারিই করেছি।...'

এই আগুনটি জ্বালাবার জন্যে যতখানি ইচ্ছা প্রয়োগ করেছিল, এটা নিভোবার জন্যে যেন তার চেয়েও বেশি করল। এমন কোমলভাবে যত্ন-সহকারে ওকে এক হাত দিয়ে তফাতে ধরে রাখল যেন ও চীনে মাটির তৈরী।

'আচ্ছা সিমা প্রিয়ে, তুমি ত একটা কিছু শখ খেয়াল নিয়েও ত সময় কাটাতে পারো? সংস্কৃতি, নীতিবিষয়ক সব কিছু, পরিবার—এই সব দিক আমি তোমার ওপর ছেড়ে দিচ্ছি।...এবার দৌড়ে যাও, প্রিয়ে আর মন খারাপ ক'র না। রাতে আমি ভেতরে গিয়েই খাওয়া দাওয়া করব। আমি এখন ব্যস্ত আছি। দেখতে পাচ্ছ ত, আমার সঙ্গে দেখা করার জন্যে লোকজন অপেক্ষা করছে। শীগ্‌গির পালাও।'

আর আবার খুশী হয়ে ও ছুটে চলে গেল।(১)

॥ ১ ॥ যেখানে সেরাফিমার যোগ্যতা অন্য পাঁচজনের মতো সাধারণ ব'লে গণ্য হ'ত সেই স্কুলের হেড্‌মাস্টারের স্ত্রী প্রকাশ্যেই স্বীকারোক্তি করেছিল—'আমি ত ভাই ভেবেই পাই না তুমি কেমন করে এটা পারো—আমি হ'লে ত ভয়েই মরে' যেতাম। একজন প্রতিভাধর যেমনটি আশা করেন ঠিক তেমন মনের মতো হয়ে' ওঠা যে-সে স্ত্রীলোকের সাধ্য নয়। আমি বেশ কল্পনা করতে পারছি—তার বাসনা, তার খাম-খেয়াল! এ যেন বাঘের সঙ্গে একই খাঁচায় বাস করার মতো, রূপকথার মতো! আরে এই আমার কথাই ধরো—ভগবানের কৃপায় বিয়ে ক'রে বেশ সুখেই আছি, আমি বয়সেও বড়ো—তবু, ধর্মতঃ (সত্যি) কথাই বলি, এখনো তাকে দেখলেই যেন মরে যাই! আমি বেশ কল্পনা করতে পারি—তার অস্থির হৃদয়ের চাহিদা মেটাতে হ'লে তোমায় সদাসর্বদা বোল্‌শোই-এর নর্তকীর মতো এক পায়ে খাড়া থাকতে হবে। আমায় কিছু বলতে হবে না, কিন্তু আমার পরামর্শ নিয়ে চলো—তার ত্রিসীমানার ধারে কাছে কোনো অল্পবয়সী মেয়েকে ঘেঁষতে দিয়ো না। মহাপুরুষরা বিশেষ ক'রে সৌন্দর্যে বড় সহজেই আকৃষ্ট হয়। আর এমন কোন যুবতী আছে সে তাকে কোনো কিছু না দিয়ে পারবে!' রহস্যজনক ভাবে সেরাফিমা শুধু দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

ভোরবেলা থেকে আঙিনাতে লোকজনের সারি পড়ে যায়—তারা মেকপীসের সঙ্গে দেখা করার জন্যে প্রতীক্ষা করে। এক একবার সে মনে চিন্তা করে, প্রত্যেকে তার যাবতীয় সমস্যা নিয়ে, তা সে যতো তুচ্ছই হোক, সিধে সম্রাটের কাছে হাজির হয় রাশিয়ার এই যে সনাতন প্রথা—এটা তুলে দিলে কেমন হয়? সবাইকে দেখা করার অনুমতি না দিলে কেমন হয়? কিন্তু সে ভেবে স্থির করল যে, প্রজাদের প্রয়োজন এবং সমস্যাগুলি যদি খোলাখুলি ভাবে শাসনকর্তার সকাশে আনা হয় তা হলে রাজ্য শাসন করা অনেক সহজ হয়। তাদের প্রয়োজনীয় বস্তু সম্পর্কে কোনোদিন কোনো প্রশ্ন তোলাই যে বাহুল্য, কেন না যারা দেখা করতে আসে তাদের কী প্রয়োজন তা তাদের চেয়ে সে-ই ভালো জানে। যেমন উদাহরণস্বরূপ বলি, এক বিধবা তার কাছে দরখাস্ত নিয়ে এল তার গোলাবাড়ির ছাউনির জন্যে নলখাগড়া চাই। প্রথমেই বিধবাকে বড় জমিদার পত্নীর মতো খাতির দেখিয়ে সবচেয়ে ভালো আরাম কেদারায় বসাল সে—তারপর স্ত্রীলোকটির দিকে বিস্ময়-বিস্ফারিত দৃষ্টিতে তাকাল।

'ছাউনি দেবার খড়? গোলাবাড়ির জন্যে? আরে, গোলাবাড়ির ছাদ খড়ে ছাওয়া হয়—এমন কথা এই বিংশ শতকে কেউ শুনেছে? টালি হলে তুমি নিশ্চয় সেটাই চাইবে? কিংবা নিদেন পক্ষে করোগেট লোহার? অবিশ্যি আমার মতে যথার্থ উৎকৃষ্ট হ'ল দস্তা! কিন্তু মাত্র এইটুকুর জন্যেই কি তুমি আমার কাছে এসেছ? সত্যি বলো! আচ্ছা, তোমার মনে আর কোনো কিছু নেই, তুমি ঠিক ক'রে ভেবে দ্যাখো ত? এটা আমার অবাক লাগে···আচ্ছা, তোমার দুটো ভেড়া আর একটা বাছুরের সেবাযত্ন করতে করতে বিরক্তি আসে না? ঠিক ক'রে বলো ত! ওগুলো ত ইঁদুরের মতো সব সময় খাই খাই করেই আছে। ক্ষুদ্র আকারের চাষ আবাদে তোমার অশ্রদ্ধা হয়ে গেছে আর তোমার খামারের সব কিছু রাজ্যের হাতে তুলে দিতে ইচ্ছে করে না? তোমার যেন মনে হয় যে, বৃথা সময় নষ্ট করছ, গাড়ি বোঝাই করে খড় আর সার বওয়া—সেই সময়টুকু তুমি পড়াশুনোর কাজে লাগাতে পারো। এই ভেতরে দাহিকা শক্তি উৎপাদনকারী ইঞ্জিন সম্বন্ধে পড়াশুনোর কথা বলছি। কেন না, খুব অল্প দিনের মধ্যেই আমাদের তামাম ক্ষেতের আগাগোড়া এই ইঞ্জিনই দৌড়ে বেড়াবে, আর জানো ত, সেই সঙ্গে চাকার পিছনে ঘুরবে মুক্তি-প্রাপ্তা স্ত্রীলোকেরা। হে নগরবাসিনী আমি

তোমার মনের গোপন বাসনাটা আমি আন্দাজ করতে পেরেছি কি? বলো আমায়।'

'অবিশ্যি! নিশ্চয় পেরেছ। ঠিক অনুমান করেছ! আমার চিত্তের দাহিকা যন্ত্রটি খুঁজে বেছে ঠিক বার করেছ।' নূতন সম্ভাবনার কথা চিন্তা ক'রে বিধবাটির বয়স যেন দশ বছর কমে গেল। সে উল্লাসে চিৎকার করে উঠল—'—তাহলে আমার ঘরের মোরগগুলো, শুয়োরগুলোও নিয়ে নাও ওগুলো আমার কাছে জঞ্জাল ছাড়া আর কিছু নয়। ওগুলো আমার সাংস্কৃতিক বিকাশের পথে বাধা। চুলোয় থাক ওগুলো। আমি ট্রাক্টর ড্রাইভার হতে চাই, আমি ট্রাউজার পরতে চাই আমি চাকার সামনে বসতে চাই। কই, আমার ট্রাক্টর কোথায়?'

'অতো তাড়াহুড়ো কর' না নগরবাসিনী।' রুদ্ধাগ্রগতি রমণীটির বক্ষে সে যে উৎসাহ সঞ্চার করে' ফেলেছে, সেটা সংযত করতে হ'ল লিওনার্দকে। সে বলল—'আপাততঃ মুর্গীগুলো তোমার ঘরে রাখাই ভালো, নইলে তোমার পিতৃহীন সন্তানদের কী খাওয়াবে? যত দিন রাজ্যের তরফ থেকে খাদ্য বরাদ্দ তিনগুণ বাড়িয়ে না দেওয়া হচ্ছে ততদিন ওগুলো থাক। অবিশ্যি খুব শীগ্‌গিরই বরাদ্দ বাড়বে। তুমি স্বেচ্ছায় যে সব জিনিস দিচ্ছ তার তালিকায় শুয়োরটা যোগ ক'রে নেওয়া হবে—লিখে ফ্যালো প্রোফেরান্‌সভ। আচ্ছা ভদ্রে ওটার নাম যেন কী বললে? বোরিস? খাশা নাম! আচ্ছা এবার ওই বোরিস আর বাছুর আর ভেড়ার জন্যে একটা স্বাক্ষর ক'রে দিতে হবে যে তোমায়। বুঝলে, আমাদের প্রতিটি জিনিসের হদিস ঠিক রাখতে হবে, ছোট্ট একটি চাকার দাঁতের পর্যন্ত হিসেব রাখতে হবে। বিশেষ ক'রে আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি আর ধনিক শ্রেণীর ঘেরাওএর বিপদের কথা ভেবে এগুলো রাখতে হচ্ছে।(১)

'এর পরের জন!' লিওনার্দ হেঁকে উঠল—'ভেতরে এস।' পরক্ষণে দর্শনার্থীকে দেখেই সে সোজা হয়ে বসল। দুই হাত কোমরে দিয়ে তার সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে ছাপ-মারা এক পশ্চিমী পরিব্রাজক—আমাদের মতো

।১। সে এখনও জানে না যে দুটো চাকার দাঁতের হদিস তার হিসেবের বাইরে রয়েছে—দাঁত না ব'লে পাখীই বলা যাক। এই পাখী দুটি সীমান্ত পেরিয়ে শহরের ভেতরে আড্ডা নিয়েছে। তাদের একজন হ'ল মস্কোর বিখ্যাত সার্বলৌকিক গুপ্তচর ভিটাস্কি কোচেটভ্, কেন্দ্রের নির্দেশে তাকে এখানে পাঠানো হয়েছে। অপর জন সম্পূর্ণ ভিন্ন জাতের গোলমেলে জীব। থাক সে নিজেই আপনার কথা বলবে।

অনুন্নত শহরে এ ধরণের মানুষ কখনো চোখে পড়ে নি। অবিশ্যি তাদের আচার পদ্ধতি সম্পর্কে আমরা বিস্তর শুনেছি। এ ধরণের পরিব্রাজকের গায়ে চামড়ার জ্যাকেট থাকে, পরণে ভাঁজপড়া খাটো-প্যান্ট, পায়ে হলুদরং-এর জুতো তার রবার-সোল, পেটের ওপর ক্যামেরা ঝুলোনো, পা দুখানা অসভ্যের মতো অনাচ্ছাদিত আর আমেরিকানের মতো ভণ্ড হাসিতে দন্ত বিকশিত।

'হের মেক্‌পীস্‌, আমায় নিজের পরিচয় দিতে আজ্ঞা করুন।' নাস্তিকটা আমাদের সুন্দর ভাষাকে বিশ্রী বিকৃত উচ্চারণে কলঙ্কিত করল—'Ich bin হ্যারি জ্যাক্‌সন, Perdit Intriguer Coch Ans America নামক মধ্যবিত্ত (বুর্জোয়া) শ্রেণীর পত্রিকার সাংবাদিক আমি। আমার আটলান্টিকের ওপারের মনিবরা আপনার সঙ্গে সাক্ষাতের জন্যে আদেশ করেছেন।'

আস্তাবলে ঘোড়ার বাচ্ছা যে ভাবে হাত-পা ছড়িয়ে বসে ঠিক তেমনি ভঙ্গীতে সবচেয়ে ভালো আর্ম-চেয়ারে বসে', গোবরের কাঠির মতো শুকনো আর মোটা কালো একটা চুরুট ধরিয়ে সে একের-পর-একটি ক্রোধ-উদ্রেককারী প্রশ্ন করতে লাগল। লিউবিমভে পাপিষ্ঠ মূলধনীশ্রেণী আধিপত্যপ্রতিষ্ঠার আর কতোদিন বাকী আছে?—এটা জানতে তার খুব আগ্রহ।

'যখন গলদা চিংড়িরা বাঁশী বাজাতে শিখবে।' উত্তর যেমন সংক্ষিপ্ত তেমনি সুস্পষ্ট।

আমাদের সঙ্গে কেন্দ্রের সশস্ত্র সংঘর্ষের যে গুজব রটেছে, তার মধ্যে কিছু সত্য আছে কী?

'কুকুর ঘেউ ঘেউ করে, হাওয়ায় গোলমাল ছড়ায়।' আমাদের ঘরোয়া ব্যাপারে নাক গলানোর প্রয়াসকে লিওনার্দ এইভাবে সংক্ষেপে সামলে দিল।

পরিশেষে সাংবাদিকটি যখন আমাদের ন্যাটোতে যোগদানের সৎ পরামর্শ দিল এবং ওয়াশিংটন যেসব চক্রান্তে প্ররোচিত করে তাতে অংশগ্রহণ করতে বলল তখন লেনি শান্ত এবং অটুট গাম্ভীর্য সহকারে এমন একটি অশ্লীল ভঙ্গী করল যে বিদেশীটি তৎক্ষণাৎ তার মর্মার্থ টের পেল। নিমেষের মধ্যে সে কূটনৈতিক শিষ্টাচার ভুলে, ভণ্ডামি ছেড়ে দিয়ে, অশ্লীল ভাষার ঝড় বইয়ে দিল এবং কাজের কথায় নেমে পড়ল।(১)

॥ ১ ॥ ওদিকে তখন সার্বলৌকিক গুপ্তচর কোচেটভ তার প্রাগ-বিপ্লব যুগের ছালের জুতো পায়ে, আর এমন এক ধরণের পট্টি তার পায়ে জড়ানো যা আজকাল একেবারেই অচল, শুধু আমাদের জীবন ধারার সঙ্গে সম্পর্কশূন্য পরগাছারাই এই ধরনের পট্টি জড়ায়—

'ভগবানের দোহাই, লেনি তোমার আবিষ্কারটা আমাদের কাছে বেচে দাও।' হ্যারি জ্যাক্সন তার বিদেশী কপটাচার ত্যাগ ক'রে, ব্যগ্রভাবে অনুনয় করে—'তোমায় এখুনি নগদ বিশ লক্ষ দিচ্ছি। তা দিয়ে তুমি অনায়াসে নিজস্ব একটি শ্বেত পাথরের প্রাসাদ বানাতে পারবে, তার সামনেটা সোনায় মুড়ে দিতে পারবে আর চতুর্দিকে অন্ততঃ বিশ মাইল ব্যাপী রাস্তা এক গজ পুরু রবার দিয়ে ছেয়ে নিতে পারবে—তাহলে পথে আর কাদা হবে না। এ কথার

সে খোঁড়াতে-খোঁড়াতে পাশের রাস্তা দিয়ে হাঁটছিল। বিরাট চাউস টুপীর কিনারের নীচে তার মুখখানা ঢাকা পড়েছে। আসলে টুপীটা আকাশ-তারের (aerial) কাজ করছে। আর খোঁড়ানোর আসল রহস্য হ'ল, ডান পায়ের আঙুল ঠুকে অবৈধভাবে তড়িতবার্তা পাঠাচ্ছিল। তার সাংকেতিক ভাষাটা পাছে প্রকাশ হয়ে পড়ে তাই সেটা এড়াবার জন্যে স্পষ্ট ভাষায় বার্তাটা আমরা ছেপে দিচ্ছি :

ভিটালি কোচেটভ্ বলছি। আমি যতদূর খবর সংগ্রহ করেছি তাতে ডিক্টেটর মেকপীস্ একটি অত্যন্ত শক্তিশালী মনস্তাত্ত্বিক যুদ্ধবিগ্রহের অস্ত্র পরিচালনা করছে। গত এক সপ্তাহ ধরে গুপ্তভাবে কাটিয়েছি, একদম ঘুমোই নি, প্রায় অনাহারে আর নির্দেশানুসারে, বর্তমান আদর্শগত বিচ্ছিন্নতার পরিবেশকে ব্যাহত করার জন্যেই, যথাসাধ্য যৌন চিন্তা কম করার চেষ্টা করছি। (এই হতচ্ছাড়া গোল-গর্তগুলো! একারে আর একটু হলে আমার গোড়ালিটা ভেঙে যেত! ওই হতভাগা পথভ্রষ্টকারীরা নির্ঘাত রাস্তাগুলোয় বিস্ফোরক পেতে ছিল। আমার বিবৃতিগুলো পাঠাবার আগে, ক্ষেত্রের অবস্থা বিবেচনা ক'রে ভাষার ব্যঞ্জনার ত্রুটীগুলো দয়া ক'রে মার্জনা করবেন। খবর চলছে!) বাইরের পৃথিবীর কাছে শহরকে অদৃশ্য রাখার উপায় এদের হাতে আছে। এই প্রতারণার পদ্ধতিটা এখনও অজ্ঞাত। বিমান বহরের সাহায্যে এর অবস্থান-অঞ্চল নির্ণয়ের পরামর্শ দিচ্ছি। দূর পাল্লার বোমারু দিয়ে বিমান হানার পরামর্শ। আমি ফিরে গিয়ে পৌঁছনোর আগে বিমান হানা স্থগিত রাখবে। করনীয় বিষয়ে নির্দেশ, সাহায্যে নতুন বীয়ারিং-এর জন্য অনুরোধ। ফিরে যাবার পর আমার চিকিৎসার দরকার হতে পারে। শত্রুকে তার স্বগৃহে আক্রমণ করছি। সংবাদ সমাপ্ত। রণাঙ্গন থেকে আমার প্রিয় পত্নী ক্যাটিয়া আর আমার শস্ত্রপানি কমরেড্ আনাতোল সোফ্রোনভ্‌কে শুভেচ্ছা।

কোচেট্‌কভ্ চাবি বন্ধ করল আর সানুনাসিক কান্নার সুর তুলে গলা চড়ালো :

'একটা কোপেক! (রুশীয় তাম্রমুদ্রা) গরীব তীর্থযাত্রীকে একটা কোপেক দান করো!' একটি ছেলে পথ দিয়ে আসছে, দড়ি-বাঁধা একটা শূকরকে সে টানতে টানতে আনছে—শূকরটা চেঁচামেচি করছে।

'চুপ কর্, চুপ বোরিস! ওরা তোমার যতক্ষণ কাবাব বানাতে শুরু না করছে ততক্ষণ অবধি সবুর করো। আচ্ছা নাগরিক, তুমি আবার কী চাইছ? আমার কাছে ত কোপেক নেই। আরে মুদ্রার পাট উঠিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, জানো না? লিওনার্ড মেকপীস বলে,

উল্লেখ করছি তার কারণ এখানে আসবার সময় তোমাদের ওই রাশিয়ান রাজপথে আমি আর একটু হ'লে ডুবেই যাচ্ছিলাম। আর সেই কারণেই তোমার সঙ্গে রাজ্য সংক্রান্ত বিষয়ে সাক্ষাতের সময়েও আমার পরণে এমন বেমানান খাটো প্যাণ্ট। নেহাৎ কপালটা ভালো তাই নিউইয়র্ক থেকে আমার 'হোয়াইট ফ্যাঙ' সাবান আর 'আঙ্ক্‌ল্ টম্‌স্ কেবিন' জুতোর পালিশ সঙ্গে এনেছিলাম—তাতে করে অন্ততঃ তোমার কাছে আসবার আগে মুখ-হাত-পা

"টাকা পয়সা হ'ল অন্তরায়। যতো তাড়াতাড়ি আমরা মুদ্রার কথা ভুলতে পারবো ততো শীগ্‌গির আমরা নিজেদের শিল্পিকে গড়ে তুলতে পারবো।"

'বাপ্‌জান সে কথা জানাবো কেমন ক'রে? আমার বাড়িটা হ'ল অজ-পাড়াগাঁয়ে, একেবারে সিধে সেই সেকেলে গাঁ থেকে দেশঘুরে সবে মাত্তর এখানে প্যা দিয়েছি। উঃ এই হতভাগা নীল মাছিগুলো জ্বালিয়ে মারলে, ওরাই আমায় মেরে শেষ করবে! আচ্ছা পাপজান, বলো তো এরা তোমাদের শহরখানার এখানে ওখানে এত খোঁড়াখুঁড়ি করছে আর বাড়িঘর ভেঙেচুরে ফেলছে কেন?

তোমাদের মঠের আধখানা দেওয়ালই ত উড়ে গেছে দেখছি। ওরা রণকৌশলের গুরুত্ব-সম্পন্ন কোনো কারখানা বানাবে ওখানে? নাকি বিমান বিধ্বংসী যন্ত্রপাতির একটা ঘাঁটি বসাতে চায় ওখানে?'

—'না, ওটা একটা (খেলাধুলোর মাঠ) স্টেডিয়াম হবে।'

—'কী একটা বললে?'

—'একটা ফুটবলের স্টেডিয়াম। মেক্‌পীস বলে, "আপন-আপন স্বাস্থ্য গড়ে তোলার অধিকার প্রত্যেকেরই আছে।"'

—'তুমি ত কেবলই তার কথা বলছো। কিন্তু সে লোকটা কোথায় লুকিয়ে বসে আছে, তোমাদের মেক্‌পীস? বলো ত বাপ্‌ধন, আমি একটা মুখ্যু চাষাভুষো। দুর্গন্ধটা কোথা থেকে আসছে, তোমার শুয়োরের না কী?'

—'কমরেড মেক্‌পীস কারও কাছ থেকেই নিজেকে লুকিয়ে রাখে না। ওই যে ওখানে সুন্দর বাড়িটা দেখছো, ওইখানে বসে সে সারাদিন আর সারারাত কঠিন পরিশ্রম করে। বাঁ দিকে ওই ত দোতলার জানালাগুলো দেখতে পাচ্ছ না? ওইটা হ'ল তার প্রধান কেন্দ্র। যাও না দাদু, গিয়ে তাকে দেখে এস। যা যা তোমার জানা দরকার সব সে বলে দেবে। কমরেড মেক্‌পীস বলে—"নৈতিক আনুকূল্য আর উপদেশ পাওয়ার অধিকার প্রত্যেকেরই আছে।"

বালকটি নিজের পথে চলে গেল। আর কোচেটভ্‌ লিওনার্দের পড়ার ঘরের নর্দমার নল বেয়ে জানলা অবধি উঠে গেল। পর্দাটা তুলতে লাগল কিন্তু মেক্‌পীস কিংবা তার বিদেশী অতিথি কেউই তা লক্ষ্য করল না। আর প্রোফেরানসভ তার কোণে বসে ঝিমোচ্ছিল, কাজেই সেও টের পেল না।

ধুয়ে নিজে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হ'তে পেরেছি। একজন ভদ্দরলোকের সামনে দাঁড়াবার আগে একটু ভদ্রস্থ হওয়া গেছে। সত্যি বলছি, গত একটি সপ্তাহ ধরে তোমার এই গোপন অস্ত্রটির ওপর লক্ষ্য রেখেছি। আর, মরি বাঁচি যেমন ক'রে হোক এটা আমাদের পেতেই হবে—জীবন মরণের প্রশ্ন, বুঝলে? আর্থনীতিক সংকট যে একটা হেলা-ফেলা ছেলেখেলা নয় সেটা তোমায়ও বলে বোঝাতে হবে না, আবার ওদিকে বেকার সমস্যাও বেড়েই চলেছে। দেশসুদ্ধ সকলকে ত আর পরমাণু বোমা মেরে খতম ক'রে দিতে পারো না। তার চেয়ে তুমি যেমনটি আবিষ্কার করেছ, তেমনি ভাবে নিঃস্ব বিত্তহীনদের মনগুলো দখল ক'রে নেওয়া ঢের ভালো। তাদের চিত্তের চালক-চক্রের সামনে বসে আর আচ্ছাসে চাকাটাকে পিছন দিকে ঘুরিয়ে হটিয়ে দিলেই অগ্রগতি থেকে দূরে সরে যাবে—ব্যাপারটা ত এই! কাজেই বাপু হে আমার ওই দর রইল—নগদ বিশ লাখ আর অবিশ্যি তোমায় মদ-টদও খাইয়ে দেবো।

জ্যাক্সনের গালে কষে একটা চড় বসিয়ে লোকটার কেতাদুরস্ত ফিট্‌ফাট ভঙ্গীটা ঘুচিয়ে দেবার ইচ্ছেয় লিওনার্দের হাত চুলকাতে লাগল—অগ্রগতি সম্পর্কে এই রকম অপমানকর মন্তব্যের জন্যে উচিত শিক্ষা দিতে চায় সে। কিন্তু এই ধরণের বদমেজাজ দেখানোর ফলে ব্যাপারটা হয় ত আন্তর্জাতিক একটা ঘটনার আকার নিতে পারে আর শেষে বিশ্বযুদ্ধ বেধে যেতে পারে, কাজেই সে আবেগটা সংবরণ করল আর তার বদলে পরিব্রাজকের মধ্যবিত্ত চিত্তের ওপর একাগ্রভাবে মনোনিবেশ করল। চিত্তের টুঁটিটা অথবা হয়ত চালকচক্রটা মুঠোয় ধরে', কষে এমন একটা মোচড় দিল যে, তৎক্ষণাৎ লোকটা নিজের যুক্তিগুলোই খণ্ডন করতে শুরু করল। তাতে ক'রে সে স্পষ্টই প্রমাণ করল যে, শুদ্ধ প্রজ্ঞার সমালোচন-বিদ্যার ক্ষেত্রে একজন রুশীয়ের সামনে সে দাঁড়াতেই পারে না।

• যে সকল কথা বলবার জন্যে লিওনার্দ মানসিকভাবে সাংবাদিকটিকে পাঠ দিচ্ছে, তার নির্দেশক্রমে লোকটি জোর গলায় তোতা পাখীর মতো সেই পাঠগুলো কপ্‌চে চলেছে—লিওনার্দ মুখ বুজে লোকটির এই রূপান্তর দেখছে এবং এমন ভাব দেখাচ্ছে যেন, এ ব্যাপারের সঙ্গে তার বিন্দু-বিসর্গও সম্পর্ক নেই। এই সাক্ষাৎকারে যে সকল বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়েছিল তার কিছু কিছু, প্রোফেরান্সভ লিপিবদ্ধ করার ফুরসত পেয়েছিল। হয়তো ভাবীকালের

গবেষকেরা এগুলো থেকে ঐতিহাসিক প্রবণতার সূত্র অনুধাবন করতে পারবেন ;

১। রাশিয়ার ইতিহাসে রাস্তার ভূমিকা : কোনো কোনো বিরূপ সমালোচক আমাদের দেশের সমালোচনা করতে গিয়ে আমাদের দেশের রাস্তাগুলোর নিন্দে করেন এবং তাঁরা দৃঢ়তার সঙ্গে বলেন যে, বসন্ত কালে এবং শরতেও আমাদের পথকর্দমের বিপুল স্রোতে এমন কি লরীও ডুবে যায়। এখানে, আমরা শুধু ইতিহাসের পৃষ্ঠা উল্টোলেই দেখতে পাবো যে এই কাদাই রাশিয়াকে বারবার বৈদেশিক আক্রমণের হাত থেকে রক্ষা করেছে। একের পর এক শত্রুবাহিনী—পোল্‌রা, নেপোলিয়ন, জার্মানরা—প্রত্যেকেই আমাদের কাদায় আটকে গেছে—এবং এও ঠিক যে ভবিষ্যতে আবার আটকে যাবে।

২। বিশ্বের অর্থবিদ্যায় (economics) মুদ্রার ভূমিকা : এক ধরণের জাল-বৈজ্ঞানিক আছে যারা মুদ্রাকে আর্থনীতিক উদ্দীপনার পক্ষে প্রয়োজনীয় ব'লে দাবি করে আর দৃঢ়তার সঙ্গে একথাও বলে যে, অর্থ. মানুষের স্বার্থগত চাহিদা চরিতার্থতার সঙ্গে সে যে-পরিমাণ কাজ করতে প্রস্তুত তার অন্বয় সাধন করে। কিন্তু একবার যদি এই চাহিদাগুলোকে নিয়ন্ত্রিত এবং পরিচালিত ক'রে ফেলা হয় তখন মুদ্রার কি ভূমিকা হবে? মুদ্রা তখন অশুভ প্রলোভনের ক্ষেত্র হয়ে দাঁড়াবে। যেমন, কোনো মানুষের 'শ্রমের নায়ক' হওয়ার যখন প্রয়োজন তখন তার পকেটের মুদ্রা ফিস্‌ফিস্ ক'রে মন্ত্রণা দিল 'অতো তাড়ার দরকার কী? আগে একটু পান ক'রে নাও।'

মুদ্রার উচ্ছেদসাধনের সঙ্গে সঙ্গেই কতকগুলি সামাজিক উপকার সাধিত হবে। প্রথমতঃ, অতীতকালের যে সকল অপরাধ আজও টিকে রয়েছে যেমন অতি-আহার, অতিমাত্রায় সুরাসক্তি, চুরি, ডাকাতি এবং অন্যান্য অপরাধ সব রাতারাতি নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। দ্বিতীয়তঃ, পৃথিবীতে সার্বজনীন আনন্দ-উষার উন্মেষ ঘটবে। কেন না পরিকল্পিত অর্থনীতির চরিতার্থতা সাধনের শক্তি অনুযায়ীই, ব্যক্তিগত চাহিদাগুলো তৈরি করা হবে—আগে চাহিদাগুলো এলোমেলো উন্মত্তভাবে চলতো, এখন আর তা থাকবে না।

'তৃতীয়তঃ', অধীরভাবে লিওনার্দ উচ্চকণ্ঠে অতিথিকে প্ররোচিত করে।

'তৃতীয়তঃ,' আমেরিকানটি আধ-আধ ভাবে প্রলাপ বকে চলে—"তৃতীয়তঃ, কোনো কেউ যতো লাখ টাকাই পাক না কেন টাকার বিনিময়ে তার

দেশকে বেচতে পারবে না অথবা লাখ লাখ টাকা ঢেলেও স্বাধীনতা কিনতে পারবে না!...'

'আর চতুর্থতঃ!' লিওনার্দ সোজা হয়ে তার দেহটা টান টান ক'রে দাঁড়াল, তারপর প্রভুত্বসূচক ভঙ্গীতে দেওয়ালের দিকে অঙ্গুলি সংকেত করল—'চতুর্থতঃ, আমাদের সঞ্চিত মূলধন দিয়ে আমরা যা করছি তা এই!'

'...আমাদের সঞ্চিত মূলধন দিয়ে।' জ্যাক্সন তাকাল এবং ক্ষীণ কণ্ঠে গোঙাতে লাগল।(১)

দেয়ালগুলোর ওপর থেকে নিচ অবধি একশ' রুব্‌লের নোট দিয়ে মোড়া। প্রথম দর্শনে মনে হয় যেন সুসমঞ্জস দেয়াল-মোড়ার কাগজ দিয়ে সুন্দরভাবে ছাওয়া, আর কাগজের মধ্যে গোল-গোল রঙীন নকশা। কিন্তু একটু ভালো ভাবে লক্ষ করলেই বোঝা যাবে যে প্রতিটি গোল নকশার দাম ঠিক ঠিক একশ রুব্‌ল। কেবল স্টোভের চারপাশের অংশে দামটা কমে গিয়ে পঁচিশ হয়েছে (টাঁকশালে অনুরূপ মূল্যের কাগজ মুদ্রা ফুরিয়ে গিয়েছিল)। (নোটগুলো একেবারে করকরে নতুন। মনে হয়যেন রাজ্যের লটারিতে এগুলো সবেমাত্র জিতে আনা হয়েছে।) আর এমন সমানভাবে মিলিয়ে বসানো হয়েছে যে পাঁচ আর তিনগুলোও সমান চক্‌চক্‌ করছে। মোট টাকার অঙ্ক বিপুল। আর আয়ের পরিমাণ উত্তরোত্তর বেড়েই চলেছে—কেন না যে পদ্ধতিতে ক্রমিক মুদ্রা-বিলোপ নীতি কার্যকর হয়েছে তা এখনও সম্পূর্ণ হয় নি।

'তুমি খুলে নিয়ে সরে পড়তে পারবে না। একেবারে জম্‌পেকা ক'রে সাঁটা আছে!' বিদেশী অতিথিটি এই বিপুল সম্পদ দেখে আর স্থির থাকতে পারে নি। দেয়াল বেয়ে ওঠার জন্যে সে তৈরী হচ্ছিল দেখে লিওনার্দ তাকে হুঁশিয়ার করে দিল।

এর পর সাংবাদিককে বুঝিয়ে দেওয়া হ'ল যে, সাক্ষাৎকার পর্ব শেষ হয়েছে। লোকটি নিজের আচরণে এখন সম্পূর্ণভাবে লজ্জিত। তাকে জানিয়ে দেওয়া হ'ল যে, সে পুনরায় কখনও গুপ্তচরবৃত্তি করবে না এইরকম প্রতিশ্রুতি দিলে তাকে ছেড়ে দেওয়া হবে—এবং সে যত তাড়াতাড়ি ইচ্ছে তার আমেরিকায় চলে যেতে পারবে।

'পশ্চিম গোলার্ধের শান্তি-কামী মানুষদের কাছে আমার শুভেচ্ছা পৌছে দিয়ো। আর দরকারের সময়ে আমাদের ওপর স্বচ্ছন্দে তারা ভরসা রাখতে

।১। পর্দার টিকের আড়াল থেকে এই দেখে কোচেটুভও গোঁ গোঁ ক'রে ওঠে।

পারে তাও বলো।' জ্যাক্‌সনকে প্রাসাদের বাইরে এগিয়ে দেবার জন্যে প্রোফেরান্‌সভ্‌কে আদেশ দেবার পূর্বে, এই কথাগুলো মেক্‌পীস বলল। আর বলল, বাইরে যারা রয়েছে তাদের জানিয়ে দেওয়া হোক যে বৃহস্পতিবারের আগে কারুর সঙ্গে দেখা করা হবে না।

এই সাক্ষাৎকারের পর, নিভৃতে ভাবনা চিন্তায় মগ্ন থাকাই তার প্রয়োজন। পিঁপড়ের বাসায় উইটিবিতে পিঁপড়েরা যেমন মহাব্যস্তভাবে দৌড়োদৌড়ি করে তেমনি গঠন-নির্মাণের উন্মত্ততায় ওরা কর্মব্যস্ত—অনবরতই আগের চেয়েও উচ্চতর আকাশচুম্বী—সর্বোচ্চ—ইমারত তৈরি ক'রে চলেছে। তার চোখের সামনে ছবির মতো ভাসছে—বিশ্বের সবচেয়ে ক্ষমতাশালী শক্তিরা অস্ত্রাদি সমর্পণ করছে আর সীমান্তের পথ খুলে দিচ্ছে। আর সকৃতজ্ঞ জাতিগুলো স্বেচ্ছায় —কোনও প্রকার বাধ্যতার চাপে না পড়ে—তার আনুগত্য স্বীকার করছে। যে দিন লিউবিমভ্‌ পৃথিবীর রাজধানী বলে ঘোষিত হবে সেদিন একে কোন্‌ নামে ভূষিত করা হবে, সেই নতুন নামটি ভেবে স্থির করতেই তার মগজ হিমশিম খেয়ে যায়: 'সূর্যের নগর' আর শুধু মেক্‌পীস' এই দুটির মধ্যেই সে দ্বিধাগ্রস্ত। তার পরই তার মনে পড়ে গেল, যে এখন তার ইচ্ছাশক্তির দূরত্ব কুড়িমাইলের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। তাই আবার সে একবার, অসীম দূরপাল্লায় প্রসারিত হওয়ার মতো শক্তিশালী চৌম্বক ম্যাগ্‌নিফায়ার-এর (আকারবর্ধক আধার) জরুরী প্রয়োজনটা অনুভব করল। 'এমন একটা শক্তিশালী আর নির্ভুল লক্ষ্য সন্ধানী যন্ত্র চাই', নিজের ঠোঁট কামড়াতে-কামড়াতে সে চিন্তা করে—'যে এই ঘরখানি থেকে একচুলও নাড়াচড়া না করে আমি তামাম মনুষ্য জগৎকে ঝাঁকানি দিতে পারবো—মানুষ জাতটাকে তার অন্ধগুহা থেকে টেনে বার করব। আর তারপর আস্তে আস্তে, সময় হ'লে, দক্ষিণ মেরু বিজয়ে অগ্রসর হবো আর তারপর বৃহত্তর শূন্যে শিল্পগত প্রয়োগ পরিচালনা করব।' মানুষকে সে আপন মানসলোকে, একটা দানবরূপে কল্পনা করছে—যে দানবের ধড়টা হবে পালোয়ান কুস্তিগীরের মতো আর মাথাটা (পাশ থেকে) চিন্তাশীলের মতো সৌম্যদর্শন (এটা তার নিজের মন্ত্রীসুলভ মাথার মতো কি ?)—থুতনিটা ফেরাতেই তার মনটা বিরক্তিতে ভ'রে ওঠল। সে টের পেল যে এখানে সে ছাড়া একটি ন্যুব্জদেহ বৃদ্ধা রয়েছে, বৃদ্ধার মণ্ডের মতো থল্‌থলে আর ভাঁজ পড়া চাষীসুলভ মুখের ওপর লেনির অতি পরিচিত একটা আঁচিলও রয়েছে।

'আমাদের লেনি !' দন্তহীন মুখে অস্পষ্ট ভাষায় বৃদ্ধা সম্বোধন করল আর ছোট্ট নিঃশ্বাস ফেলে, ভীরু আনন্দে চোখ দুটো পিট্‌-পিট্‌ করে বলতে লাগল— 'এই তোমার জন্যে ঘরে বানানো একটু পনীর আর ঘোল এনেছি বাছা। তুমি পেটভরে খাও না।···একবার নিজের পানে চেয়ে ছাখো, বিদার মতো রোগা হয়ে গেছ।···তোমার শরীরের এপার ওপার সব আমি দেখতে পাচ্ছি, একেবারে ছায়ার মতো······'

তার গায়ে হাত বুলিয়ে আদর করার সাহস বুড়ীর নেই, শুধু তার উদ্বিগ্ন দৃষ্টি মেলে বারবার ক্ষিপ্রগতিতে মেকৃপীসের আপাদ-মস্তক দেখতে লাগল—তার বিশীর্ণ দেহের জন্য গভীর দুশ্চিন্তা বৃদ্ধার চাহনিতে ফুটে উঠেছে।

'খিড়কি দরজা দিয়ে চুপি চুপি ঢুকে পড়েছে।' প্রোফেরান্‌সভ্‌ মাপ চাওয়ার ভঙ্গীতে গজ্‌রাতে লাগল—'বলল যে ওর ছেলের জন্যে একটা পুঁটলি নিয়ে এসেছে। একটা পুঁটলি তোমায় আমি জিজ্ঞেস করেছি! তোমার মনে হবে এটা যেন একটা জেলখানা! দুনিয়ার সব জায়গায় ঠিক একটা করে মা তোমার জন্যে থাকবেই!'—এইসব স্ত্রীলোকের মগজে খাওয়ানো ছাড়া আর কোনো ভাবনা থাকে না, তার খোকা বাপধনের মুখে একটু বাড়তি কিছু জুগিয়ে দেওয়াই হ'ল সব! সেই খোকা হয়ত মন্ত্রিসভার সদস্য হবার যোগ্য বড় হয়েছে কিংবা পৃথিবীর শাসন কর্তাও হতে পারে তাতে মায়ের কিছু যায় আসে না—স্ত্রীলোকটা হেলে-দুলে সিধে রাজপ্রাসাদে ঢুকে পড়বে, তার পায়ের গালশগুলো * ছেঁড়া-খোঁড়া আর তার তুচ্ছ উপহারটা একখানা রুমালে পুঁটলি বাঁধা! তার ছেলেটা যেন দার্শনিকও নয়, বা রাজাও নয়—গৃহহারা, ক্ষুধার্ত, পালিয়ে বেড়ানো শাবকটি!

'আরাম ক'রে বস' মা! তোমার জন্যে কী করতে পারি?'

যে আর্ম চেয়ারে ব'সে সে দরখাস্তকারীদের মনে সম্ভ্রম সঞ্চার ক'রে থাকে সেখানা টেনে নিয়ে বৃদ্ধার কাছে বসল—কিন্তু প্রাণপণ চেষ্টা ক'রেও বৃদ্ধার মন থেকে কোনো তাৎপর্যের সন্ধান পেল না। ঘরকন্নার খুঁটিনাটি আর আজে-বাজে কথা ছাড়া আর কোন বিষয়েই কিছু বলতে পারে না মা। 'ঘরের একটুখানি পনীর খাও।···দেওয়াল থেকে ময়লার গামলাটা আবার বেরিয়ে এসেছে অথচ সেটা মেরামত করে দেবে এমন কেউ নেই।···' আচ্ছা,

* জুতোকে রাস্তার ময়লা থেকে বাঁচাবার জন্যে তাতে যে রবারের আবরণ পরানো হয়।

বর্তমান বিশ্বের রাজনীতিতে তার ভূমিকার কথাটা কি কেউ বুড়ীকে বুঝিয়ে দেয় নি?…তবুও নিশ্চয় কিছু শুনে থাকবে আর নিজের বুদ্ধিবিবেচনা অনুসারে আপনার মতো কিছু একটা ব্যাখ্যাও করে নিয়েছে। কেন না ওর মুখ ফসকে বেরিয়ে এল : 'লেনি বাপ, গঠকে আঘাত করা তোমার উচিত নয়। ওটা ত আর তুমি তৈরি করো নি আর ওটা ভেঙে ফেলা তোমার কাজ নয়।…'

এই কথা শুনে তার পক্ষে হাসি সামলানো প্রায় অসম্ভব হয়ে ওঠে :

'বাস্তবিক, মা তোমার পেটের ছেলে এখন প্রায় নক্ষত্রলোক অবধি শাসন করছে, আর তুমি কি না ভগবানের কথা বলছো! আর কেউ নয়, শেষে তুমি কি না আমাকে ওই সব আজগুবি রূপকথা শোনাতে এলে—ব্যাপারটা বড়ই বেদনাদায়ক, নইলে আমি আমোদই পেতাম। যাই হোক, তুমি আমার কাছে অপরিচিতা নও, তা ছাড়া ভুলে যেয়ো না তুমি আমার মা, আমার মর্যাদার কথাটা তোমার বুঝতে চেষ্টা করা উচিত। আর ইচ্ছে করলে তুমি কি আর একটু প্রাপ্ত বয়স্কের মতো হতে পার না? আর খোলা চোখ নিয়ে আসল সত্যটা দেখতে পার না!'

ভয় পাওয়া মাকড়সার মতো বৃদ্ধার চোখ দুটি যেন ছুটে পালিয়ে কালো বলিরেখার জাল আর আঁচিলের আড়ালে গিয়ে লুকোলো। করুণাময়ী, জরাগ্রস্ত, এবং নিজের অনুকূলে কোনও যুক্তি ভেবে না পেয়ে অসহায়া বৃদ্ধা বসে বসে কেবল দীর্ঘশ্বাস ফেলতে লাগল। আর তখন সে সরল ভাষায় নক্ষত্রের গঠন এবং বজ্র আর বিদ্যুতের কারণ বোঝাতে লাগল। আর আমাদের বর্বর পূর্বপুরুষেরা কি না এর সমস্ত কৃতিত্বটা অবতার এলিজার ঘাড়ে চাপায়, কিন্তু বস্তুতঃ মেঘের মধ্যে বৈদ্যুতিক শক্তির চড়্ চড়্ শব্দে বিদারণ ছাড়া ওটা আর কিছুই নয়—এই কথা বলল।(১)

॥ ১ ॥ 'আমি করছি কী?' তার মনের মধ্যে গ্রীষ্মের বিদ্যুৎঝলকের মতো অতি সংক্ষিপ্ত এবং বহুদূরাগত সন্দেহের কম্পন উঠেই মিলিয়ে গেল। অন্ধকার হয়ে আসা ঘরের মধ্যে পায়চারি করতে করতে সে আপনার চিন্তাগুলিকে গুছিয়ে নিতে লাগল। 'না, এটা অন্যায় হবে।' সে যেন কোনও প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে কঠিন পন্থা অবলম্বন করছে—'মনুষ্যজাতির মানসিক চাহিদা মেটানো অতি উত্তম কাজ—প্রাচীন অন্ধসংস্কারের জালে আবদ্ধ আমার নিঃসঙ্গ মাকে আমি অবজ্ঞা করতে পারি না। অবিশ্যি কাজটা মোটেই সহজ নয়। কমরেডগণ, এটা কঠিন কাজ। কিন্তু ভেঙে ফেলা মানে ভেঙে ফেলাই, উদ্ধার করা মানে উদ্ধার করা, কাজটা তোমায় ষোলআনা সম্পূর্ণ করতে হবে।

'মা, বুঝতে চেষ্টা করো : ঈশ্বর ব'লে কিছু নেই।' মানসিকভাবে বৃদ্ধার কানে সে ফিস্ ফিস্ ক'রে শোনালো—শ্রুতির অগোচর সূক্ষ্ম বাচন পদ্ধতির সাহায্যে সে আঘাতটা যথাসম্ভব লঘু করতে সচেষ্ট হল। মাকে সে আদেশ করছে না, বৃদ্ধার মনকে আবর্জনামুক্ত হওয়ার জন্য ডিক্রি জারি করছে না—সে যেন গ্রীষ্মের স্নিগ্ধ বাতাসের মতো মৃদু এক ঝলক সত্যের প্রশ্বাস একটি শিশুর কাছে শুধু পৌঁছে দিচ্ছে।

বৃদ্ধা গা থেকে শাল খুলে ফেলল, কপাল মুছতে লাগল।

'না, কেঁদো না মা মণি! তোমার ঐ দুর্বল হৃৎপিণ্ডকে আর উৎপীড়িত ক'র না।' সে নিঃশব্দে বৃদ্ধাকে অচেতন ক'রে ফেলল—'সব ঠিক আছে। এমন একটা লঘুতা আর মাধুর্যের স্বাদ তুমি পাচ্ছ যা আর কখনও পাও নি। হে আমার হতভাগিনী মাতা, তোমার শিশুকাল থেকে ওরা তোমার চতুর্দিক ঘিরে যে আতঙ্কের কালো জাল বুনে এনেছে, অবশেষে তার হাত থেকে তুমি নিষ্কৃতি পেলে। মুহূর্তের মধ্যেই তোমার ওই জরাজীর্ণ ঠোঁট থেকে মুক্তির পবিত্র সুসমাচার ঘোষিত হবে : 'ঈশ্বর বলে কিছু নেই।'

'ঈশ্বর ব'লে কিছু নেই।' বৃদ্ধা উচ্চারণ করল। বাকস্ফুরণের সময় ওর চোখ দুটো যেন ঠিকরে বেরিয়ে আসছিল আর হিক্কা রোগীর মতো খাবি খেয়ে দম নিয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে এক একটা কথা বার হচ্ছে। 'ভগবান নেই। অবতার এলিজা নেই, ওরা তাকে গুলী ক'রে মেরেছে। সমস্তটাই বৈদ্যুতিক শক্তি। বজ্র হ'ল বৈদ্যুতিক শক্তি···একটুখানি পনীর আর একটু টক্-সর খাও, লেন্‌নি বাপধন, তুমি পেট ভরে খাও না···ঈশ্বর ব'লে কিছু নেই। স্বর্গে দেবদূত নেই। শিশু দেবদূত নেই। সব শেষ হয়ে গেছে।···একটু মুখে দাও খোকন, তোমায় যে গায়ের বল বজায় রাখতে হবে। নিজের পানে চেয়ে দ্যাখো একবার, শুকিয়ে যে ছায়ার মতো রোগা হয়েছ।···ঈশ্বর ব'লে কেউ নেই।···আমার কথার কী হ'ল বাপ্‌ধন, এই একটুকুনি ঘরের পনীর···'

তার গ্রন্থিল এবং বিশুষ্ক মাংসহীন দেহের জন্য মায়ের এমনই দুঃখকাতরতা-পূর্ণ সমবেদনা আর তাকে খাওয়াবার জন্য কাকুতি-মিনতি এমনই সনির্বন্ধ যে, হঠাৎ তার মনে হ'ল : যদি ধীরে ধীরে আর যন্ত্রণা দিয়ে সে তার মাকে মেরেও ফ্যালে তবু অন্তিম নিঃশ্বাসটির সঙ্গে মা এ কথা বলতে ভুলবে না : 'একটুখানি ঘরে তৈরী পনীর খাও লেনি, দোহাই বাপ্‌ধন, খেলে তোমার

ভালো হবে।' ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাসের শেষ শিখাটুকুও যখন পৃথিবীর বুক থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে, আর রোরুদ্যমান আমাদের সমগ্র জনতাকে শয়তানের কর্তৃত্বের হাতে সমর্পণ করা হবে, তখনও যুক্তি বুদ্ধির অগম্য এই মাতৃস্নেহটুকুই টিকে থাকবে—আর ওইটাই আমাদের স্মরণ করিয়ে দেবে আমরা কী হারিয়েছি।...'হারিয়েছি? কেন হারালাম? কি ভাবে?' সে নিজের চিন্তার জালে আটকা পড়ল—'এ সব কী? "রোরুদ্যমান জনতা" কেন? আর সব চেয়ে বড় কথা শয়তান কেন? আর এর সঙ্গে ঘরে বানানো পনীরের সম্পর্কটা কোথায়?'

'ঈশ্বর ব'লে কেউ নেই।' বৃদ্ধা ধীরে ধীরে অনতিস্ফুট স্বরে, একঘেয়ে সুরে, উপাসনার মন্ত্রোচ্চারণের ভঙ্গীতে বলে' চলে। ওর ঠোঁট দুটোয় মৃত্যুর বিবর্ণতা—'ঈশ্বর নেই, ঈশ্বর নেই', গ্রামোফোন রেকর্ডের মতো বলেই চলেছে' —অথচ, একটা বাধায় ধাক্কা খেয়ে লিওনার্দের চিন্তা আপন পথ থেকে ছিট্‌কে পড়েছে আর সে এখন তার মাকে পিছন থেকে বলায় প্ররোচিতকরছে না।

'বিচিত্র, ভারি বিচিত্র,' সে মাথা নেড়ে বিড় বিড় ক'রে বলে—'খুব, খুব বিচিত্র...'

'কম্‌রেড মেক্‌পীস!' ছায়ার ভেতর থেকে টলতে টলতে বেরিয়ে এসে প্রোফেরান্‌সভ বলল—'মায়ের সঙ্গে তুমি আদর্শবাদ নিয়ে কথা বলতে বলতে, আমি যদি একটু বেরিয়ে সিগারেট খেয়ে আসি,—কিছু মনে করবে তুমি?'

ঘরখানা অন্ধকার হয়ে আসছে তা সত্যি। মায়ের ওপর ঝুঁকে পড়ে' লিওনার্দ তার মায়ের জ্ঞান ফিরিয়ে আনায় সাহায্য করল। বৃদ্ধা রমণীটি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল, নাক ঝাড়ল, পা দুটো ঝাড়ল এবং সন্ত অবতারদের নাম জপ করতে লাগল—বিজ্ঞানের সমস্ত প্রতিক্রিয়া ঝেড়ে ফেলে দিয়ে বুড়ী তার স্বাভাবিক বর্বর মানসিক অবস্থায় ফিরে এল। ক্ষুন্ন এবং বিষণ্ন দর্শন মেক্‌পীস প্রোফেরান্‌সভ্‌কে ব্যস্তভাবে বলে দিল, মাকে যেন সে বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে আসে। আর ময়লার গামলাটা মেরামত ক'রে, কুয়ো থেকে দু-কেঁড়ে জলও যেন সে মায়ের জন্যে তুলে রেখে আসে—তার, লিওনার্দের এই বিশেষ আবদারটুকু প্রোফেরান্‌সভ্‌ নিশ্চয় রাখবে! আর এ সব চুকিয়ে প্রোফেরান্‌সভ্‌ যেন দ্বিগুণ বেগে ফিরে আসে—কেন না, কতকগুলো জরুরী কাজ আজ রাতেই সেরে রাখতে চায়। কাজগুলো প্রত্যেকটিই খুব জরুরী, মাকে বিদায় দিতে দিতে সে বলল। মায়ের জিনিসগুলো কুড়িয়ে তুলতে

তুলতে, আবার সেই কথাগুলো আপন মনেই বলতে লাগল, কুঁথিয়ে কুঁথিয়ে বলছে সে। দেখেই বোঝা যাচ্ছে যে সে বেশ অন্যমনস্ক আর অসুস্থ।

'সেরাফিমা পেত্রভ্নাকে এখানে আসতে বলে দেবো?' এই অবস্থায় তাকে একা ফেলে যেতে প্রোফেরান্সভের মন সরছে না। কিন্তু মেক্পীস রূঢ় ভাবে প্রত্যাখ্যান করল। পরন্তু প্রোফেরান্সভ্‌কে বলল যে, তার স্ত্রীকে সে যেন একটু ব'লে যায় যে রাতে সে খুব ব্যস্ত থাকবে অতএব সন্ধ্যেতে স্ত্রীর সঙ্গে বসে খাবার সময় হবে না।

সায়াহ্নের গোধূলি। গ্রীষ্মের দিনখানি অলস মন্থর গতিতে এখানে থেমে, ওখানে দাঁড়িয়ে, ভুলে ফেলে যাওয়া কিছু মনে পড়তে আবার হয়তো একটু পিছনে ফিরে সেটা নিয়ে এগোবার সময় আর কিছু ফেলে গেল, এমনিভাবে ইতস্তত ক'রে, বার বার পুনর্যাত্রা শুরু ক'রে, আসবাবপত্রে অন্ধের মতো হোঁচট খেয়ে, বিদায় নিচ্ছিল। এই ধরনের সন্ধ্যায় বাড়ির আশ-পাশে হাওয়ার সঙ্গে সুতোর গুটী আর নানা জিনিসপত্রের মুঠো মুঠো জঞ্জাল উড়ে বেড়ায়। আর তাই তোমার মনে একটা সংশয় জাগে, দিনমানে যে বাতাস একেবার শূন্য থাকে রাত পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই যেন তার মধ্যে ছায়া-ছায়া কতো প্রাণী এসে জোটে। তারা এই হাওয়ায় বাস করে! তুমি নিজের মনেই ভাবো 'ওই,' ভেতরের ছাদের ওই প্রান্ত-কোণে যেন একটা লেজ নড়তে দেখেছ আর কী যেন একটা দুলে দুলে বেয়ে নেমে আসছে, সেটা আস্তে আস্তে বিরাট আকারের সূক্ষ্মকীট হয়ে ক্রমে ঘরের এপাশ থেকে ওপাশ অবধি ভেসে বেড়াতে লাগল!

স্পর্শকাতর মানুষের মনে এই প্রভাবের প্রতিক্রিয়া খুব তীব্র হয়। তাদের কানের কাছে যেন গুন গুন করে বীণার তারের ঝংকার ওঠে। আর তাদের আঙুলের ডগার ভেতরে কী যেন চিম্‌টি কাটে—সে এক অদৃশ্য, অস্থির, অল্পায়ু বস্তু! তার সংস্পর্শে আঙুলগুলো যেন ঈষৎ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। তবে, এই মিট্‌মিটে ঝিকিমিকি আলোকে সজীব প্রাণীপুঞ্জের খেলা ব'লেই মনে করব? না কি, বলয়িত গোধূলির মধ্যে আমরা যা দেখি, অধার্মিকেরা যাকে প্রেত বলে একে সেই সূক্ষ্মদেহীদের প্রতিফলন বলে কল্পনা করব? অবিশ্যি তা করব না! তাহলে যাবতীয় পরিণত অভিজ্ঞতার বিরুদ্ধাচরণই করা হবে। আমরা যেগুলোকে ভূত-প্রেত ব'লে ভুল করি, তা নেহাতই স্বাভাবিক, সাধারণ চিন্তারই সান্ধ্য রূপাকার—এগুলো প্রতিটি বস্তুই সর্বক্ষণ আদানপ্রদান ক'রে থাকে, আর তারাই বিষাদময় অস্থিরতা দিয়ে গোটা ঘরখানা ভরে রাখে।

ওই অপ্রাণীবাচক বস্তুদের আত্মকথন আর ধ্যানমগ্নতা! তাদের সংগীত কী আরামদায়ক! জীবনের ঝড়-ঝঞ্ঝা আর বিক্ষোভের মধ্যে দিয়ে কিরকম নিরাপদে তারা আমাদের প্রায়ই বন্দরে এনে দেয়। আজ যদি প্রতিটি বস্তুর চিন্তা প্রবাহ না থাকত, তাহলে আমরা কোথায় থাকতাম? প্রতিটি বস্তুই ত তার নিজস্ব নির্দিষ্ট এবং অননুকরণীয় সুরে চেতনাকে ক্ষেপণ আর বিস্তার করে আর এগুলো অতি সহজেই যেন যাদুমন্ত্র বলে আমাদের জীবনের এবং কর্মের সঙ্গে তার অস্তিত্ব আর সম্পর্ক স্থাপনে আমাদের শক্তি দান করে।

নইলে, এই যে অসংখ্য বিস্ময়কর ব্যাপারাদি চতুর্দিক থেকে আমাদের চেতনাকে আক্রমণ করে, তাদের অর্থ অন্য কি ভাবে বলতে পারতাম? চৌকাঠ পেরোবার আগেই হয়ত হতাশভাবে হারিয়ে যেতাম! আমরা হয়ত ঘরের মাঝখানে হাত-পা ছড়ানো আর্ম-চেয়ারকে পাথরকুঁচির স্তূপ ব'লে ভুল করতাম, আর এর সঙ্গে বিধ্বস্ত মিনার আর প্যাগোডার মসীবর্ণ আদরাকে গুলিয়ে ফেলতাম, মনে হ'ত যেন জানলার বাইরে থেকে তারা আমাদের মনোযোগ তাদের দিকে টেনে নিয়ে যেতে চেষ্টা করছে।

কিন্তু তার সেকেলে drap de-dame সাজ-গোজওয়ালা আর্মচেয়ারখানার বিবর্ণতার তলায় একটি সোনার মত হৃদয় আছে। বাঁকানো মেরুদণ্ড থেকে শুরু ক'রে পাকানো পায়া অবধি, মাথা থেকে পা পর্যন্ত এর সমগ্র সত্তায় কৌশল আর কোমলতা উচ্ছ্বসিত হয়ে রয়েছে; আর এ বিড়বিড় ক'রে বলে, 'আমি একটি আর্ম চেয়ার' আর বেড়ালের মতো আনন্দসূচক গর্ গর্ শব্দ ক'রে আমাদের আমন্ত্রণ জানায়—এর আরামদায়ক কোলে বসে' বিশ্রাম নিতে বলে, আর প্রলয়-প্লাবনবৎ দুশ্চিন্তার কথা ভুলে গিয়ে একটু আরাম করতে বলে। আর প্রজাপতি যেমন ফুলের আকর্ষণে যায় তেমনিভাবে গিয়ে আমরা আর্মচেয়ারে বসি।

অথচ একটা মঠের ধ্বংসাবশেষের অবস্থা স্বভাবতঃই এর বিপরীত— সেখানে শুধুই ক্রোধোদ্দীপক পরুষ চিন্তার রাজত্ব আর সে ম্লানগম্ভীর সহনশীলতা দিয়ে অঙ্গচ্ছেদের অত্যাচার সয়ে যাচ্ছে। দূর থেকে আমাদের চিৎকার ক'রে সে ডাকে,—'এস পথিক, আমার পাশে ব'স বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের রহস্যের কথা চিন্তা করো।' আর আমরা আর্ম-চেয়ার থেকে ধ্বংসাবশেষে চলে যাই।

তাহলে, মানুষ কি ক'রে তার অন্ধতা নিয়ে, কোলাহলের সঙ্গে তার সংযুক্ত থাকার সংগতিকে সংহারের জন্যে একাই এগোতে সাহস করে?

মহাশক্তিশালী নদীর গতিপথকে সে পরিবর্তিত করতে যায় কোন্ সাহসে কিংবা প্রাচীন মহীরুহকে ছেদন করে কোন সাহসে—এগুলো হয়ত তার চেয়ে মহত্তর উদ্দেশ্যেই লালিত হয়ে এসেছে! তোমার মনকে যেমন খুশি তেমন ভাবে ঢেলে সাজো; তামাম্ বাতুল জনতাকে তোমরা নিজেদের চাকার দাঁত আর চালক-চক্র বানাও না কেন তাতে আমার বয়েই গেল! কিন্তু বৃক্ষ আর প্রস্তর থেকে তোমার হাত দূরে রাখো! আর বৃদ্ধা স্ত্রীলোকদের—তোমাদের অভাগিণী মায়েদের ওপর হস্তক্ষেপ ক'র না!—আমার কথা শুনতে পাচ্ছ? তাদের স্পর্শ করার স্পর্ধা সংবরণ করো।···

'কে ওখানে?' ঘাড় ফিরিয়ে মেক্পীস দেখল।(১) 'কে ওখানে?' এবার ধীরে ধীরে স্পষ্টভাবে বলল—যাতে তার কথাগুলো গম্ভীর, ব্যবহারদুর্লভ এবং কঠিন শোনায়।

সমাধি মন্দিরের মতো ঘরের ভেতরের এই স্তব্ধতাই বলে দিচ্ছে যে এখানে কোনও কর্তৃত্বসম্পন্ন কোনও অতিথি উপস্থিত রয়েছে—হয়ত সে বিদেহী, এবং নিজেকে কায়িক আকারে প্রকাশ না করাই তার সংকল্প!

'ওখান দিয়ে কে যাচ্ছে? কে তুমি? কথা বল! আমি তোমায় হুকুম করছি···দোহাই··'

মূর্ছাগ্রস্ত অবস্থায় তাকে আমার হাতের ওপর পেতে অনিচ্ছুক, তাই চাপা গলায় বললাম:

'তোমার গোপনীয়তার ওপর হাম্লা করেছি সেজন্যে মাফ চাইছি। কিন্তু কিছু কাল ধরে' আমি তোমার কার্যকলাপের গতি লক্ষ করে আসছি—আমি দেখছি যে তুমি নিজের ক্ষমতার অপব্যবহার করছো। এটা মনে রেখ যে, যেমন আকস্মিক ভাবে এটা তুমি পেয়েছিলে তেমনি হঠাৎ এটা কেড়ে নেওয়া হতে পারে। সাধারণতঃ, যারা কোনও একটা প্রত্যয়ের দ্বারা আবিষ্ট, তা সে মঙ্গলজনকই হোক বা অশুভই হোক,—তাদের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করা আমার

॥১॥ কোচেটভ্ তখনও নিজের ঘাঁটিতে দাঁড়িয়ে ছিল, পাছে উল্টো-পাল্টা বেফাঁস কোনো জবাব দিয়ে বসে এই আশঙ্কায়, তাড়াতাড়ি মাথা থেকে টুপীটা খুলে মুখে গুঁজে দিল। কিন্তু মুহূর্তকাল পরে, চিকের ভেতর দিয়ে অবাক হয়ে দেখল যে, ঘরের অপর প্রান্তে মেক্পীস ভূতের মতো ঘুরে বেড়াচ্ছে এবং খুব সতর্কভাবে হাওয়ায় অন্ধের মতো কী যেন হাত্ড়ে-হাত্ড়ে খুঁজছে। ঘরের মধ্যে সান্ধ্য ছায়াগুলোই কেবল ভেসে বেড়াচ্ছে। আর কিছু নেই।

নিয়মবিরুদ্ধ। কিন্তু তোমার ক্ষেত্রে, আমিই ষোল আনা দায়ী, বুঝলে মশাই, কেন না তোমার এই তথাকথিত সম্মোহনী প্রতিভাটি মোটেই তোমার স্বকীয় সম্পত্তি নয়, এটা আমার কাছ থেকে অস্থায়ী ঋণ হিসেবে তুমি স্বীয় অধিকারে পেয়েছ। আমার নাম প্রোফেরান্‌সভ্‌—স্যামসন প্রোফেরান্‌সভ্‌। এর আগেই তুমি আমার সম্পর্কে শুনেছ। যার কাছে শুনেছ তারও আমার নামে নাম, আর সে নিজেকে আমার দূর সম্পর্কের আত্মীয় মনে করে। অবশ্য তার এই ধারণার সঙ্গে যুক্তির বিন্দু-বিসর্গ সম্পর্কটুকুও নেই। সে এরকম গাঁজাখুরি গল্প বিস্তর শোনাবে তোমায়। তোমার রাজসভার এই ইতিহাস প্রণেতার বর্ণিত কাহিনীর মধ্যে সে যেগুলো তথ্য ব'লে চালাবার চেষ্টা করে সেগুলোর বিশেষ গুরুত্ব নেই, কেন না সে ত কিংবদন্তী আর গুজবের ওপরেই ষোল আনা নির্ভর করে—কিন্তু এই পৃথিবীর প্রতি আমার অবিচ্ছিন্ন আকর্ষণ দ্বারা যে সাধারণ পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে সেটাই খুব গুরুত্বপূর্ণ, আর তা-ই ত আমাদের প্রত্যেককে বহন করে আর সমাধিস্থ করে! আমাকে যেন কোনো বিরাট বাদুড় (**Vampire**) কিংবা বিকারগ্রস্ত স্ত্রীলোকের প্রেতাত্মা অথবা অন্য কোনও বিক্ষুব্ধ-বিবেকের বিদেহী সন্তান ব'লে ভুল ক'র না, তাহলে বাধিত হবো। আমি···'

'হাত উঁচু করো!' সে গর্জে উঠল। নিজের সমগ্র ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগ ক'রে, যেদিক থেকে আমার স্বর ধ্বনিত হচ্ছে সরাসরি সেই লক্ষ্যে একেবারে কাছ থেকে চিৎকার করল সে।—'তোমার অস্ত্র ফেলে দাও! হাত উঁচু করো! স্বীকারোক্তি করো: কেন্দ্র থেকে অবৈধভাবে বিশেষ আধারে ক'রে পাঠানো একটি গুপ্তচর তুমি। তোমার অদৃশ্য থাকার কৌশলটা সরিয়ে ফ্যালো, এক্ষুণি করো সেটা।'

তার এই পেশাদারি চাল দেখে আমার খুব মজা লাগে—চর্মসার একটা পাকুতেড়ে চ্যাংড়া, যার চোখ দুটো ট্যারা, যে সাম্রাজ্যের স্বপ্ন ছাখে আর গোলক ধাঁধার মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছে, অজ্ঞতার আঁধারে বাঁশী বাজিয়ে সে এমন একটি জিনিস দেখবার চেষ্টা করছে যা নাকি দিনে বা রাতে চর্মচক্ষে দেখার অগোচর! তার নাকটা একটু নেড়ে দিতে কিংবা তাকে ছাদের মাথায় একটু ঠুকে দিতে আমার বড্ড লোভ হচ্ছিল কিন্তু এই ধরনের গাড়োয়ানী ঠাট্টা রুচিসম্মত নয় ব'লে অনেককাল আগেই ছেড়ে দিয়েছি। আমি তাকে একটু সাবধান ক'রে দিলাম—এক ধরনের গুপ্তচর আর দালাল আছে যারা অবৈধ-

ভাবে ভেতরে ঢুকে পড়ে' তাদের প্রচণ্ড হৈ-হট্টগোলের চোটে চিত্তের স্তব্ধতা নষ্ট করে ! কিন্তু তাদের তুলনায়, যারা সাধারণ স্তরের চর তারা হয়ত কুকুরের মতো মানুষের পিছু নেয় অথবা গোপন কথা শোনার জন্যে পর্দার আড়ালে লুকিয়ে থাকে, তারা নেহাত ফালতু অতিরিক্ত সংখ্যার মতো, লোকের অবস্থা সংকটে বড়জোর একটু মসলা জোগাবার মুরোদ হয়ত তাদের থাকে ; কিন্তু মানুষের ভাগ্যবিপর্যয়ে অতলস্পর্শ গভীরতায় তারা পৌছতেই পারে না। এই বলে, তার আধ-খোলা জানলার সামনের পর্দাটা একটু নেড়ে দিলাম— আমাদের নীরব সাক্ষীকে বুঝিয়ে দিলাম যে তার কার্যকলাপও লক্ষ্যের হাত থেকে পার পায় নি।(১)

'বিদায় হও! বিদায় হও! উবে যাও!' সপ্তমে গলা চড়িয়ে মেক্‌পীস হাঁক ছাড়ল। আর তারপরই লাফ দিয়ে জানালা থেকে একজনের পড়ে যাওয়ার শব্দ হ'ল—সেটা শুনে সে অবসন্ন হয়ে আর্ম-চেয়ারে বসে পড়ল। তার বুকের ভেতরে হাতুড়ি পেটানোর শব্দ হচ্ছে।

পুরনো বিবর্ণ জয়ের স্মৃতিচিহ্নের মতো ছেঁড়া পর্দাটা ঝুলছে। শূন্য রঙ্গমঞ্চের

॥ ১ ॥ ভীত সন্ত্রস্ত কোচেটভ্ প্রথমে স্থির করতে পারে নি, কে কার সঙ্গে তর্ক করছে। প্রথমে সে ভাবল যে, মেক্‌পীসই দুরকম কণ্ঠস্বরে নিজের সঙ্গে কথা বলছে। লিওনার্দকে দেখে মনে হচ্ছে সে জাদু-মায়ার জাল বুনছে—সুষাস্ত-পরের শেষ আভামাখা কালো হাওয়াতে সে জাল বুনছে, যে হাওয়ায় চাঁদের প্রথম কিরণের তুষার বিন্দু এখানে-ওখানে মিশে গিয়ে চিত্তভ্রান্তিকে আরও ঘনীভূত করছে। দেয়ালের টাকাগুলো চট্‌পট্ জ্যান্ত হয়ে উঠল। অমৃতলোকবাসী সম্রাটেরা* তাঁদের টিকোলো ছোট্ট নাক আর চিবুক বাড়িয়ে উঁকি দিতে লাগল আর চকচকে স্বল্পায়তন দাড়ি নেড়ে, ঘাড় কাত ক'রে স্বভাবতঃই তাদের মালিকের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধতা জ্ঞাপন করতে লাগল। এদিকে তাদের মালিক তখন সারা ঘরময় চক্কর দিয়ে বেড়াচ্ছে, ক্রমেই ঘূর্ণিবেগ দ্রুত থেকে দ্রুততর হচ্ছে। তার নিজের চিৎকার-চেঁচামেচিই তাকে তাড়িয়ে বেড়াচ্ছে।

কান-খাড়া ক'রে কোচেটভ্ যখন শুনতে পেল, স্যাটার্নালিয়াতে সে যেসব কাণ্ড কারখানা ক'রেছে, সেই সব কথার উল্লেখ করা হচ্ছে—তখনই তার আতঙ্ক চরমে উঠল। আর, ঠিক এই মুহূর্তেই পর্দাটা ক্ষিপ্র বেগে উঠে গিয়ে যেন মুঠো ক'রে তার চুল আঁকড়ে ধরল।

'বিদায় হও! বিদায় হও! উবে যাও!' লিওনার্দের রুদ্ধশ্বাস কণ্ঠ থেকে চিৎকারের আওয়াজ বেরোয়, যেন অনেক দূর থেকে, পরলোকের নির্দেশ আসে। আর বিনাবাক্যব্যয়ে হুকুম তামিলের জন্য গুপ্তচর নর্দমার নলের নীচে আছড়ে পড়ল।

* সোভিয়েট্ বিবরণীতে লেনিনের চিত্রের যে প্রাচ্য মুখাবয়বের বর্ণনা রয়েছে, তারই ইঙ্গিত।

ওপর পূর্ণিমার চাঁদ তার নিষ্ফলা আলো ছড়াতে লাগল। কিন্তু পর্দাটা আস্তে আস্তে আবার আপন জায়গায় ফিরে এল, সেই সঙ্গে ঘরের স্বাভাবিক চেহারাটাও ফিরল। তখন গোটা গোলমালটাই স্পষ্ট ভাবে ধরা গেল আর স্বাভাবিক মনে হল। অনিদ্রা, অত্যধিক পরিশ্রম, ক্ষয়িত রুক্ষ স্নায়ু, আর দমকা একটা হাওয়ার ধাক্কায় পর্দাটা দুলছিল আর খড়-খড়ির একটা পাল্লা বন্ধ হওয়ার ফলেই এই গোলমাল! লিওনার্দের এখন একমাত্র দুশ্চিন্তা হ'ল, যাদুমন্ত্রের সম্মোহন শক্তিটা যেন অবিশ্বাস্য বাতুলতা মনে হচ্ছে তার—অথচ উত্তেজনার মুহূর্তে এটাই সে লক্ষ্য করে নি। তবে এই দুশ্চিন্তাটাই যেন অবিশ্বাস্য! তার মগজের যে স্বভাবসিদ্ধ বিশৃঙ্খলার জোরে, সে যার আবির্ভাবকে ত্বরান্বিত করার জন্য এত ব্যস্ত হয়ে পড়েছিল, তারই বিপজ্জনক সান্নিধ্যকে অস্বীকার করেছে, সে যদি হাসি মুখে সেই বিশৃঙ্খলার প্রতি কৃতজ্ঞ থাকত তাহলে ঢের ভালো করত।···

লিউবিমভ্ নগরী কি বাস্তবিকই ড্রাগনের দোল্না হয়ে যাবে? রাশিয়ার মন কি কোনও এক পূর্বনির্ধারিত বিশেষ লগ্নে স্প্রিং-এর মতো বন্ধ হয়ে গিয়ে, স্বীয় মেরুযন্ত্র থেকে ছিটকে বেরিয়ে আমাদের সুবর্ণীকৃত বৃত্তটিকে নরকের, শূকরস্বভাবী শয়তানদের মিশিয়ে দিয়ে তাদের সঙ্গে উড়বে? অথবা একেবারে শেষ মুহূর্তে কোনও বাতুল যাদুমায়া আমাদের নজর এড়িয়ে আমাদেরই রক্ষা করবে—আর আমাদের শত্রুর পরিকল্পনাকে ধ্বংস ক'রে তাকে বিভ্রান্ত করবে? অথবা, আমি কি এখন বিদায় নেবো, আমি হলাম তার করুণাঘন প্রতিভা, আমার চলে' যাওয়াই ভালো। দিনের আলোর সঙ্গে আমিও বিবেচকের মতো চলে' যাই। আর মেকৃপীস্‌কে ভাববার সুযোগ দিই, কোনো গোলমালই হয়নি এই ধারণাই করুক সে। রাতে সুনিদ্রার পর সে ভাববে যে মেরামতের অসাধ্য কোনো গোলমালই হয় নি!

'কাপুরুষদের তাসখেলা উচিত নয়।'' টলতে টলতে বাইরে বেরিয়ে ঝুল বারান্দায় ঝুঁকে'পড়ে' অসংলগ্নভাবে বলে।

তার চতুর্দিকে শুধু আলো আর শূন্যতা ছাড়া আর কিছু নেই। গোধূলির গোলাপী অস্পষ্ট অন্তিম আভাটুকু দিক্‌চক্রবালে মিলিয়ে যাচ্ছে—যেন চাঁদের অবিমিশ্র, অনুপশান্ত চরম দীপ্তিময় উজ্জলতার দ্বারা সে পরাভূত! এ আলোয় তার চোখ ধাঁধিয়ে যাচ্ছে। তির্যক বাতাস স্থিরগতিতে বয়ে চলেছে। চাঁদের তলা দিয়ে তীরবেগে অস্বচ্ছ মহাজাগতিক-ধূলিমেঘ উড়ে চলেছে—দেখে মনে

হয় কক্ষে প্রেরিত অলোকসমন্বিত কোনো উপপেটক (Capsule) তার নির্দিষ্ট গতিতে উড়ে চলেছে।

'তাহলে আমাদের স্বর্ণীকৃত ছোট্ট বৃত্তটি সবেগে ভবিষ্যতের ভেতরে চলেছে।' চিন্তাটা তার মনের মধ্যে বিলম্বিত প্রতিধ্বনির মতো ঘুরতে লাগল। আর তার পরক্ষণেই পিয়ানোর কোমল স্বর মূর্ছনা এসে তার সঙ্গে মিশল। চন্দ্রালোকে কবলিতা তার মাধুর্যময়ী স্ত্রী শয্যাগ্রহণের পূর্বে রাতের বিদায় সংগীত বাজাচ্ছে। সে বাধা দিল না। প্রধান কেন্দ্রে ফিরে প্রোফেরান্সভ তাকে প্রভাময় অবসন্ন অবস্থায় দেখলে।

—'এখনও এক-আধ ফোঁটা মেটে-তেল আছে—তেলের বাতিটা জ্বালব না কি? না কি, বিশেষ উপলক্ষ হিসেবে ইলিচের বাতিটা?'(১)

মেক্‌পীস চুপ ক'রে রইল। আর, অনুমতি ছাড়া বিদ্যুতের অপচয় করার সাহস বৃদ্ধের ছিল না, কেন না এই একই সঞ্চায়ক থেকেই সীমান্তের জাল-বিস্তারের বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হয়। (বিদ্যুৎ-কেন্দ্র ভেঙ্গে পড়েছে।) (২)

''আচ্ছা কম্‌রেড মেক্‌পীস, আমরা যে ভবিষ্যতের দিকে এগোবার চেষ্টা করছি সুদূর সেই লুব্ধক তারামণ্ডলের (Constellation of Dogs) ওধারে কোন্ একটা গ্রহের মানুষেরা আগে থেকেই সেটা ভোগ করছে—একথা কি তুমি সত্যি মনে করো?'

এতেও মেক্‌পীসের কোনো ভাবান্তর দেখা গেল না। দরজার চৌকাঠের বাজুতে ভর দিয়ে খাড়া হয়ে সে যেন সম্মোহিতভাবে বিজয়ী চন্দ্রের অগ্রগতি দেখছে। তার বিশীর্ণ কপালের কালো শিরাগুলোর দপ্‌দপানি দেখেই শুধু টের পাওয়া যাচ্ছে যে, তার আত্মা এখনও দেহত্যাগ করে নি।

প্রোফেরান্সভ মৃদুভাবে তার আস্তিনটা টানল:—'কম্‌রেড সেনাপতি, তুমি আমায় শুতে যেতে হুকুম দেবে না?'

'আরে, সাভেলি! তা-ই বলো, তুমি?' লেনি শান্তভাবে তার সেক্রেটারির দিকে ফিরল—'আমি তোমায় জিগ্যেস করবো ভাবছিলাম—সেই যে প্রোফেরান্সভের কথা তুমি একবার বলেছিলে, তাঁর সম্বন্ধে আরও কথা জানতে

---

* ইলিচ্: লেনিন, যিনি বলেছিলেন সমাজতন্ত্রবাদ আর বিদ্যুৎশক্তির প্রয়োগ দুইয়ে মিলে কমিউনিজমের সমান হয়।

।১। আমরা তখনও সূর্যমুখীর বীজ থেকে মেটে তেল বার করার পদ্ধতি আবিষ্কার করি নি।

চাই। সেই যে—তোমার পূর্বপুরুষ, তুমি যেন বলেছিলে ভদ্রলোক খুব পণ্ডিত ছিলেন।…খুব দুঃখিত, আজ এতই অন্যমনস্ক হয়ে পড়ছি যে এ অবস্থায় কোনো কাজ করা যাবে না। আমার কান দুটো ভোঁ ভোঁ করছে।… কয়েকটা বালিশ আনো আর একটা আইভার হাঁসের পালকের তোশক আনো, মেঝেতে একটা বিছানা বানাও। বুঝলে বন্ধু সাভেলি। আমরা দু'জনে একসঙ্গে রাতটা কাটাবো—আর আমায় তুমি তাঁর কথা বলবে, যা জানো সব বলবে ত? তোমার ওই আখ্যান শুনতে শুনতে আমার জাগর-রাত্রি অল্পেই পার হয়ে যাবে।'

তার মোমের মত মুখখানায় হাসি ফুটে উঠল। তার মুখে এরকম ম্লান আর বিষণ্ণ হাসি প্রোফেরান্সভ কখনো ছাখে নি!—কিন্তু তার মুখে হাসি কি আদৌ কখনো দেখেছে? এ কথা সে সঠিক বলতে পারে না।

—'আখ্যায়িকা কেন? তাঁর জীবনের সমস্ত ঘটনাই বেশ ভালো ভাবো জানা আছে আমার। তবে, আমায় তুমি বিশ্বাস করবে এমনটা আশা করি না।'

এখন বিছানায় গা ঢেলে দিতে না পারলে বুড়ো লোকটা যেন আর বাঁচবে না, তবু প্রধান ঐতিহাসিক হিসেবে তার কর্তব্য সম্পাদনের আগ্রহ অনেক বেশি। আর দিনের বেলায় বেশির ভাগ সময়ই সেক্রেটারি, সহকারী, খান্-সামা, দূত ইত্যাদি সকলের কাজই তাকে করতে হয় তার তলায় ঐতিহাসিক ধামা চাপা পড়ে' যায়। চকচকে মেঝেতে তারা পালকের বিছানা পাতল, জামা-কাপড় না ছেড়েই মেক্পীস তাতে আধশোয়া হয়ে হেলান দিয়ে—তার একটা চোখ জানলার দিকে, সেখানে চাঁদের আলো বিজলী বাতির চেয়ে অনেক বেশি উজ্জ্বল, আর একটা চোখ প্রোফেরান্সভের উৎসুখ মুখের ওপর। প্রোফেরান্সভ অধোবাস পরে একটা কুশনের ওপর আসন পিঁড়ি হয়ে উজীরের মতো বসে সিগারেট টান্ছে আর চিন্তাগুলোকে গুছিয়ে জড়ো করছে। (১)

ভূমিকা ক'রে সে কাশ্‌ল—'তুমি আমায় বাধা দেবে না ত?'

'টু শব্দটিও করব না।' অস্বাভাবিক মৃদু ভঙ্গীতে মেক্পীস সায় দিল—'যতো ইচ্ছে মিছে কথা আমায় শোনাতে পারো। শুধু সত্যটা আমার জানা দরকার।

॥১॥ এটা ব্যতিক্রম। তার সামনে কম্‌রেড মেক্পীস কক্ষনো আমার সিগারেট খাওয়ার অনুমতি দিত না।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

এস. এস. প্রোফেরান্সভের জীবন : ইহলোকে এবং পরলোকে

'একদা উনিশ-শতকীয় এক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি তাঁর পারিবারিক জমিদারিতে বসবাস করতেন—তাঁর নাম ছিল স্যামসন স্যামসনোভিচ প্রোফেরান্সভ। তিনি মহান পরহিতব্রতী, ব্রহ্মবিদ্যাবিদ (theosophist) ডায়োজিনিসের মতো দার্শনিক এবং গ্রন্থসংগ্রহবাতিকগ্রস্ত ছিলেন। এবং তিনি স্পর্শমণি আবিষ্কারের জন্য বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতেন—মূঢ়মতিগণ যে স্পর্শমণি কামনা করে সোনা তৈরীর জন্যে আর জ্ঞানীরা তা-ই খোঁজে কেন না তারা জীবনের অর্থ আবিষ্কার করতে চায়—অবশ্য আদৌ যদি কোনো অর্থ থাকে! অবসর সময়ে তিনি তাঁর drap-de-dame সজ্জিত আর্মচেয়ারে বসে' তুর্গেনিভ কিংবা গোন্চারভের লেখা উপন্যাস পড়তেন,—মূল রুশ ভাষায়। অথবা তাঁর বিদ্রূপাত্মক গ্রন্থ 'দ্বি-পদ জীবগণের ভাগ্য' (**The Fate of Two-Legged Animals**) লেখার কাজ করতেন, কিংবা তাঁর রোজনামচা লিখতেন, নতুবা তাঁর বন্ধু লাভোয়োজিয়েকে(১) চিঠি লিখতেন—লাভোয়েজিয়ে হলেন আর এক অসাধারণ পরহিতব্রতী ও বাতিকগ্রস্ত ব্যক্তি, অবশ্য আমাদের নায়কের চেয়ে ন্যূনতর পর্যায়ের তার কারণ তিনি রেস্তোরাঁ আর যাযাবরী রমণীতে আসক্ত থাকায় ভীমরতিগ্রস্ত।

'স্যাম্সন স্যাম্সনোভিচ নগরের হৈচৈ-হট্টগোল ঘৃণা করতেন তাই তিনি নিরিবিলিতে তাঁর গৃহকার্যের-তত্ত্বাবধায়িকা এক জার্মান মহিলার আর তাঁর প্রিয় রুশীয় নার্স আরিনা রোডিওনোভ্নাকে(২) নিয়ে বাস করতেন। একদা, তিনি যখন যৌবন অতিক্রম করে গেছেন, সেই সময়ে গভর্ণরের কন্যাকে তিনি প্রেম নিবেদন করেন, সমাজের প্রথানুগ সুন্দরীটি প্রথমে তাঁকে প্রশ্রয় দিয়েছিল—তবে বিয়ের ঠিক আগেই এক রূপবান ঘোড়সওয়ার দলের সৈনিকের সঙ্গে পালিয়ে গিয়েছিল। এরপর তিনি বিজ্ঞানের অনুশীলনে

॥ ১ ॥ আঁতোয়ান লোর লাভোয়েজিয়ে—(১৭৪৩-৯৪) ফরাসী রসায়ন শাস্ত্রবিদ্।

॥ ২ ॥ পুশকিনের নার্স। —অনুবাদক

আত্মনিয়োগ করেন—কোনও কিছুতেই তিনি আর গবেষণা থেকে চিত্তবিক্ষেপ ঘটতে দিতেন না। যদি কোনও কৌতুহলী প্রতিবেশী দেখা করতে আসত তিনি ভালুকের মতো অবস্থায় এসে অভ্যর্থনা করতেন,—একমুখ দাড়ি, পায়ে গোড়ালি-ছেঁড়া-মোজা আর চটি, পুরনো সৈনিকের কোট গায়ে। আর তিনি করমর্দনের জন্যে ঝুলোঝুলি করবেনই—অবশ্য সদ্য আবিষ্কৃত রাসায়নিক পদার্থে তাঁর হাতের কনুই অবধি মাখা-মাখি নোংরা! আগন্তুক যতোই বিরক্ত হোক, প্রত্যাখ্যান করতে চাইত না। আর নিজের অবস্থাটা টের পাওয়ার আগেই সে দেখত যে তার শার্টের আস্তিনটা তার গায়ের ওপর ফালা-ফালা হয়ে ঝুলছে। আর আগন্তুক মহিলা হ'লে, তার কোমর জড়িয়ে ধরতেন—তাঁর আঙুলে তখনও ফিতে-ক্রিমি ধরা রয়েছে, ক্রিমিটাকে এর আগেই তিনি টুকরো টুকরো করে কেটেছিলেন। মহিলাটি যখন ভয়ার্ত কণ্ঠে চেঁচামেচি করতে করতে বাড়ি থেকে পালাবার জন্যে দৌড়তো তখন তিনিও তার পিছু ধাওয়া করে গিয়ে মহিলার পোশাকের মাটিতে লোটানো অংশটা পা দিয়ে মাড়িয়ে ছিঁড়ে দিতেন। এই ভাবেই আস্তে আস্তে তিনি দর্শনার্থীদের একেবারে নিরুৎসাহ করে ফেল্‌লেন।

"তাঁর আর একজন বন্ধু ছিলেন টলস্টয়, তাঁর সঙ্গে পত্রালাপ ছিল—টলস্টয়ের মতো মাঝে মাঝে গাঁয়ের কোনো সরলা মেয়েকে এনে বাড়িতে রেখে, আর পাঁচরকমের বিষয়ের সঙ্গে একটু ব্যাকরণও শেখাতেন আর তারপর পিটার্সবার্গের কোনো ভদ্রলোকের সঙ্গে তার বিয়ে দিতেন—মেয়েটিকে নিজের ভাইঝি ব'লে পরিচয় দিতেন। এইভাবে তিনি ভবিষ্যৎ বুদ্ধিজীবীদের গোড়াপত্তন করেন। তবে তাঁর কোনও স্খলনের জন্যে কখনও তাঁকে বিপদে পড়তে হয় নি, কেন না স্বয়ং সম্রাট তাঁকে অত্যন্ত সম্ভ্রমের চোখে দেখতেন। বস্তুতঃ জার প্রথম নিকোলাস বহুবার তাঁকে আমাদের উত্তরাঞ্চলের রাজধানীতে গিয়ে স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য পীড়াপীড়ি করেছেন—শুধু তাই নয় মোটা মাসোহারা দিয়ে তাঁকে রাজ জ্যোতিষীর পদও দিতে চেয়েছেন। ডিসেম্ব্রিস্টদের (১) উন্মূলিত ক'রে তিনি এই উপায়ে লৌকিক প্রতিহিংসার জোয়ারকে, যে জোয়ার দেশের চতুর্দিকে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠছিল তাকে, বাঁধ দিয়ে ঠেকিয়ে রাখার আশা করেছিলেন—কিন্তু অদূষনীয় বিজ্ঞানীটি অটল রইলেন ঃ

॥ ১ ॥ অভিজাত সমাজের উদারপন্থীদের নেতৃত্বে ১৮২৫-এর ডিসেম্বরে যে ব্যর্থ বিদ্রোহ ঘটেছিল।

' "হে মহামহিমার্ণব সম্রাট, ওটি হবে না"। তিনি বললেন—"কালই আমি অনুকূল বাতাসে পাল তুলে আমার পেনেটেসের বাড়িতে যাত্রা করব। আমার নিজের জমিদারিতেই আমার মৃত্যু, ললাট লিখনে আছে—ঈশ্বরের অভিশপ্ত নগরী লিউবিমভের সন্নিধানে আমার মৃত্যু হবে! আর ওই লিউবিমভ্‌ উত্তরকালের ইতিহাসে আপন স্থান ক'রে নেবে—সে আপনি দেখতেই পাবেন। আর সম্রাট আপনি, সম্ভ্রান্ত কমিশারগণ, সেনেটের সদস্যবৃন্দ, গভর্ণরেরা, আপনারা এবং আপনাদের মোহিনী কন্যাদের শেষ পরিণতি খুব চটচটে।" ব'লে তিনি আঙুলগুলো তুলে সশব্দে এমন ভঙ্গী করতেন যেন বন্দুকের ঘোড়া পিছন দিকে টানছেন।

'সভাসদেরা এটা মোটেই পছন্দ করেন নি কিন্তু তাঁরা এটা তামাশা ব'লেই ধরে নিয়েছিলেন এবং বিরস হাসি হেসে বিখ্যাত পরহিতব্রতীর ছিটুলেমোকে প্রশ্রয় দিয়েছিলেন আর কি। তবে ১৯১৭-তে যেদিন তাঁর খবরের কাগজে তিনি পড়লেন, রাজা-উজীরদের দলকে-দল আসামীর কাঠগড়ায় খাড়া করা হবে……' বুড়ো ভদ্দরলোক সেই দিন একা-একাই খুব একচোট হেসেছিলেন।

—'এটা আবার কিরকম? সাভেলি, একটু মায়া-দয়া করো! তিনি কি ক'রে তাঁর খবরের কাগজে এটা পড়বেন? খবরের কাগজ পড়বার জন্যে তখনও তিনি বেঁচে ছিলেন না ত?

—'এই ত, কম্‌রেড মেক্‌পীস তুমি না কথা দিয়েছিলে যে বাগড়া দেবে না!' আচ্ছা, স্যাম্‌সন স্যাম্‌সনোভিচের জীবনে কতকগুলো অস্বাভাবিক বৈশিষ্ট্যময় ব্যাপার ছিল এটা আমার জানা আছে এটা আমার জানা আছে এটা তুমি মানো তো, না কী? কোন্‌খানে ছিলাম …? এবার বোঝো তুমি কী করেছ…আমি খেই হারিয়ে ফেলেছি।……'

—'আচ্ছা, ঠিক আছে, আমি চুপ মেরে পড়ে থাকব। ওই যে, যেখানে তোমার প্রোফেরান্‌সভ্‌ কথা বলছিলেন প্রথম নিকোলাসের সঙ্গে—আর তাঁর কথার ভেতর দিয়ে, আমায় তুমি দেখাচ্ছিলে যে তিনি সম্রাটের সামনে নিজেকে কেমন সাচ্চা বোল্‌শেভিক প্রতিপন্ন করেছিলেন।

—'মোটেই তিনি তা করেন নি। আমি কক্ষণো এই ধরনের কোনো কিছু বলি নি। প্রোফেরান্‌সভ যাকে বলে সম্পূর্ণ নিষ্কলঙ্ক জীবন যাপন করতেন —রবিন্‌সন্‌ক্রুশো তাঁর দ্বীপে যেমন চুপচাপ শান্তভাবে কাটাতেন, তিনিও তেমনি

ছিলেন। জীবনে তিনি কখনও কোনো অবরোধ তৈরি করেন নি আর তাঁর জানলার শার্সি বাজানো ছাড়া অন্য কোথাও কোনো ড্রাম পেটান্ নি। আপন ঘরের ওই জানলার সামনে বসে' তিনি তাঁর বাগানের তুষারাচ্ছন্ন ঝোপ-ঝাড়ের দিকে তাকিয়ে বসে থাকতেন (জানলাটা বোহেমিয়ান কাচ দিয়ে বানানো—ডাল্‌মাশিয়া থেকে বিশেষভাবে বায়না দিয়ে আনানো হয়েছিল)। এই ভাবে বসে বসে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে প্রকৃতির শোভা নিরীক্ষণ করতেন আর সৃষ্টি-রহস্যের গভীরে ডুবে যেতেন। তারপর একসময়ে তাঁর ধ্যান ভঙ্গ করতো তাঁর জার্মান গৃহ পরিচালিকা—ওক কাঠের দরজার ওপরে ধাক্কা-ধাক্কি ক'রে, বাইরে থেকে বলত—'খাবার দেওয়া হয়ে গেছে স্যর! তাড়াতাড়ি এসে খেয়ে না নিলে খাবার ঠাণ্ডা হয়ে যাবে।'

'কিন্তু তোমার মতোই তিনি এদিক থেকে মন্দ ছিলেন, বুঝলে কম্‌রেড মেক্‌পীস, একটু অবকাশ নিয়ে মানুষের মতো খাওয়াদাওয়া করবে না—এটা কেমন! "গ্রাস্যা আমি কি করে খাওয়ার কথা ভাবতে পারি!" তিনি তিক্ত ভাবে বলতেন—"দুনিয়ার থেকে প্রেম-ভালোবাসা যখন উধাও হয়ে গেছে আর তাই আমি শুধু চিন্তা করছি মানুষের হৃদয়ে সেই ভালোবাসাকে কেমন ক'রে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা যায়? এ ছাড়া আর কিছু ভাবতে পারছি না। আমি যখন এই রহস্য নিয়ে ভেবে মরছি তখন কি না তুমি এসে আমার কাছে ভার্মি-সেলির (একজাতীয় খাদ্যোপকরণ) কথা শোনাচ্ছ! এতটুকু শান্তি কি কখনো পাবো না?" আর যে মুহূর্তে আহার চুকতো অমনি তিনি আবার ফিরে যেতেন সেই চিন্তায় যা তাঁকে অস্থির বিক্ষুব্ধ করে রেখেছে। আবার চলতো জানলায় ড্রাম পেটানো। এই ভাবেই দিন কাটছিল। এমন সময় হঠাৎ একদিন তাঁর গৃহ-পরিচালিকাকে বললেন:

' "ফ্রোসিয়া" তিনি বললেন…'

'তার নাম গ্রাশা ছিল না?'

'আচ্ছা, এর মধ্যে কি তিনি গৃহপরিচালিকা বদল করতেও পারেন না? আমার পিছনে কাঠি দেওয়া বন্ধ করো! "ফ্রোসিয়া" তিনি বললেন, "আমার একটা [illegible]শে গরম অধোবাস ভর্তি করে গুছিয়ে দাও, বুঝলে! কালকের মধ্যে এটা তৈরী চাই আমার। অনুকূল বাতাসে আমি ভারতবর্ষে যাত্রা করছি।"

'মুখের কথা খসাতে যা দেরি! সত্যি প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই তিনি যাত্রা

করলেন। ধনদৌলত জলে ফেলে দিয়ে, স্যাম্‌সন স্যাম্‌সনোভিচ্‌ রুশীয় ফ্রিগেট (যুদ্ধ জাহাজ) ভিটিয়াজে চড়ে বসলেন এবং ভারতের পথে যাত্রা করলেন।

'ভারত। যুগ-যুগান্তিরের পরিব্রাজকদের স্বপ্নের দেশ, তার জাঁক-জমক ঐশ্বর্য আমরা ধারণাই করতে পারি নি। আমাদের উত্তরে বসন্তের মাধুর্য দিয়ে সেখানকার সৌন্দর্যকে ভাবাই যায় না, আমাদের দৃপ্ত গ্রীষ্মেরও তুলনা তার সঙ্গে চলে না, আর আমাদের সোনাঝরা শরৎ দিয়েও সেখানকার ঐশ্বর্য ধারণায় আনা যায় না—একমাত্র টিশিয়ান অথবা লেভিতানের(১) বর্ণপাত্রে তার প্রতিদ্বন্দ্বিতা সম্ভব! একমাত্র রুশীয় শীতই আমাদের কল্পনাকে রীতিমত ভরসা দিতে পারে—আমাদের শীতের সে জঘন্য বর্বর ঠাণ্ডার সঙ্গেই উষ্ণমণ্ডলের প্রখর গ্রীষ্মের তুলনা চলে। এখানকার জানলার শার্সিতে লায়না-লতা, তুষারের ওপর এর তারকা-মণ্ডল মকর রাশি, আর এর প্রতিটি তুষার-কনায় অর্কবিদ্যার (Crystallography) সমস্ত যাদু উজাড় ক'রে দিয়ে সাজিয়ে ভগবান আকাশে ছেড়ে দিয়েছেন, তারা যেন ছোট-ছোট পাখীর মতো গুন্‌-গুনিয়ে ডানা ঝাপ্‌টে আকাশে উড়ে বেড়াচ্ছে একবারটি তোমায় স্কি লাগিয়ে সেখানকার জঙ্গলে যেতে হবে, ব্যস—সেখানকার তাল গাছের তলায় বরফজমাট নিস্তব্ধতার মধ্যে দেখবে হাতীর দল বায়ুতাড়িত তুষারে পরস্পরকে অনুরাগভরে আলিঙ্গন করছে, বাইসন (একজাতীয় বুনো মোষ) আর টেপিররা ঘুরে বেড়াচ্ছে পিছ্‌লে-পড়া উজ্জ্বলতা নিয়ে, তুষারমণ্ডিত জিরাফেরা ডালের ভেতর দিয়ে লম্বা গ্রীবা বাড়াচ্ছে,—তুমি বুঝতেই পারবে না যে, তুমি রাশিয়ায় আছো না ভারতে, আর তুমি নিজের মনে বলবে : ঈশ্বর আমাদের এই অভাগা দেশকে নিশ্চয়ই ভালোবাসেন নইলে আমাদের বনরাজিকে এমন সৌন্দর্যে মণ্ডিত করতেন না।

'দীর্ঘ চারটি বছর কেটে গেছে এর মধ্যে। তারপর স্যামসন স্যামসনোভিচ্‌ জাহাজ নিয়ে আপন দেশের উপকূলে ফিরলেন।

' "আরে বুড়ী, তুমি এখনো বেঁচে আছো? তোমায় দেখে খুশী হলাম!" তাঁর নার্স আরিনা রেডিওনোভ্‌নাকে মিষ্টি ক'রে বললেন তিনি। নার্স তখন বাড়ির দেউড়িতে একজন সার্জেন্ট মেজরকে বাহু দিয়ে জড়িয়ে ধরে' ভাবের ঘোরে মগ্ন হয়ে বসেছিল।

' "এই মিখেইচ্‌, ওঠো জাগো, মনে হচ্ছে যেন মনিব ফিরে এসেছে।"

।। ১ ।। রুশীয় চিত্রাশিল্পী (১৮৬০-১৯০০) রুশীয় ভূদৃশ্যের কাব্যিক রূপদানের জন্য বিখ্যাত।

ব'লে সে পাকানো গোঁফওয়ালা মাতাল সার্জেন্টকে ধাক্কা দিয়ে ঠেলে বরফের মধ্যে ফেলে দিয়ে, একটা লাঠির ডগায় লণ্ঠন বেঁধে নিয়ে মালিকের পথে আলো দেখাতে চলে গেল।

'প্রোফেরান্সভ তাঁর পড়ার ঘরের দরজা বন্ধ ক'রে এক নাগাড়ে একমাস ধরে' একখানা বই নকল ক'রে কাটালেন—বইখানা তাঁকে ভারতের আটামান্রা (কর্তাব্যক্তিরা) দিয়েছিল। তারপর ম্যালেরিয়াতে সেই যে বিছানায় শুলেন আর ওঠেন নি।

"লাভোয়াজিয়েকে জানিয়ে দাও, টল্স্টয়কে একটা খবর পাঠাও।" অসুস্থ অবস্থাতে তিনি বিড়বিড় করে বলতে লাগলেন।

"আমরা হিসেবে মস্ত বড় একটা ভুল করেছি। জীবনের উদ্দেশ্যটা নয়··· জীবনের উদ্দেশ্য হ'ল···"—ওই অবধিই তিনি পৌছেছিলেন। বাণীর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশটাই না-বলা রয়ে গেল।

'চিরকাল এই রকমটাই হয়। একটা মানুষ বাঁচে আর পরিকল্পনা করে আর নিজের দিকেই চক্রান্তকারীর মতো মিট্ মিট্ ক'রে তাকায় আর যেন বলতে চায় "ধৈর্য ধরো, ভোলোদিয়া, আর বেশি দেরি নেই।" কিন্তু যখন বিরাট রহস্যটা আসলে কী সেটা বিশদ ব্যাখ্যার সময় আসে, তখন—সে শয্যাশায়ী, তোশকের স্প্রিং তার পিঠের চামড়া ছাড়িয়ে তুলে নিচ্ছে আর সে খাঁটি যথার্থ কথাগুলো খুঁজে পাচ্ছে না। আর সেখানেই পরিসমাপ্তি।

'তবে স্যামসন স্যামসনোভিচের কিন্তু সেখানেই পরিসমাপ্তি হয় নি। তারা তাঁকে শবাধারের মধ্যে ঢুকিয়ে, যথারীতি অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সহকারে সমাধি দিয়ে ছিল। কিন্তু খুব শীগ্গিরই তিনি ফিরে এসেছিলেন। তাঁর পর্যটনকারী আত্মা ঘুরে ঘুরে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল আর ঘরের আকর্ষণকে রোধ করতে পারে নি ব'লেই, তাঁর আবিষ্কারের চারপাশে ঘুরপাক খাবার জন্য প্রবল ইচ্ছা অনুভব করছিল কি না তা বলতে পারব না—আমি এইটুকু বলতে পারি যে, প্রতিদিন সন্ধ্যেবেলায়, পরিবারের সবাই যখন খেতে বসত, তখন বিদেহী অবস্থায় স্যামসন স্যামসনোভিচ সেখানে উপস্থিত থাকতেন। গ্যালারিতে ঘোরা-ফেরা করতেন, গজ্রাতেন আর হেলেদুলে পায়চারি করতেন আর তারপর তাঁর পড়ার ঘরে গিয়ে নিজের কলম দিয়ে আঁচড় কাটতেন। তিনি এমনই পরিচিত হয়ে উঠেছিলেন যে, যদি কোনোদিন তাঁর আসতে দেরি হ'ত তাহলে সবাই তাঁর অভাবটা অনুভব করত। তারা তাঁকে তাদের সৌভাগ্য আনয়নকারী সত্ত্বা

ব'লেই ভাবতো আর পরিবারের অভিভাবক ব'লে মনে করত—আমাদের এই নীতি বিবর্জিত যুগে এইসব প্রথা আমরা হারিয়েছি, অপূরণীয়ভাবেই হারিয়েছি।

'অনুমান করছি তুমি জানতে চাইবে যে, হঠাৎ কোথা থেকে এইসব আত্মীয়রা আমদানী হ'ল। বুঝলে, একটা গল্প আছে যে সেই গভর্নরের মেয়েটা তার পিতৃ পরিচয়হীন চ্যাংড়া বাচ্ছাটাকে তাঁর দরজার পৈঠের ওপর ফেলে দিয়ে গিয়েছিল আর তিনি দুর্বলকে রক্ষা করবার ইচ্ছাবশতঃ মায়ের হয়ে ছেলেটাকে মানুষ করেছিলেন। কিন্তু আমার নিজের ধারণা যে, তিনি যখন মৃত্যুশয্যায় অবশেষে তখন তাঁর প্রিয়তমা নার্সকে বিয়ে করেছিলেন—তাঁর বাল্যের লীলাসঙ্গিনীও ছিল ওই নার্স আরিনা রোডিওনোভ্‌না। আর সেই জন্যেই, আমি ত তোমায় বলেছিলাম যে এমনও হতে পারে যে তুমি এবং আমি দু'জনেই সেই প্রাচীন রুশীয় দার্শনিক ধারার উত্তর-পুরুষ। সে সম্ভাবনাটা খুব বেশি।

'থাক, আমরা আবার পেনেট্‌সে ফিরে যাই। একদিন সন্ধ্যেবেলায় বৃদ্ধ দম্পতি বাড়িতেই ছিল, কিন্তু তাঁর আসার সময় পেরিয়ে গেল তবু দাদুর কোনো পাত্তা নেই! তাঁর জন্যে অধীর উৎকণ্ঠা নিয়ে তারা অপেক্ষা করতে লাগল, আর সময় কাটাবার জন্যে পুরনো কালের কথা নিয়ে গল্প জুড়ে দিল—তাদের ছোট্ট মেয়ে তানিয়ার আবার ভূতের ভয় ছিল, বোকা মেয়েটা ভাবতো যে ওই ভূতটা ওকে গিলে ফেলবে! "আরে, তুই জানিস না, উনি হচ্ছেন আমাদের দাদু, আমাদের অভিভাবক প্রেতাত্মা।" ওরা বল্‌তো মেয়েকে,—"উনি যদি রেগে যান আর রাগ ক'রে আমাদের ত্যাগ করেন তাহলে সেটা হবে খুব দুর্লক্ষণ!" এইভাবে ওরা স্মৃতিচারণ করতে করতে কান পেতে'রইল, কখন গ্যালারির কাঠের মেঝের ওপরে খট্‌-মট আওয়াজ হবে! আজকাল দাদু ছাড়া গ্যালারিতে আর কেউ চলাফেরা করতে সাহস পায় না। কিংবা তিনি হয়ত তাঁর পড়ার ঘরে ঢুকে দেখবেন যে সেখানকার অদাহ্য বাতিটা খালি ঘরে জ্বল্‌ছে কি না। কিন্তু কোথাও কোনো আলো নেই। বাগানের প্রাচীন ওক গাছগুলোর বিলাপ ছাড়া অন্য কোনো শব্দও নেই!

'এইভাবে সে-রাতটা কাটল আর তারপরের রাত আর তৃতীয় রাতও পার হয়ে গেল—তবু কিছু হল না!

'তানিয়ার জন্যে দুশ্চিন্তার অন্ত নেই—পরিবারের কেউ না কেউ নিশ্চয়

কোনো বিপদে পড়েছে—তারা দু'জনে অত্যন্ত তাড়াহুড়ো করে মস্কোতে হাজির হ'ল, কেন না সেখানেই তানিয়া স্বামী আর সন্তানদের নিয়ে বাস করছে (গানের স্কুলের পাঠ শেষ ক'রে বেরিয়েই ও মনের মতো একটি বর পেয়েছিল)। কিন্তু সেখানে পৌছে তাঁরা অবাক্ হয়ে গেলেন, সেখানে কারুর কিছু হয়নি—ছেলেমেয়েরা ভালোই আছে, আর তানিয়া দিব্যি আনন্দে আছে বেশ মোটা হয়েছে। বোঝাই যাচ্ছে যে, বিয়েটা সুখেরই হয়েছে। ওর স্বামী কান-এঁটো করে হাসতে লাগল।

"দাদু যে আর একবার ভারত ভ্রমণে গিয়েছেন এটা ত স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে।..."

'কিন্তু তার পরদিনই জমিদারি কর্মচারী ট্রেনে ক'রে ছুটতে ছুটতে এসে হাজির! তার মাথা-থেকে পা অবধি সর্বাঙ্গ ভুষোয় ভর্তি। সে বলল এসে, তারা যে-রাতে বাড়ি ছেড়ে চলে এসেছে সেই রাত্রেই তাদের বাড়িটা আগুন লেগে পুড়ে ছাই হয়ে গেছে—মশালের মতো দাউ দাউ শিখা উঠে ছিল।—"ভাগ্যে বাড়ির মধ্যে কেউ ঘুমোচ্ছিল না, তাহলে তাদের কেউ বাঁচাতে পারত না।—আপনারা আশ্চর্য যেন যাদুমন্ত্র বলে রক্ষা পেয়েছেন!"

'বিপ্লব শুরু হয়ে গেছে। ওই অঞ্চলের সবচেয়ে বড় ধনীর বাড়ি আর খামারের কিছু বলতে কিছুই ছিল না—বিরাট একটা পাথরকুঁচির স্তূপ আর ধোঁয়ার কয়েকটা আঁটি এই ছিল!

' "এবার দেখতে পাচ্ছ তো।" প্যারিসে যাত্রার জন্যে স্যুটকেশ গোছাতে গোছাতে মা বলল—"আমি যা বলেছি তোমায়, ঠিক তাই হ'ল। দাদু ত তিন রাত্তির বাইরে বাইরে কাটিয়েছেন ওই জন্যেই—তিনি জানতেন একটা গোলমালের ঘোঁট পাকাচ্ছে—বাতাসে তিনি কেরোসিনের গন্ধ পেয়েছিলেন। তাই এইভাবেই সংকেতটা দেওয়ার উপায় ঠাউরে নিলেন। আমাদের বুড়ো বন্ধুর প্রতি যারপরনাই কৃতজ্ঞ থাকতে হবে! আর তাহলে বাড়িখানা এখন ছাই হয়ে গেছে, মালিক ধোঁয়া হয়ে বেরিয়ে গেছে আর ভূতও চিরদিনেরা মতে নির্বাসিত!"

'কিন্তু এখানেই বাস্তুত্যাগীদের ভুল হয়েছিল। তাদের বাড়িখানা অবিশ্যি ছাই হয়ে গিয়েছিল কিন্তু ভূত ঠিকই রয়ে গেল, বরং তার কর্মক্ষেত্রটা আরও বাড়িয়ে ফেলল সে।

'অবসরপ্রাপ্ত একজন চেকিষ্টের(১) কাছে একথা শুনেছি, লোকটার সঙ্গে আমি একবার সুরা পান করছিলাম এন-ই-পি'র (NEP) (২) প্রথম আমলে একদিন এক চায়ের দোকানে 'রেড্‌-আর্মি'র একদল লোক নিয়ে তিনি ঢুকে পড়েছিলেন—একটু গরম হয়ে নেবার জন্যে আর সেই সঙ্গে ওরা পিছন দিকে যে বেআইনী মদ রেখেছে তার একটা রিপোর্ট লিখে ফেলার জন্যে।

'হঠাৎ তিনি কানের মধ্যে একটা কড়্‌-কড়্‌ আর কেঁচর-কেঁচর শব্দ শুনতে পেলেন, মনে হ'লো কেউ যেন শব্দগ্রাহকের মধ্যে ঢুকে পড়েছ আর সেই কণ্ঠস্বরটা বলছে :

' "হালো, হালো, লাভোয়াজিয়েকে ফোনে ডাকো, ট্রট্‌স্কিকে জিজ্ঞাসা করো—মানুষের হৃদয়ে ভালোবাসা ফিরিয়ে আনবে কে? এক নজরে সৃষ্টি রহস্যকে পরিবৃত করবে কে?"

'চেকিস্ট মুখ তুলে চাইলেন, আর দেখলেন ঘরখানার পিছনে ভগ-যন্ত্রের কাছে এক বৃদ্ধ বসে আছেন, মুখখানাতে বুদ্ধিজীবীর ছাপ। তিনি বসে চা খাচ্ছিলেন আর খবরের কাগজ পড়ছিলেন এবং একটি কথাও বলছিলেন না।

'বুঝলে, ওরা যখন ভেবে স্থির করল যে ভদ্রলোকের দলিল-পত্র দেখতে চাইবে ততক্ষণে তিনি উঠে পড়েছেন, কোটের গলা অবধি বোতাম এঁটে। মাথায় টুপীটা চেপে সেঁটে, এক ঝলক ধূসর বাষ্পের মেঘ ছড়িয়ে তিনি টগবগে ফুটন্ত স্যামোভারের গন্ধ আর গর্জনের মধ্যে উবে গেছেন! তাঁর পরিত্যক্ত স্থানে ওঁরা তামার একটা প্রাচীন মুদ্রা পেলেন, মুদ্রাটিতে দু-মাথাওয়ালা একটি ঈগল উৎকীর্ণ; আর 'ইজ্‌ভেস্তিয়ার' সান্ধ্য সংস্করণ, এটি একেবারে সদ্য ছাপাখানা থেকে আনা! কিন্তু ওপর দিকে ভেতরের ছাদের গায়ে অদৃশ্য একটা কম্বলের জুতোর ভিজে ছাপ ক্রমেই কোণের ঘুলঘুলির দিকে কচ্‌-মচ্‌ শব্দ করে এগিয়ে যাচ্ছে—আর কড়াইএর গুরু-গুরু আওয়াজের ভেতরে একটা বিচিত্র কণ্ঠস্বর শোনা গেল :

"আমরা আবার হিসেবে ভুল করেছি। কিন্তু লিউবিমভ্‌ নগরী স্বাক্ষর রাখবেই।"

॥১॥ চেকিস্ট : বিপ্লবের অব্যবহতি পরবর্তী কয়েক বছর নিরাপত্তা ব্যবস্থাকে চেকা বলা হ'ত, চেকার সভ্যদের চেকিস্ট বলা হত।

॥২॥ NEP—NEW ECONOMIC POLICY—লেনিন তাঁর শেষ জীবনের কয়েক বছর অর্থনৈতিক ব্যবস্থার কিঞ্চিৎ শিথিলতা প্রবর্তন করেছিলেন।

'তাঁরা বাইরের দিকে তাকালেন কিন্তু সেখানে জনপ্রাণী নেই—স্তব্ধ নীরবতা ছাড়া কিছু নেই, চাঁদের আলোয় তুষার ঝিক্‌মিক্‌ করছে। আর একখানা স্লেজগাড়ির বাহকেরা পৃথিবীর অন্য সীমান্ত থেকে হাঁকছে—'হিস্ট-চেকিস্ট-হিস্ট-চেকিস্ট!" ঠাণ্ডাও তেমনি প্রচণ্ড পড়েছিল।

'হয়েছিল কি, আর এক শীতে ওই এর্কই চেকিস্ট, গোর্কিতে লেনিনের বাড়িতে পাহারায় মোতায়েন ছিলেন। কাঠের দেয়ালের এপার থেকেই, শুনতে পেতেন ইলিচের কথাবার্তা—কেন না, ঠিক ওপারেই ত উনি প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার খসড়া নিয়ে কাজ করছেন আর সেই সঙ্গে তাঁর চিকিৎসাও চলছিল। রোজই রাতে প্রায় একটা অবধি তিনি বসে বসে কাজ করতেন, তাঁর গণনাযন্ত্রের (abacus) পুঁতিগুলো সরানোর শব্দও শোনা যেত! তারপর রাত একটা নাগাদ তিনি পা টিপে টিপে বেরিয়ে আসতেন—মাথায় টুপী নেই, গায়ে কোট নেই, পাৎলুনের পকেটে দুটো হাত ঢোকানো—ফাঁকা হাওয়াতে হাঁফ ছাড়ার জন্যে তিনি উঠোনে নেমে আসতেন। অবিরাম তুষার পাতের মধ্যে তিনি দাঁড়িয়ে থাকতেন, পা দিয়ে বরফ রগ্‌ড়াতে-রগ্‌ড়তে নিজের চার ধারে চেয়ে দেখতেন তাঁর আশ-পাশে আর কেউ আছে কিনা। যদি দেখতেন কেউ নেই, তাহলে তিনি মাথাটা পিছনে হেলিয়ে দিতেন—টাক-পড়া চাঁদিটার ওপর চাঁদের আলো ঠিক্‌রে পড়ত।···

'মনোযোগ সহকারে, নিয়মিতভাবে চাঁদের দিকে চেয়ে লেনিন ঘেউ ঘেউ শব্দ করতে—হ্যাঁ আমাদের ইলিচ্‌ চাঁদের দিকে চেয়ে ঘেউ ঘেউ ডাক ছাড়তেন। কেন না তিনি জানতেন অল্প দিনের মধ্যেই তাঁর মৃত্যু হবে। জ্যোৎস্নাময়ী রাতে প্রত্যহ একই ব্যাপার ঘটতো। তিনি ঘেউ ঘেউ ক'রে একটু থামতেন, কান খাড়া ক'রে শুনতেন, আর তারপর আবার গর্জন শুরু করতেন—যতক্ষণ পর্যন্ত তাঁর শীত না লাগতো ততক্ষণ অবধি এইভাবে তাঁর কাটতো। শীত লাগলেই তিনি পিছন ফিরে উর্ধ্বশ্বাসে দৌড় দিতেন, গায়ে যতো শক্তি আছে সবটুকু দিয়ে প্রাণপণে ছুটতেন, আঁধারের মধ্যে তাঁর সবুজ চোখ দুটো ঝিলিক দিত। ফিরে তিনি আবার লেখায় বসতেন, আর হিসেব করতেন আর আমাদের জীবনকে কোন্‌ পথে পরিচালিত করতে হবে তার পরিকল্পনায় বসতেন। তার পরও তাঁর ছোট্ট ঘরের আলো অনেকক্ষণ জ্বলত।

'তুমি আমায় প্রশ্ন করবে, এর সঙ্গে আমার কাহিনীর সম্পর্কটা কোথায়

—তা অবিশ্যি নেই। তবে এইটুকু মাত্র সংগতি আছে—তা হ'ল যদি লেনিনেরও, ভ্‌লাদিমির ইলিচেরও ভালো-মন্দ মেজাজ থাকে তা হলে একজন রুচিবান রুশী ভদ্রলোকের, যিনি জীবনে কারও কোনো অনিষ্ট করেন নি, আর যিনি চরম উন্নত মার্গে পৌছবার এর চেয়ে অনেক বেশি নিরাপদ পন্থা খুঁজে পেয়েছিলেন,—তাঁর ত মেজাজ থাকতেই পারে। বুঝলে এটাই বিস্ময়কর ব্যাপার যে, অনেক উদ্ভট আজগুবি কথা যারা বিশ্বাস করে তারাও বাস্তব ঘটনাকে সত্য ব'লে মানতে রাজী নয়। এমন কি তুমিও, কম্‌রেড্‌ মেক্‌পীস···। অথচ এই তোমার জীবনীর মালমসলাতে কয়েকটা বিচিত্র খুঁটিনাটি রয়েছে। এই ত আজ রাতেই তুমি যখন চাঁদ দেখে ওইরকম মুগ্ধ হয়েছিলে, তখন আমার কেবলই মনে হচ্ছিল, যে কোনো মুহূর্তে আমার ওপর লেনিন ক'রে বসবে। —তুমি! একেবারে ঋষি মানুষ, আমাদের ইতিহাসে সব চেয়ে বড় সেনাপতি···তোমায় বিরক্ত করছি নাকি, কী বিরক্ত হচ্ছ?··· ···ও যদি ঘুমিয়ে না পড়ে থাকে ত কী বলেছি! অথচ আমার অর্ধেকটাই এখনো বলা হয় নি···। নাক ডাকছে! সেনাপতিত্ব করতে করতেই মানুষটা নিঃশেষ হয়ে গেছে! একবার চেয়ে ছাখো, ট্যারা-চোখো শয়তান! ভগবান আমায় মাফ ক'র—গভীর ঘুমে অচেতন!

'আহাম্মক কুকুর। ওর ধারণা যে ও সবজান্তা। যেহেতু পারিবারিক একখানা পুঁথি উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছে আর ভদ্র সমাজের অ-আ-ক-খ জেনেছে, ব্যস অমনি ভেবেছে যে হাতে স্বর্গ পেয়েছে! মোদ্দা, বন্ধু আমার, সেটা মোটেই ঠিক নয়, তুমি পাও নি। তোমার প্রভাব কমে আসছে, আমি নিজেই বেশ টের পাচ্ছি। ভাগ্যরথের চাকা কোন্ দিকে ঘোরে—সেটা আমাদের দেখা এখনও বাকী আছে।···আরে তুমি কাত্‌রাচ্ছো কেন? ঘুমোও, বিশ্রাম করো।···এখনও তোমার শক্তির প্রয়োজন রয়েছে। ভগবানের কাছে এই প্রার্থনা যে তোমার মা একবার ফাদার ইগ্‌নেশিয়াশের সঙ্গে দেখা করুন, আর তুমি ভালো হয়ে ওঠো—তোমার মাথার অসুখ সেরে যাক, স্বাভাবিক হয়ে ওঠো! কেন না এটা ত (ভর হওয়া) মন্ত্রমুগ্ধ অবস্থা, হ্যাঁ এটা তাই, আগাগোড়া। আর এ দিকে শহরের লোকেরা বলাবলি করছে—তোমার সম্বন্ধে আর তোমার শয়তানি যাদুবিদ্যা সম্পর্কে! আর হয়ত খুব শীগ্‌গিরই সবাই মিলে বলতে থাকবে—'এসো, আমরা ওই ট্যারা-চোখোকে একঘরে' করি—নইলে হয়ত একদিন ওরই

জন্যে সামরিক বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে আমাদের জবাবদিহি' করতে হবে।”

“এই বুড়ো দামড়া, সরে' শোও! আরে ঘুমোবার সময়েও কি কনুইটা আপনার হেফাজতে রাখতে পারো না? আচ্ছা, বেশ, ঠিক আছে! আমি তোমার পার তলাতেই শোবো। কিচ্ছু ভেবো না। তোমায় আমি নদীর ভাঁটিতে বেচে দেবো না। আমি তোমার পেয়াদা, তোমার পরামর্শদাতা আর আমি তোমার ধাত্রী। আরিনা রোডিওনোভ্না। রুস্লান আর ল্যুডমিলা ॥(১) ভারত। আহা আমি যদি তোমার জীবনী লিখতে পারতাম তাহলে বেশ হ'ত। এখনও আমার সে বাসনা যায় নি। কিন্তু সময় যে কিছুতেই হবে না। ভগ-যন্ত্ররাজি। সামোভাররা। স্যামসন স্যামসনোভিচ। ভ্লাদিমির ইলিচ। রাশিয়া। ঘুমিয়ে পড়ো।'

॥১॥ পুনশ্কিরে মহাকাব্য।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

দাঁড়িপাল্লার ভারসাম্য বজায় রাখার ইস্পাত

পায়রাটা চক্কর দিয়ে শেষে মস্কোর দিকেই চলতে শুরু করল। অবশ্য তার উড়বার জন্যে কোনো দিক-সংকেতের প্রয়োজন ছিল না। তার রক্তের মধ্যেই নিজের সেই আদিম পায়রার খোপটির সহজাত টান ছিল, সেই টানেই সে ঠিক চলে যাবে শুধু তাই নয় ঘরে পৌছনোর আগাম-স্বাদের অনুভূতি তার উৎসাহ বাড়িয়ে দিয়েছে—এই কাহিনীর উপসংহার গোচরীভূত হওয়ায় (এখন সেটা স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে) লেখক যেমন ভরসা পাচ্ছেন ঠিক তেমনি। ওই পায়রাটাকে ঝুড়ির ভেতর থেকে ছেড়ে দেওয়াতে সে যেমন আপন ঘরে ফেরার জন্য তাড়াহুড়ো ক'রে উড়তে শুরু করেছে, লেখকও তেমনি আখ্যান-বস্তুর বাঁধুনি খুলতে উৎসাহিত।

তবে কেন পাখীটার বুকের মধ্যে একটা বিরুদ্ধ কণ্ঠে কেউ কথা কয়ে উঠল? কেন সে উৎকণ্ঠভাবে পিছনে ফিরে চাইল। আর শূন্যের মাঝে এমনভাবে ইতস্ততঃ দুলতে লাগল যাতে মনে হয় সে নূতন দিঙ্‌নির্ণয়ের প্রশ্নের সম্মুখীন হয়েছে?—বাছাই করতে যেয়ো না, দ্বিধা ক'র না! এখানে অনন্তকাল ছাড়া আর কিছুই নিমিত্ত বা লক্ষ্য নয়—না মাইল, না ঘণ্টা, না দিন! সোজা উড়ে চলো। না? হিসাবের ভুলের বশে আমরা কতো বারই না লক্ষ্যভ্রষ্ট হই!

মুহূর্তকালের সংগ্রাম, আর তার পরই পাখীটা উল্টো দিকে ঘুরল, তার পাখা ভারাক্রান্ত হ'ল কিন্তু উৎসাহ পুনরুজ্জীবিত। পাখীরা কিন্তু সাধারণতঃ অক্ষত অবস্থায় তার সহজাত নীতিজ্ঞান থেকে বিচ্যুত হয় না। পাখীটা ক্রমেই নীচে নেমে আসছে আর তার গতির স্থৈর্যও বিচলিত হচ্ছে—অচেনা শহরের পথে একটা খরগোস যেমন অনিশ্চিতভাবে এঁকে-বেঁকে চলে পাখীটাও তেমনি লাট্টু খেতে খেতে চলেছে। কয়েক ইঞ্চির জন্যে ঘণ্টা-ঘরের সঙ্গে ধাক্কা খেতে খেতে বেঁচে গেল, কেন্দ্রী-দফতরের ছাদের তারের বেড়া-জালের বাধাও কাটালো কোনোরকমে, কিন্তু—তাকে অভ্যর্থনা জানাবার জন্যে যে ঝুল বারান্দায় প্রসারিত হাতেরা প্রতীক্ষা করছিল, সেটির কাচের দরজার উজ্জ্বলতায় চোখ ধাঁধিয়ে যাওয়ায় পাখীটা অন্ধের মতো ভেতর উড়ে গিয়ে দেয়ালের গায়ে ধাক্কা

খেল এবং আছড়ে পড়ল। রক্তমাখা পালকের স্তূপ হয়ে সে মেক্‌পীসের পায়ের ওপর পড়ল।

'বন্ধুর একটু বাইরের হাওয়া খেতে বেরুনোর শখ হয়েছিল' বুঝি? বেশ, আর কখনো পারবে না!' উদ্ধারপ্রাপ্তের মৃতদেহের ওপর সে ঝুঁকে পড়ল। —'একটি পত্র-বাহক—আমি যা ভেবেছিলাম, ঠিক তাই! উত্তম, এবার দেখা যাক আমাদের আভ্যন্তরীণ শত্রুরা কী ঘোঁট পাকাচ্ছিল।' পারাবতের রক্ত হাতে না লেগে যায় সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রেখে, পাখীটার পায়ে বাঁধা ধাতব পাত্রটির মধ্যে থেকে ঠেসে গুঁজে দেওয়া একখানা পাকানো কাগজ টেনে বার করল। কাগজের এক পিঠে বড় হরফে ঠিকানা লেখা—

ANATOLE SOFRONOV. P.O B. 10001. MOSCOW—

আর তার উল্টো পিঠে লেখা আছে বার্তা, কোনো কারণে সেটা সাধারণ স্পষ্ট ভাষাতেই লেখা। ছোট ছোট ঠাস পরিচ্ছন্ন হরফে লেখার পাঠোদ্ধার করতে মেক্‌পীসের কোনোই অসুবিধে হ'ল না।

প্রিয় তোলিয়া,

তোমার বন্ধু এবং প্রাক্তন সহকর্মী ভিটালি কোটেভ আমি, লিউবিমভ্ থেকে তোমায় লিখছি। আচ্ছা তোলিয়া তোমার কি মনে পড়ে একদা আমরা মস্কোর নিস্তব্ধ পথে পথে কেমন ঘুরে বেড়াতাম আর সেই সময়ে আমাদের পড়া বই নিয়ে কেমন আলোচনা করতাম আর একেবারে আধুনিকতম নিরাপত্তা কৌশলগুলোর(১) খবর নিয়ে নিজেদের মধ্যে বাজি ধরতাম। কী ছেলেমানুষই না ছিলাম? সেগুলো যেন এখন স্বপ্ন মনে হয়! কিন্তু তোলিয়া, আমাদের যুগে স্বপ্নগুলো সত্য হওয়ার একটা সম্ভাব্য পন্থা রয়েছে! আমরা যে মগজ-বার্তা যন্ত্রের স্বপ্ন দেখতাম তার কথা তোমার মনে পড়ে—মানুষের মনের মধ্যেকার চিন্তার ফটোগ্রাফ তোলার একটা উপায় বার করার কথাই আমরা ভেবেছি, তাই না? আচ্ছা, এবার তাহলে শোনো: এই পদ্ধতিটা বাস্তবিকই রয়েছে, আর এটা আমাদের রামরাজ্যের সেই পদ্ধতির চেয়ে যন্ত্রগতভাবে অনেক বেশি নিঁখুত! মানুষের চিন্তাকে কেবলমাত্র ফিল্মের ওপর রেখায়িত করার বদলে, এতে, একেবারে শুরু থেকেই সরাসরি উদ্দিষ্ট পথে তাদের পাঠিয়ে দেওয়া হচ্ছে! এটা তুমি কেমন মনে করো? আমার প্রাক্-পরীক্ষণ কার্য সম্পূর্ণ হয়ে গেছে এবং এখন আমি বুঝতে পারছি

॥ ১ ॥ Abram Teitz লিখিত The Trial Begins (New York 1960) দ্রষ্টব্য।

যে, ঈর্ষাপর ক্ষমতাসীন আমলা আর অন্ধবিশ্বাসীরা মেকৃপীসের নামে অযথা নিন্দা রটনা করেছে। অবশ্য এটা এখনও দেখা বাকী রয়েছে যে, এর মধ্যে কোনও বিদেশী গুপ্তচর বৃত্তির সম্পর্ক আছে কি না! আমেরিকান গুপ্তচরদের সঙ্গে সমানে পাল্লা দিয়ে এঁটে উঠতে দেখেছি, বিশেষ আধারে রক্ষিত প্রেত আর অতীতের টিকে থাকা অন্যান্যদের সঙ্গেও সে রীতিমত টক্কর দিয়ে চলে তাও দেখেছি—এসব স্বচক্ষে দেখে স্থির করেছি এখানে এখন থাকবো। তোলিয়া, এখন আমার একমাত্র অস্থবিধে হ'ল এই যে, আমার ভাবধারাগুলো গুছিয়ে-গাছিয়ে নেবার আগেই বোকার মতো তার জানলা থেকে লাফ দিয়ে পড়েছি আর সেই সময়ে রেডিও-সেটটা ভেঙে ফেলেছি। তাই আমার বার্তাটা একটি বাহক পারাবতের মারফতেই পাঠাচ্ছি। পাখীটা অভিজ্ঞ এবং এর আগে পর্বতমালাও অতিক্রম করেছে সে—কাজেই বার্তাটা তোমার কাছে পৌছবে, তাতে আমার সন্দেহ নেই। বড়কর্তাকে ব'ল যেন লিউবিমভের বিরুদ্ধে বিমান বাহিনী না পাঠান, আমার ওই পরামর্শটা ভুলই হয়েছিল। অতএব, মেকৃপীসের সঙ্গে লড়াই করা ত দূরের কথা, তার এই উদ্যোগকে অভিনন্দিত করাই আমাদের উচিত। এবং তার শিক্ষামূলক পদ্ধতিকে আমাদের ব্যাপকভাবে প্রয়োগ করা উচিত। বর্তমান পরিস্থিতিতে আমাদের উপর এই দায়িত্ব ন্যস্ত। তোলিয়া তুমি ত আমায় জানো! আমি যে বস্তুনিরপেক্ষ ভাববাদী (abstractionist) নই তা তুমি জানো। ওখানকার ওদের তুমি কি বলবে যে আমি তাদেরই একজন? আর ক্যাটিয়াকে, আমার স্ত্রীকে ব'ল, খুব শীগ্‌গির আমি তাকে আনতে পাঠাবো। প্রসঙ্গতঃ ইহুদীদের সম্বন্ধে আমাদের ভুল হয়েছে, তোলিয়া, তাদের আমরা খাটো ক'রে দেখেছি, ইহুদীরা আমাদেরই মতো মানুষ, তুমি কি তা মনে কর না? বিদায়, তোলিয়া, তবে আশাকরি দীর্ঘদিনের জন্যে নয়। আমার বিশ্বাস, অবস্থা শান্ত আর স্বাভাবিক হয়ে গেলে তুমিও এসে আমার সঙ্গে যোগ দেবে। তখন আমরা পরস্পরের কাটা কাচের পাত্র ছোঁয়া-ছুঁয়ি ক'রে ঠুং ঠুং শব্দ তুলে পান করবো আবার—বিশ্বশান্তির কামনায়।

তোমার ভিটিয়া(১)

এখন ওই পারাবতের মৃত্যুর জন্য লিওনার্দ আফসোস করতে লাগল।

।১। তোলিয়া এবং ভিটিয়া হ'ল আনাতোল এবং ভিটালির সংক্ষেপিতকরণ। কোচেটভ এবং সোফ্রোনভ দু'জন রুশীয় প্রতিক্রিয়াশীল লেখকের নাম।

আহা, পাখীটা যদি মস্কোতে পৌছতো, তাহলে আলোকপ্রাপ্ত একজন প্রতক্ষ্যদর্শীর কাছ থেকে পাওয়া খবরে সেখানকার প্রগতিশীল মহলের মনে সহানুভূতি সঞ্চারিত হ'ত! তবে একটা সুবিধে হয়েছে : এই বার্তা থেকে জানা যাচ্ছে যে নগরে একজন অকৃত্রিম এবং নির্ভরযোগ্য বন্ধুর আবির্ভাব ঘটেছে, এই ধরনের একজন বন্ধুর প্রয়োজন সে কিছুদিন ধরেই অনুভব করছিল, আর সে অভাবটা ক্রমেই তীব্রতর ভাবে অনুভূত হচ্ছিল। আমাদের এই সুস্থ নৈতিক আবহাওয়ার সংস্পর্শে আসামাত্রই ওই সংবেদনশীল গুপ্তচরটি আমাদের ধ্রুব লক্ষ্যের যাথার্থ্যে বিশ্বাসী হয়ে পড়েছে—এটা স্পষ্টই বোঝা গেল!

'হে আমার অজানা বন্ধু, তুমি কোথায়? আমার কাছে লুকিয়ে থেকো না। আমার কণ্ঠস্বর শ্রবণ করো, নিঃসঙ্গ দুঃসহ যন্ত্রণায় কাতর এই কণ্ঠ শুনে আমার কাছে চলে' এস!...ভিটিয়া তুমি এস।...'

আকাশের ওপর অনেক দূর থেকে ভেসে আসছে একটা যান্ত্রিক স্পন্দন—যেন তার আহ্বানে কেউ এই ভাবেই সাড়া দিচ্ছে। কিন্তু অল্পক্ষণের মধ্যেই এটা—তীক্ষ্ণ কর্কশ একটা ধাতব ধ্বনিতে রূপান্তরিত হয়ে কানে তালা লাগিয়ে দিচ্ছে, তাতে গা-পাক দিচ্ছে, মাটির বুকে গোঁ-গোঁ আর্তনাদ উঠছে, বনে-বনে ধ্বনি-প্রতিধ্বনি ফিরছে, পাহাড়ের ঢালুর গায়ে হেলান-দেওয়া ছোট ছোট বাড়িগুলো কী এক খেয়ালের উচ্ছ্বাসে খল্-খল্ হেসে চলেছে। লিওনার্দ বাজারের উদ্দেশ্যে ছুটতে শুরু করেছিল কিন্তু সেই উচ্চ নাদে ভিরমি খেয়ে বাজার থেকে গজ দুয়েক দূরে তালি-তাপ্পি দেওয়া পথের ওপর চিৎ হয়ে পড়ল।

বিভীষিকাময় গর্জন তুলে বন-জঙ্গল ফুঁড়ে প্লেনখানা নীচে নামতে-নামতে বেরিয়ে এল। সত্যি কথা বলতে গেলে, ওখানা মোটেই আধুনিক রকেটশিল্পের বিস্ময়কর নিদর্শন কিছু নয়, সেই স্তালিনগ্রাদের আমলের অবশিষ্ট যে কয়েকখানা পুরনো সাধারণ বোমারু বিমান রয়েছে এখানা তারই একটি। আস্ফালনকারী বেড়ালের মতো দু-দিকে পাখা মেলে কান দুটো পিছনে ঠেলে দিয়ে প্লেনখানা নিজের সারা দেহ কাঁপাতে কাঁপাতে বায়ুস্তর ভেদ করে নেমে আসছে—তার মতিগতি বোঝা যাচ্ছে না। আমাদের সুপ্রাচীন কাষ্ঠসার অবস্থার পক্ষে,—অবশ্য তার খোলের ভেতরে পর্যাপ্ত মাল ভর্তি থাকলে, ওই রকম সুন্দরের একখানা নমুনাই ত যথেষ্ট হ'ত। কিন্তু এটি হ'ল অগ্রদূত—এর

পিছনে পুরো একটি ঝাঁক আসছে। এতেই বোঝা যাচ্ছে যে, লিউবিমভ্ নগরের কোনো চিহ্নই না-রাখার পরোয়ানা নিয়ে তারা আসছে।

লেনি শুয়ে পড়ে দেখছে শত্রুর প্লেনগুলো তার মুখ লক্ষ ক'রে নিচের দিকে নেমে আসছে। সে এখন করবে কী? তার মুখখানা, প্রায় গোটা বাজারখানার মতো প্রশস্ত খোদলের মধ্যে এমন ভাবে পড়ে রয়েছে যে নিশানার পক্ষে তাতে ভারি সুবিধে! আর বিমান চালকও জানে যে, আগুনে-বোমা দিয়ে যেমন একটা বলকে জ্বালানো সহজ, তেমনি শায়িত অবস্থায়ই মানুষকে ঘায়েল করা সহজ। তা বটে! সে বেশ ভালোই জানে যে, লেনির তুব্ড়ে-যাওয়া গাল দুটো ঝোপ-ছাড়ের উৎসঙ্গের মতোই দাহ্য। তার ঠোঁট দুটো হঠকারিতার তলতলে অনুপভূমির তনুব্রণ—ধাক্কার ধকল সইবার ক্ষমতা সেখানে নেই—তাও সে জানে! আর তার চোখ—চট্‌পট। মানুষের যে-চোখের দৃষ্টিতে নৈরাশ্য ছাড়া আর কোনো অস্ত্রসজ্জাই নেই, যে চোখের স্থির দৃষ্টি একভাবে দেখছে ইস্পাতের দানব নামছে, নামছে, প্রতি সেকেণ্ডে নিকটতর হচ্ছে, প্রতি সেকেণ্ডের সহস্রাংশে…এই চোখের তুল্য উপমা হ'তে পারে…।

'হয়ত তুমি আমায় বলবে—এইরকম মুহূর্তে উপমা নিয়ে কে-ই বা মাথা ব্যথা করছে, আর ব্যাপারটা যখন জলের মতো পরিষ্কার বোধগম্য তখন আর এগোনো কেন! যখন সবাই ধরে' ফেলেছে যে নায়ক অক্কা পেয়ে বসে আছে তখন আর সেকেলে জবড়জঙ্গ অলংকার দিয়ে তাকে ঢাকতে চেষ্টা করা কেন? তার চেয়ে ফয়েখ্‌টভাঙ্গার বা হেমিংওয়ের মতো সুসভ্য সংযত নিরুদ্বিগ্ন ভঙ্গীতে লেখাই কি ভালো হ'ত না?—'গোলন্দাজ ঘোড়ায় চাপ দিল। পূর্ণচ্ছেদ। খোঁদলের মধ্যে মগজ ছড়িয়ে পড়ল। পূর্ণচ্ছেদ। বোতাম আঁটতে-আঁটতে, পায়খানায় জলের তোড়ের আওয়াজ শুনতে পেল।…'

এক মিনিট সবুর করো! আমাদের হাতে যদি একটাও কামান থাকতো, নিদেন ঝরঝরে একটা ক্ষুদে বন্দুকও থাকতো—তুমি কি মনে করো যে, তাহলে আমাদের এই বদখৎ গন্তে আকাশের দিকে এতক্ষণ ঘেউ ঘেউ করতাম? কিন্তু ন্যায়বিচার, তুমি পাবে কোথায়? ওদের সব কিছুই আছে—প্লেন, প্রেস, রেডিও, টেলিফোন, উন্মাদাগার—আর, আমাদের কি আছে? কিচ্ছু না! নিরাভরণ নগ্ন কল্পনা ছাড়া আমাদের কিছুই নেই। আমরা ত পিষ্ট হয়ে এখন মৃত্যুর প্রতীক্ষায় আছি, কাজেই এখন প্রথম যে রক্তজমাট ক'রে দেওয়া

অবিশ্বাস্য রকমের বিরাটকায় দানবটা হাতের কাছে আসবে তার মুখের ওপর লাফিয়ে পড়ে', তার গরগর আওয়াজ করা নাকের ভেতরে খোঁচা দেওয়া ছাড়া আর করারই বা কি আছে আমাদের ?

সে যা-ই হোক তোমরা অবিশ্যি তোমাদের প্রাপ্য যুদ্ধের দৃশ্যের যথাযথ বিবরণ পাবে—সব সময়েই কিন্তু মনে রাখতে হবে যে, আমাদের লেনির মাথাটা ঠিক ভাবেই স্ক্রু-আঁটা অবস্থায় ছিল।

কল্পনা ক'রে নাও প্লেনখানা নাক সাম্‌নে ক'রে নীচে নামছে।(১)

এর গতিবেগ মারাত্মক।…(২)

বিমান-চালক দেখে অবাক হ'ল যে‥ ।(৩)

…বর্বর জানোয়ারটা তার নখর থাবা বসিয়ে দেবার জন্যে তৈরী হয়ে নামছে।…(৪) বর্শার ফলার মতো আকাশের ভেতরে।

যেন মনে হ'ল।…(৫)

…গর্জমান এরোপ্লেনখানা…।(৬)

'জঘন্য কুকুরী কোথাকার দূর হয়ে যাও নইলে তোমার ওপরে যা হানা হচ্ছে তা মালুম পাবে।'

প্লেনটা যখন নিতান্ত অনুগতের মতো সবেগে ওপরে উঠল এবং চলে গেল আর তার পিছু পিছু ঝাঁকের বাকী প্লেনগুলোও তাকে অনুসরণ করল তখন মেক্‌পীসের মনে হ'ল তার কপালের সমস্ত ধমনী ফেটে গেছে। তবু তার যে সামান্য শক্তি অবশিষ্ট ছিল তা দিয়ে কোনো রকমে 'একটা কনুইএর ওপর ভর

॥ ১ ॥ … আর একটা আহত মানুষ মাটির ওপর পড়ে' রয়েছে।

॥ ২ ॥ … মানুষটার মুখই তার লক্ষ্য। মানুষটি তীব্র, তীক্ষ্ণ, গভীর কটাক্ষ দিয়ে সেটাকে আটকে রাখল।

॥ ৩ ॥ … ভীত সন্ত্রস্ত মুখভঙ্গীকরা বাড়িগুলোর বদলে, শুধু বনভূমি ছাড়া আর কিছুই তার অধোদেশে দেখতে পাচ্ছে না। বনভূমির ঘাসের মতো এখানে-ওখানে জলা আর ডোবা। এর কারণ, লেনি মরীয়া হয়ে প্রাণপণে তার চোখের দৃষ্টি ধ্রুব-স্থির ক'রে সরাসরি …হানল।

॥ ৪ ॥ … তার চোখের মধ্যে। তার চোখ দুটো বিরাটকায় বৃক্ষের মতো উঁচু হয়ে উঠল আর তাদের শীর্ষদেশ ঢুকিয়ে দিল…।

॥ ৫ ॥ মাটির বুকে যেন বড় বড় পেরেকের চাষ করা হয়েছে। মনে হয় যেন ক্রোধে অন্ধ হয়ে ধরিত্রী এই পেরেকের ফলাগুলো বাড়িয়ে বাগিয়ে নিয়ে তেড়ে চলে আসছে…।

॥ ৬ ॥ প্লেনখানা সেই দিকে চেয়ে চেঁচিয়ে কান্নাকাটি জুড়ে দিল।

দিয়ে নিজেকে তুলে সে শত্রুকে বিদায় বার্তা জানিয়ে দ্রুত যেতে নির্দেশ দিল। এরোপ্লেনখানা পিছনে না তাকিয়ে সোজা উড়ে চলল। শহর থেকে পাঁচ মাইল দূরে একটা খোলা ফাঁকাল জমিতে তারা বোমা ফেলল—ওটাকে তারা নিশ্চয় গুপ্ত অস্ত্রাগার মনে করেছিল আর পাশের ঝোপ-ঝাড়গুলোকে মঠের বুরুজ ব'লে ভুল করেছিল।

লিওনার্দ অনায়াসেই প্লেনগুলোকে তাদের আপন বোমার ঘায়েই ধ্বংস করে দিতে পারত আর খুশীও হত কিন্তু তার কূটনৈতিক দূরদৃষ্টিই তার এই প্রতিহিংসার পিপাসাকে অবদমিত করল! আর মায়ামুগ্ধ বৈমানিকদের মনে এই ভ্রান্ত ধারণাটা সে বদ্ধমূল করে দিল যে নগরটা ধ্বংস হয়ে গেছে—আর তারা স্বচক্ষে যে অগ্নিশিখা দেখেছে—সেই শিখাগুলো লিউবিমভের পথভ্রষ্ট-কারীদের অঙ্গারীভূত দেহাবশেষ লেহন করছে। নির্ধারিত পরিবেশে আমাদের মড়ার ভান করাটাই দরকার ছিল। সামলে ওঠার জন্যে আমাদের খানিকটা অবকাশ দরকার ছিল—সামলে উঠে আবার প্রত্যাঘাত করার জন্যেও বটে।

'কম্‌রেড কম্যাণ্ডার, আমি নিজেকে আপনার আজ্ঞানুবর্তী করার অনুমতি চাইছি, অনুরোধ রক্ষা করুন।' ঠিক মাথার ওপর থেকে মৃদু পুরুষ কণ্ঠে কথা কটি উচ্চারিত হ'ল।

কম্যাণ্ডারের পিঠে তখনও অসহ্য যন্ত্রণা হচ্ছিল, তবু অতিকষ্টে সে অন্য দিকে ভর করে পাশ ফিরল। তার চোখের সামনে একজোড়া ছালের জুতো আর চাষীর পট্টি দেখতে পেল। পট্টি গুলোর ভাঁজ থেকেই অবিশ্যি বোঝা যায় যে সামরিক কায়দায় জড়ানো হয়েছে, আর ছালের জুতোর গোড়ালি দুটো গায়ে গায়ে জোড়া এবং আঙুলওয়ালা পায়ের পাতা দু-দিকে ছড়ানো।

'আমি ভিটালি কোচেটভ্, অবসরপ্রাপ্ত সার্বজনীন গুপ্তচর। আমায় দয়া করে গ্রেপ্তার করুন। আমার বহনযোগ্য রেডিও-সেট থেকেই শত্রুরা আমাদের অবস্থিতি স্থলের সংবাদ পেয়েছে। এই বিমান-আক্রমণের রাজনৈতিক দায়িত্ব আমারই।'

যুবকটির বেশবাস জীর্ণ-বিদীর্ণ কিন্তু সে সামরিক কেতায় প্রস্তুত হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। লম্বা-লম্বা আঙুলওয়ালা বলিষ্ঠ-সুপুষ্ট হাত দুখানি দেখলেই বেশ বোঝা যায় যে, তালা-চাবির কলকব্জা নিয়ে দীর্ঘদিন চর্চ্চা করেছে এই সুপটু কারিগরটি। হাঁ-করা মুখখানা চওড়া আর নাকের ডগাটা বাঁকাটে,

চোখ দুটি স্থির। যেমনটি লিওনার্দ মনে মনে কল্পনা করেছিল লোকটি হুবহু তা-ই।

'এসো এসো ভিটালি! তোমার সঙ্গে আলাপে প্রীত হ'লাম। সে উঠে পড়ল—'ওরা ঝাঁক বেঁধে লাফাতে লাফাতে নীলমাছির মতো এসে আমাদের চার দিক ছেয়ে ফেলবে—তার আগে তোমার সঙ্গে চট্-পট্ কিছু কথা হয়ে যাক! তোমাকে দিয়ে আমার একটা কাজ করিয়ে নিতে হবে। দূর-পাল্লার একটা চৌম্বক-ম্যাগ্নিফায়ার বানানোর জন্যে তোমার সাহায্য চাইছি।'…

'মাফ করবেন আমায়, কম্যাণ্ডার,' মখ্মলের মতো ভরাট নরম কণ্ঠস্বর ছড়িয়ে পড়ল—'প্রথমে ত আমার শাস্তি হওয়াই উচিত, তাই না? আমার ভুলের জন্যে অবিশ্যি আমাকে জবাবদিহি করতে হবে! আমি দায়ী…'

'আচ্ছা সে হবে'খন, তুমি ত দায়ী হবেই—ঠিক আছে।' তার এই দুর্লভ আবিষ্কারটির ওপর লেনি ক্রমেই বেশী করে খুশী হয়ে উঠছে। সে উৎফুল্ল ভাবে বলল—'এখন থেকে তুমি হ'লে আমার বন্ধু এবং আমার প্রধান সহকারী (চীফ ডেপুটি)!' নবীন ব্রতীর কাছে এগিয়ে গেল সে এবং তার বালকোচিত ফুলো ফুলো ঠোঁটের ওপর থাড়াভাবে চুম্বন করল।

দু-সপ্তাহ ধরে' বনাঞ্চলে নাগাড়ে আগুন জ্বলছে। অগ্নিকাণ্ডের বিরতি নেই। মাটিটা বিলেন-জলায় ভর্তি কিন্তু এই সব বিলের মধ্যে যে আগুন জ্বলে তার সঙ্গে এঁটে ওঠা খুব কঠিন। তুমি হয় ত এক জায়গার আগুন নিভোলে, ততক্ষণে আর এক জায়গায় আগুনের মাতন শুরু হয়ে গেছে। এত জল আর চতুর্দিকে অতো পচা কাঠে যে এই রকম অগ্ন্যুৎপাত হতে পারে এটা হয়ত তোমার ধারণাই ছিল না, কিন্তু ওই পচার ভেতর থেকেই যে ধোঁয়া বেরুতে শুরু করে! আগুন যে কি ভাবে ছড়িয়ে পড়ে তা কেউ জানে না। হয়ত কোথাও মাটির তলায় চাপা আগুণ ধিকিয়ে ধিকিয়ে জ্বলছে আবার কোথাও বা মাটির ওপরে! কখনোই তোমার মনে হবে না যে আগুনটা ছড়িয়ে পড়ছে—কেবলমাত্র মাটির ওপরে গুড়ি মেরে গুম্সো ধোঁয়া ধিকিয়ে উঠছে, চোরাভাবে এগোচ্ছে। আর এমনি ভাবে দিন কয়েক তার ভেতরে দাঁড়িয়ে থাকার পর আস্ত গাছগুলোই জ্বলন্ত কাষ্ঠখণ্ড হয়ে পড়ে।

এই ধরনের আগুনের গতি খুব মন্থর আর এমনই একটু একটু ক'রে এগোয় যে এতে খুব মস্ত বড় ক্ষতি কিছু হয় না আর অভিজ্ঞ ব্যক্তিরা বলেন

—'ওকে নিয়ে ঘাটাঘাঁটি ক'র না, নিজে নিজে পুড়ে শীতের আগে আপনা থেকেই নিভে যাবে।' কিন্তু ইতিমধ্যে তামাম শহরের বাতাসে ধোঁয়াটে উগ্র গন্ধ ছড়িয়ে গেছে আর সে হাওয়ায় শ্বাস নিলেই তোমার হৃদয়ে একটা মধুর, অস্থিরতা জাগে—কিসের প্রত্যাশায় সে অধীর হয়ে ওঠে। অথচ, আমাদের প্রত্যাশা করার মতো কীই বা আছে?

সংকেতজ্ঞাপক ব্যবস্থা অনবরতই বিগড়ে অকেজো হয়ে পড়ছে। রোজ সকালে লিওনার্দ বনের প্রত্যন্ত অঞ্চলে কর্মীদল পাঠাচ্ছে—হয় আগুন নেভানো, নয় তার মেরামত অথবা তড়িৎ প্রবাহ ব্যাহত হওয়ার (শর্ট-সার্কিট) কারণ অনুসন্ধান করা—একটা না একটা হাঙ্গামা লেগেই রয়েছে। একদিন এই রকম একটা দলের সঙ্গে দুটো বুড়ো লোক বেরিয়ে গেল কিন্তু আর ফিরল না: তাদের আত্মীয়দের সঙ্গে মিলিত হবার জন্যে তারা বাইরে চলে গেছে!

জুন মাসে বেশ বৃষ্টি হ'ল আর আগুনও নিভে গেল। কিন্তু গুপ্ত শত্রু অগোচরে থেকে নিঃসাড়ে নিজের কাজ চালিয়ে যেতে লাগল। হাওয়া উঠতেই দেখা গেল যে বাতাসে সেই তিক্ত উগ্র গন্ধটা জেগে উঠল, মাঝে মাঝে পথের ওপর ঝুল-কালির টুকরোও উড়ে বেড়াতে লাগল। আর তারপরই অত্যধিক বৃষ্টিপাতে চাষবাসের সমূহ ক্ষতির আশঙ্কা ঘনিয়ে এল।

তুফান আর বজ্রবিদ্যুৎসহ ঝড়ে ক্ষেত খামারের উৎপাদন বিঘ্নিত হতে থাকে। একবার একটা ঝড়ে বাজ পড়ে' একটা ষাঁড় মরল। মাঠের মধ্যে স্ত্রীলোকেরা বৃষ্টিতে ভিজে একশা হচ্ছে আর ঘন কালো আকাশের বুকে বড় বড় লম্বা তীরের মতো বিদ্যুৎ-ঝলকে তারা ভয়ে আঁতকে উঠছে। বজ্র গর্জনের ফলে একটি পল্লীবালার গর্ভপাত ঘটল—বাচ্ছাটা একেবারে বেড়ালছানার মতো একরত্তি, কিন্তু তার গোঁফ-দাড়ি রয়েছে আর তার পুরুষাঙ্গটি রীতিমত সুপরিণত। কপাল ভালো যে, ওটা মৃত অবস্থায় প্রসূত কাজেই শাবল দিয়ে মাটি চাপা দিয়ে দৃষ্টির অগোচরে সরিয়ে ফেলা গেল! গ্রাম-গ্রামান্তর থেকে জোর কদমে পা চালিয়ে দলে দলে লোক আসছে শহরে।

'বলো তোমাদের জন্যে কী করতে পারি? বিজলী পরিবাহী (Conductor) চাও নাকি একটা?' লিওনার্দ তাদের হাতে বিজ্ঞানের এই অত্যাশ্চর্য সৃষ্টি দিতে চাইল। পালের গরুর মতো তারা কিন্তু আঙিনায় পাক দিতে লাগল আর আড়ে আড়ে তার দিকে চেয়ে গজ্‌রাতে থাকে। তারা জবাব দিয়ে দিল বিজলী-পরিবাহী ত কিছুই নয়, ওদের অমন জিনিসে দরকার

নেই—ইচ্ছে করলে নিজেরাই বানিয়ে নিতে পারে। তার চেয়ে বরং আবহাওয়ার ওপরে মায়ামন্ত্র প্রয়োগ ক'রে বৃষ্টিকে একটু সামলে দিক মেকৃপীস। আর সে যখন ওদের স্মরণ করিয়ে দিল যে, অনেককাল আগেই বিজ্ঞান ওই সব অলৌকিক কাণ্ড আর যাদু মন্ত্রকে উৎখাত করে দিয়েছে, তখন ওরা সমবেত ভাবে এক এক স্বরে ফাদার ইগ্‌নেশিয়াসের কথা শোনালো। ওরা বলল যে, এখান থেকে মাইল পঞ্চাশেক দূরে, ওয়েট হিলটুকু পেরুলে ঠিক তার ওপারেই ওই নামের অদ্ভুত কর্মা এক পুরোহিত রয়েছেন, তিনি সূর্য কিংবা বরুণদেবকে পূজো দিয়ে, যা দরকার তাই প্রার্থনা করেন আর তাই পাওয়া যায়। একবার ত প্রতিনিধিরা মাথা চুল্‌কে আভাসে ইঙ্গিতে বলেই ফেলল, লিওনার্দ যদি তার ভোজবিদ্যা এখন আর ফলাতেই না পারে তা হলে তাকে দিয়ে ঘোড়ার ডিমের কী লাভ আছে? আর একজন কে যেন হেসে উঠল···।

লিওনার্দ তাদের মনগুলোকে সোজা ক'রে ফেলল এবং তৎক্ষণাৎ বৈনাশিকতার কণ্ঠরোধ করে' ফেলল। কিন্তু আসল সত্যটা তার কাছে প্রকটিত হ'ল—রাজ্যতরীর তলায় যে ফুটো হয়েছে এটা স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে। কেন এমন হ'ল সেটা সঠিক জানা কঠিন। বিমান বহরের বিরুদ্ধে যুদ্ধের সময়ে সে অতিমাত্রায় নিজের বলক্ষয় করে' ফেলেছে? না কি তারও আগে থেকেই পচন ক্রিয়া শুরু হয়েছে?

রাজবংশগুলোর পরিক্ষয়ের মূল কারণটি কে-ই বা বলতে পারে? ইউরোপ-ব্যাপী সূর্যাস্ত কিংবা রোমের পতনের সূত্রপাত আসলে হয়েছিল কবে এটাই বা কে সঠিক বলতে পারে? হয়ত এর প্রবল পরাক্রম ও পরম সমৃদ্ধির সময়ে যখন দেশের গৌরব শিখর-চূড়ায় উঠেছে ঠিক সেই সময়ে, কোনও দূরদৃষ্টি-সম্পন্ন প্রতিভাধর নিঃশব্দে এর সমুদ্রোপকূল ছেড়ে বিদায় নিয়ে অন্য কোথাও যাত্রা করেছিল। কিংবা এও ত হতে পারে যে, এর জন্মলগ্নে, যখন এর শিল্পবাণিজ্য কিছুই বিকাশ লাভ করে নি কিংবা স্থাপত্যশিল্পের কীর্তিস্তম্ভগুলিরও কোনো চিহ্নই ছিল না,—তখনই কোনও সূক্ষ্ম সংকল্প গোপনে গৃহীত হয়েছিল। সেই গুপ্ত-সিদ্ধান্তে হয়ত স্থির হয়েছিল যে ভবিষ্যতে 'ক' কালের মধ্যে অপর একটি শক্তির কাছে এর চরম পরাজয় ঘটবে, আর সেই বিজয়ী শক্তিও তার পালা যখন আসবে তখন অপর একটি শক্তির কাছে বিশেষ নির্দিষ্ট মুহূর্তে পরাভূত হবে—তারও অনুরূপ হীনতায় পরিসমাপ্তি ঘটবে। ধরো তুমি আর আমি যখন এখানে বসে বসে

জিভ নাড়ছি আর আমাদের পায়ের গোড়ালি চুলকোচ্ছি, তখন ঠিক এই মুহূর্তেই যে জানলার বাইরে; অকথিত কারণে প্রাচীন রোম বিধ্বস্ত হচ্ছে কি না তা কে বলতে পারে? কিংবা তার চেয়ে আরও সর্বনেশেভাবে হয়ত গোটা পৃথিবীটাই ধ্বংসোন্মুখ হয়ে উঠেছে—এও ত হ'তে পারে! সেজন্যেই এসেনিনের ভাষায়, বাঁধা ছাঁদা করায় সময় এসে পড়েছে।···

লিওনার্দ দিনের পর দিন উধাও হয়ে যায়—হয়ত বা সেই সময়ে আর্থনীতিক ক্ষেত্রে কিংবা নগরের ভেতরের আইন এবং শৃঙ্খলার উপর নজর রাখে সে। একা একা বিমর্ষভাবে পথে পথে ঘোরে, অস্থিচর্মসার, কোটরগত চক্ষু, তার ভ্রূর উপরে শিরার কালো গ্রন্থিগুলি যেন কাঁটায় বিদ্ধ একগুচ্ছ বজ্রশিখা। আত্মপরিচয় গোপন ক'রেই সে ঘোরাফেরা শুরু করল। নিতান্ত নিরীহ কোনও গ্রাম্য খাতাঞ্চী কিংবা মোড়ল সেজে হয়ত সে কোনও শুঁড়িখানায় হাজির হল—সেখানে ভিড় ক'রে লোকেরা আপন-আপন বরাদ্দ মাফিক ভোদ্‌কা নিচ্ছে (সেই মাতাল জেল-ঘুঘুটির মৃত্যুর পর থেকে মাথা পিছু ১৫০ গ্রাম মদ্য বরাদ্দ চালু হয়েছে। আইনটা খুব কড়াভাবে প্রযুক্ত হয়েছে। এমন কি মেকৃপীসও রাশিয়ার কোনও নগর থেকে মদ্য ষোলআনা নিষিদ্ধ করতে ভরসা পায় নি। তুমি একবার চেষ্টা ক'রে ছাখো—সঙ্গে সঙ্গেই তোমায় বিপ্লবের সম্মুখীন হতে হবে।)

"আচ্ছা আমাদের বৈদেশিক নীতি তোমার কেমন লাগে বল তো ভাই?" খঞ্জ এক যুদ্ধবিশারদকে সে প্রশ্ন করে। লোকটি নিজের বিধিসম্মত বরাদ্দটা গলাধঃকরণের পর চুরি করা কুপনের দরুণ পাওনাটায় চুমুক দিচ্ছিল।

"আরে দোস্ত এর মধ্যে মনে করা-করির আছে কী? এ-তো খুব সরল আর ন্যায়সংগত। তুমি হয়ত বলতে পার এটা শান্তি-কামী নীতি ···জিন্দা রহো!" গ্লাসটা নিঃশেষ ক'রে সে ঠোঁট চাটতে লাগল। —"আমাদের একমাত্র সমস্যা হ'ল এই ভোদ্‌কা—জানো, ওরা আমাদের নকল ভোদ্‌কা দিচ্ছে।"

"নকল?—তুমি কী বলতে চাও?" লোকটার নির্লজ্জ ঔদ্ধত্য দেখে লেনি হকচকিয়ে গেল। দ্বিতীয় বরাদ্দটা শেষ করায় পর তার মুখখানা লাল হয়ে উঠেছে আর শুয়োরের মতো দর-দর ঘামছে তার চোখ দুটি চকচক করছে, কথাগুলো অস্পষ্টভাবে উচ্চারিত হচ্ছে—আরও কী চায় সে?

কিন্তু, লোকটার ভালো ক'রে জিভ্ নাড়বার ক্ষমতাটুকুও নেই, কথা জড়িয়ে যাচ্ছে, তবু সে জোর দিয়ে বলতে লাগল ভোদ্‌কাটা নির্ঘাৎ নকল—স্রেফ শাদা জলে সম্মোহন প্রয়োগ ক'রে এটা বানানো হয়েছে।

"যদি তা হয়েও থাকে--কিন্তু তুমি সেকথা জানলে কি করে? এই মুহূর্তে একবার নিজের দিকে চেয়ে ত্থাখো—তুমি হদ্দমাতাল' হয়ে পড়েছ। কী তুমি টের পাচ্ছ না? মাতাল হলে যে-যে মজা মানুষ পায় তা পুরোটাই ত পাচ্ছ—তাই না?"

'হ্যাঁ, তা পাচ্ছি বটে এখন—কিন্তু তুমি নিজে একবার পরখ করে' ত্থাখো না। এই ফ্যাশিস্ট চোলাইটা তুমি সারা দিন ধরে যতো পারো খেয়ে যাও—দেখবে তোমার মাথাটাও টিপ্‌টিপ্ করবে না! একে তুমি ভোদ্‌কা বলবে?"

পঙ্গু লোকটি ফুঁপিয়ে-ফুপিয়ে কাঁদতে লাগল এবং তার চোখ দিয়ে সত্যিকার মাতালের অশ্রু গড়িয়ে তার তেলচিটে কোর্তায় টপ্-টপ্ ঝরে পড়ল।

"চাঙ্গা হয়ে ওঠো ভাই, বুড়ো স্যাঙাৎ, এ নিয়ে অতো মন খারাপ ক'র না।" লিওনার্দ তাকে সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা করে।

"মন খারাপ না হয়ে পারে? আমি কি করি বলো! এটা কি তোমার জানা আছে?" লোকটা গলা খাটো ক'রে ফিস্‌ফিসিয়ে বলল—"এটা কি তোমার জানা আছে যে, আমাদের (জার) সম্রাট হ'ল একটা জাদুকর আমাদের (জারিনা) সম্রাজ্ঞী একটা ইহুদী?"

সেদিন সন্ধ্যে বেলাতেই লিওনার্দের সঙ্গে তার স্ত্রীর এক পালা খোলাখুলি বোঝাপড়া হয়ে গেল। রাতের বিদায়-চুম্বনের প্রাক্কালে সে যখন অন্দরে গিয়েছিল তখন কথার কথায় ওর জাতের কথা তুলে বসল।

'এখন নয়, ওগো এখন থাক, আমার এখন কাজ বাকী রয়েছে। সত্যি, তোমার স্বভাবে কোথায় যেন একটা স্পেনীয় ধরণের ভাব রয়েছে…।'

—"আমার পাসপোর্ট অনুযায়ী আমি হচ্ছি রুশী—'সঙ্গে সঙ্গেই ও জবাব দিল—"আমার মাও তাই ছিলেন। তবে আমার বাবা অবিশ্যি আধা-গ্রীক আর আধা ইহুদী ছিলেন।"

—"ইহুদী? কোজলভ্ উপাধিতে কি ক'রে ইহুদী হয়?"

—"ওটা হ'ল আমার প্রথম স্বামীর…আমার কুমারী বেলার উপাধি ছিল কিশার।"

"তোমার স্বামী? এর আগেও তোমার বিয়ে হয়েছিল—অথচ সে

কথাটা এই প্রথম শুনছি ! আচ্ছা, তোমার কোনো ছেলে-পুলে ছিল কি না সেটা বলবে কী ?"

…"'ছিল' কেন ? আমার আছে…লেনিন্‌গ্রাদে ছোট্ট একটি মেয়ে আছে, আমার শ্বশুর-শাশুড়ীর কাছে সে আছে।…বিবাহবিচ্ছেদের পর তাঁরা তাকে নিয়ে নিয়েছেন। ওগো সোনামণি ! আমার দিকে অমনভাবে চেয়ো না। তোমার কাছে কোনো কিছু লুকোতে চাই নি আমি, কিন্তু তুমি ত কই কখনো আমায় কিছু জিগ্যেস করো নি ! বিশ্বাস করো আমায়।…' কিন্তু সে পারে নি। তার আস্থা ধূলিসাৎ হয়ে গেছে। স্ত্রীর ড্রেসিং-টেব্‌লের ওপর যা ছিল সবই সে টান মেরে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে। ওগুলোর সঙ্গে যে সুবাসিত-নির্যাসের শিশিটি সে ফেলে দিয়েছিল—তারই ভাঙা টুকরোগুলো মেঝের ওপরে পড়ে থেকে ঘরের ভিতরকার সুরভিত বাতাসে যেন অবসিত বিলাসের গ্লানি ছড়াচ্ছে। আর এরপর তার স্ত্রী নিজের জিনিসপত্রগুলি মাটি থেকে একে-একে কুড়িয়ে তুলতে তুলতে হঠাৎ অপ্রত্যাশিত ভাবে ফেটে পড়ল ঃ

"সব দোষ তোমার…ষোলআনা ! আমাদের বিয়ে হয়ে অবধি তোমাকে কতটুকু কাছে পেয়েছি ? আহা, কী বাহারের মধুচন্দ্রিমাই না আমার কপালে জুটেছে !…"

একদা যে-সেরাফিমাকে সে জানত, অকস্মাৎ ড্রেসডেনের রাখালিনীর ছদ্মবেশের আড়াল থেকে সেই পুরনো সেরাফিমা অকস্মাৎ উঁকি দিয়ে তাকে এক নজর দেখে নিল—সে-চোখের দৃষ্টির আগুনে লেনিকে ভস্মীভূত করার জ্বালা ! কিন্তু পরক্ষণেই সেরাফিমা নিজের ভেতরে ঢুকে পড়ল। এক লহমায় সমস্ত ব্যাপারটা ঘটে' শেষ হয়ে গেল। ওর চোখের পাতা পট্‌করে খুলেই আবার বুজে যাচ্ছে, গালদুটো রক্তিম হয়ে উঠেই আবার ফ্যাকাশে হচ্ছে, দন্তবিকশিত হাসিতে যেন ও ধনুতে শরসংযোজন করেছে।

—"দুঃখিত, ওগো আমি দুঃখিত ! ক্ষমা করো আমায়। ওগো আমি তোমায় ভালোবাসি। কেমন করে আমি তোমায়…" ওর কণ্ঠে যেন মৌমাছির গুঞ্জরন। ধীর-মন্থর সেই গুন্‌গুন্ শব্দে যেন মোহনীয়তা ঢেলে দিতে উৎসুক ও !

দরজাটা সে ভেজিয়ে দিয়ে বেরিয়ে গেল—পুতুলটা বসে বসে নিজের অনুভূতি নিয়ে নাড়াচাড়া করুক, ঝেড়ে মুছে গুছিয়ে তুলুক ! নিজের ঘরে ফিরেই সে তাড়াতাড়ি পোশাক পাল্টালো, গা-হাত-পা ধুলো। কিন্তু তবুও

সেই অবসিত বিলাসের ভেজাল, গ্লানিকর গন্ধটার হাত থেকে কিছুতেই সে নিষ্কৃতি পাচ্ছে না।

তারপর থেকে সেরাফিমা আর কখনও স্বামীর বিরুদ্ধে অনুযোগ করতে পারে নি—স্বামী ওর কাছে মোটেই থাকে না। এ অভিযোগ আর করার উপায় নেই। ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে সে খাঁচায় পোরা নেকড়ের মতো সেরাফিমার সামনে অস্থির ভাবে পায়চারি করে আর সেরাফিমা একটা নীচু ডিভানের (গদি আঁটা তাকিয়া) ওপর গুটিয়ে বসে ভুরু কুঁচ্‌কে নিজের স্মৃতি মন্থন করে।

"হ্যাঁ, আর ছিল ক্লাবের ম্যানেজার। তোমার মতো তারও নাম ছিল গো—লিওনার্দ! খুব সংস্কৃতিসম্পন্ন আর খাঁটী মৌলিক মানুষটি। আমরা দুজনেই ছিলাম হাণ্ডেলের ভক্ত। বিদায়ের সময়ে সে আমায় একটি জাপানী কাব্যগ্রন্থ উপহার দিয়েছিল—বইখানার ভেতরের ফাঁকা পৃষ্ঠাতে আমায় এই ব'লে উৎসর্গ করেছিল—'সেরাফিমা তুমি হ'লে আমার হিরোশিমা, আমার যথাসর্বস্ব—যা আমি খুইয়েছি।' খুইয়েছি—একবার কথাটা লক্ষ করো প্রিয়তম। তারপর মাস ছয়েকের জন্যে মারাত্মক রকমের হিংসুটে এক আর্মেনিয়ান এসেছিল, তার নাম টেভোসিয়ান—সে আবার তোমার চেয়েও হিংসুটে। সে আগাপাশতলা দেহে আর মনে ষোলআনা নাবিক। একদিন আমি ইসিয়ার সঙ্গে হাত-ধরাধরি করে বেড়াচ্ছি সেই অবস্থায় সে আমাদের দেখল। বেচারি ইসিয়াকে সে যেন তখুনি কাটারি দিয়ে টুক্‌রো টুক্‌রো ক'রে ফ্যালে! আর ইসিয়া মোটেই ধর্তব্যের মধ্যে গণ্য নয়। সে নেহাতই বালক। তার চেহারার মধ্যে সেমিটিক জাতের লক্ষণ খুব সুস্পষ্ট। লম্বা ছিপ্‌ছিপে তরুণটি সে! নোভালিসের বই-এর পাতা থেকে যেন সদ্য বেরিয়ে এসেছে, এমনই পাণ্ডুর তার রূপবিকাশ। কিন্তু এই লিক্‌লিকে উঠতি ছোঁড়াদের এক এক জন কতো বেয়াড়া কঠিন হয় তা দেখলে তোমার মজা লাগবে! থাক, তোমায় না-বলাই হয়ত ভালো। তোমার আর ধৈর্যচ্যুতি ঘটাতে ইচ্ছে নেই আমার। অবিশ্যি ভগবানই একমাত্র জানেন…"

"কোনো কিছু লুকিয়ে রাখার চেষ্টা ক'র না, বলে দিচ্ছি!" ওর সোফার পাশ দিয়ে দ্রুত যেতে-যেতে তীক্ষ্ণ শলাকার মতো বিঁধিয়ে লিওনার্দ বলল। আর তখনই সেরাফিমা যন্ত্রের মতো নিখুঁত ভাবে গল্পের সুতো ছেড়ে যেতে লাগল।

"আমরা দু'জনে গুর্জেকির কাছাকাছি এক কুঁড়েতে একবার সপ্তাহান্তিক সময়টা কাটিয়ে ছিলাম। ঘর থেকেই হ্রদের চমৎকার দৃশ্য দেখা যায়—কিন্তু তা দেখবার জন্যে আমরা একবারও উঠি নি। আমাদের ক্যাম্প-খাটের বিছানার পাশেই ইসিয়া বিস্কুট আর বেশ জোরদার মাংসের সুরুয়া রেখে দিয়েছিল। এ রকম সুবিবেচক মানুষ আমার জীবনে দ্বিতীয়টি দেখেছি ব'লে মনে পড়ে না। অবিশ্যি হয়ত বা আলমাজভ্ ছাড়া এখানে আসবার পথে ট্রেনেই তার সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল, আমরা একই শয়ন-আসনের অংশীদার ছিলাম।(১) বৃদ্ধ ভদ্রলোকের মধ্যে তখনও প্রাণ প্রাচুর্য ছিল অঢেল। তাঁকে আমি মন কর্নেল ব'লেই ডাকতাম, অথচ আমাদের মধ্যে বলবার মতো তেমন কোনো সম্পর্ক প্রায় ছিলই না, সেটাকে কামগন্ধহীন প্রেমও বলতে পারো,—এমন কি লিন্ডের চেয়েও ক্ষণস্থায়ী! এখানে আসার পর, তোমার সঙ্গে দেখা হওয়ার আগে ওগো সোনা, আমার এমনই একঘেঁয়ে দিন কাটছিল যে, কল্পনা করো ওই গোবেচারা ডাক্তারের সঙ্গে একটু ঢলাঢলি করেছি! অবিশ্যি মাত্তর দু-বার!"

"থামো! ওসব ভুলে যাও!" লিওনার্দ এসব আর সহ্য করতে পারছে না। —"ওদের সক্কলের কথা মন থেকে মুছে ফ্যালো। আজ অবধি একমাত্র আমিই তোমার স্বামী হয়েছি। তোমার মধ্যবিত্ত জীবনটা অতীত, তার মৃত্যু হয়েছে, তাকে কবর দেওয়া হয়ে গেছে! তার সঙ্গে তোমার সম্পর্ক চিরকালের মতো চুকে গেছে।"

কিন্তু তার পরদিনই, যখন কিনা একান্ত অনুগতভাবে অতীতের সবকিছু ভুলে গিয়ে একেবারে ছ-বছরের শিশুটির মতো অকলঙ্ক হয়ে ব'সে আছে, তখন সে আবার ওকে পুরনো কথা মনে করতে হুকুম করল, এটার জন্যে কৈফিয়ত তলব করল ওটার বিষয়ে আরও খুঁটিনাটি তথ্য জোগান দিতে বলল।

—"তোমার ওই চেঙ্গিজ্ খাঁ-এর আগে আর কার সঙ্গে জগাখিচুড়ি পাকিয়েছিলে?"

—"চেঙ্গিজ্ খাঁ আবার কে?"

—"সেই আর্মেনিয়ান, যে লোকটা আর একজনের গলা আর একটু হ'লে

॥১॥ রাশিয়ান ট্রেনে যেসব শয়ন ব্যবস্থাযুক্ত কামরা আছে কখনো কখনো পুরুষ নারীরা তা যুগ্মভাবে ব্যবহার করে।

কেটে ফেলতো…। আচ্ছা, আর একটা ব্যাপার—তুমি কি হাণ্ডেলের সঙ্গেও রাত কাটিয়েছ—না কাটাও নি? খবরদার ধামা-চাপা দেওয়া ছাড়ো। শুয়েছিলে কি, শোও নি? উপহাসের হাসি হাসছো কি জন্যে? রস' তোমায় ভালোমত হাসতে শেখাচ্ছি!"

বস্তুতঃ সে যতখানি কল্পনা করতে পাচ্ছে তার স্ত্রী কিন্তু ততটা ভ্রষ্টা নয়। সৎ উদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়েও কিন্তু ষোল আনা নিষ্ঠাসহকারেই স্বামীকে খুশী করার চেষ্টায় প্রবৃত্ত হয়েছিল। নিজের স্মৃতি পাতি পাতি ক'রে খুঁজে প্রমাণের ছেঁড়া-খোড়া টুক্‌রো-টাক্‌রা যা পাচ্ছে তা-ই তার সামনে হাজির করছে—কোনো কিছুই গোপন রাখছে না সেটাই প্রমাণ করবার জন্যে। এবার আমরা সম্মুখীন হয়ে দেখি: প্রগতি সংকুলতার মধ্যে কোনও মনোহারিনী এবং পরিশীলনকারিনী মহিলা গোড়া থেকেই যদি নিজেকে গড়ে-তোলার কথা ভাবতো—সেদিকে নজর দিত এবং চেষ্টা করত তাহলে কি নিজের অতীতকে যথেষ্ট মর্যাদাসম্পন্ন করে তুলতে পারত না? আমাদের জীবনে যে-মেয়েরা আসে তারা যেন পবিত্র এবং অকলঙ্কিত থাকে এটা আমরা প্রত্যেকেই চাই, কিন্তু তারা সবসময়েই যে থাকে তা নয়।…

মেক্‌পীসের মতো মানুষের এটা অন্ততঃ জানা উচিত ছিল যে, সে আগুন নিয়ে খেলা করছে। পুরুষ হিসেবে সে ঈর্ষায় যতো বেশি ইন্ধন যোগাচ্ছে সাধারণ নেতৃত্বের ক্ষেত্রে এবং রাষ্ট্রনেতা হিসেবে ততোই সে বলহীন হয়ে পড়েছে—কিন্তু তবুও নির্মমভাবে স্ত্রীর হৃদয়ের মধ্যে অভিযান চালিয়ে যেতে লাগল। অনুসন্ধিৎসুর দুঃসাহস এই রকম ঔদ্ধত্যপূর্ণই হয়ে থাকে—তা সে প্রবাহ-কোষ, কিংবা পরমাণু অথবা স্ত্রীলোকের হৃদয়ে প্রেমের গভীর উৎস মুখের বিষয়ে অনুসন্ধান যা-ই হোক না কেন। আর এটা এমনই সত্য যে, মানুষ তার চরিত্রগত গঠনের দরুণ কিছুতেই জ্ঞানের পথে একবার অগ্রসর হতে শুরু করলে আর মাঝপথে থামতে পারে না বা তার ঈর্ষ্যাপর বুদ্ধিকে দমিয়ে রাখতে পারে না; যতোই তুমি দেবে সে ততো বেশি চাইবে।

লেনি তার বৈজ্ঞানিক কৌতূহলে এমনই আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছে যে, স্ত্রীলোকের মনকে তার স্বীয় প্রাকৃতিক অবস্থায় লক্ষ করবার জন্য মাঝে-মাঝে স্ত্রীলোকের মনের বিরুদ্ধে নিজের অবরোধকেও বাধা দেয়। রুদ্ধ নিঃশ্বাসে, আহত এবং চমৎকৃত হয়ে লক্ষ্য করে যে এই পুতুলের মধ্যে সেই পুরনো অনভিগম্য সেরাফিমা পেত্রভ্‌না কেমন সজীব হয়ে উঠছে। ওর চাল-চলন

কেমন রূঢ় হয়ে উঠছে। পরোয়ানা পাওয়া সৈনিকের মতো অবজ্ঞাভরে সেরাফিমা এই বাড়িখানাকে নোংরা করছে, নিজের জিনিসপত্র এখানে-ওখানে ছড়িয়ে রাখছে, ভাঁড়ের মতো অলস আর এলোমেলোভাবে ঘরে ঘরে চক্কর দিয়ে বেড়াচ্ছে! এ বাড়ির কর্তৃত্ব যেন ওরই হাতে, এমন ভাব দেখিয়ে তাকে গালাগালি দিচ্ছে, ধমকে চেঁচিয়ে কথা বলছে ওকে।

"হাত্তোর আমার মোজা! ওগুলো পিয়ানোর ওপর রয়েছে! আরে পিয়ানোর ওপর—বল্‌ছি না—তুমি কি কালা?"

আর ও রাজনীতি নিয়েও মাথা ঘামাচ্ছে।

ওকে অন্যমনস্ক রাখার জন্যে সে নিজেই পুরনো দিনে ওকে সাংস্কৃতিক মন্ত্রণালয়ের কর্তৃত্বের আসনে বসিয়েছিল। এখন তার সঙ্গে জনশিক্ষাটাও ও দখল করে নিয়েছে আর সঙ্গে সঙ্গেই ফয়েখটভাঙ্গারের আগলি ডাচেস আর জু সাস এবং হেমিংওয়ের দি সান অলসো রাইজেসকে পাঠ্যসূচীতে ঢোকাবার জন্যে পঠিতব্য বিষয়কে বাড়িয়ে দেবার চেষ্টা করছে। উচ্চতর শ্রেণীর পাঠ্য অন্যান্য বইএর সঙ্গে ওই বইগুলোও পড়াতে হবে!

সম্মোহনের চাপ ব্যতিরেকেই শুধু যুক্তিতর্কের জোরে আর জীবন থেকে উদাহরণ দেখিয়েই লেনি ওই দু'জন ঔপন্যাসিককে এক সঙ্গে যুক্ত করার অসম্ভাব্যতা বোঝানোর চেষ্টা করে। এতে ক'রে দুটি আদর্শবাদের সহাবস্থান স্বীকার করা হবে! মাও-সে-তুং কিংবা পাল্‌মিরো তোগ্‌লিয়াত্তি যখন হেমিংওয়ে আর ফয়েখট্‌ভাঙ্গারের এই পাশাপাশি সহাবস্থানের খবর পাবেন তখন তাঁদের মনে কী প্রতিক্রিয়া হবে? অথচ এখনও লিউবিমভের হাইস্কুলের লাইব্রেরির শেল্‌ফগুলো আঁচড়ে ঝেঁটিয়ে ফেললেও এই লেখকদের চিহ্ন পর্যন্ত পাবে না তুমি!

"পাশ্চাত্ত্য সংস্কৃতির তুমি ত ভারি সব জানো!" ও বাঁকা স্বরে জবাব দিল—"যাক্‌গে, তুমি ত আমাকে লিউবিমভ্‌টা উপহারস্বরূপ দিয়েছিলে? নাকি দাও নি? এখন মালিক কে? এখানে রাজ্ঞী কে? তুমি না আমি?"

সত্যি এইসব মুহূর্তে ওকে তার কী ভালোই লাগে! সেই পরম নিষ্ঠাবতী পতিব্রতা, কোমলস্বভাবা স্ত্রী যার একনিষ্ঠ আনুগত্য তাকে একঘেঁয়ে বিরক্তিতে মেরে ফেলতে বসেছিল—এ যেন সে নয়! সম্পূর্ণ ভিন্ন নারী! এই উদ্ধত-স্বভাবা, মাধুর্যমণ্ডিতা রমণীর প্রসন্ন-প্রশংসা, সহানুভূতি আর ভালোবাসা

পাওয়ার জন্য সে চাতকের তৃষ্ণায় উন্মুখ! এই পরিস্থিতি থেকে যথাসাধ্য আদায়ের এবং তা থেকে পরিশেষে একটা সংশ্লেষণে উত্তীর্ণ হওয়ার উদ্দেশ্যেই সে ওর মুখের ওপর তারস্বরে জবাব ছুঁড়ে মারল—সে যদি একবার একটা আঙুল বাঁকায় তাহলেই ত ও ভয়ে কেঁচো হয়ে গিয়ে হামাগুড়ি দিয়ে দুনিয়ার হীনতম জীবের মতো লিওনার্দের পায়ের নীচে গড়াগড়ি দেবে, এই যার মুরোদ সে কি রকম রানী তা আর না বলাই ভালো! এই ভাবে ওকে সে এমনভাবে খুঁচিয়ে ক্ষেপিয়ে দিল যে ও ক্রোধে আত্মহারা হয়ে তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল—তার গায়ে থুতু ছুঁড়ে, আঁচড়ে এবং আরও যতোরকমে সম্ভব বন্য বর্বরতার মহিমায় সেরাফিমা ভাস্বর হ'ল। আর তখন, মাত্র তখনই সে মানসিক ইচ্ছাশক্তির প্রবাহটাকে চালু করে দিল আর অতর্কিতভাবে সেই প্রবাহে আক্রান্ত হয়ে স্ত্রীলোকটির লাট্টুর মতো চক্কর খেতে খেতে অচেতন হয়ে পড়ল—কামনার অপমানজনক আকস্মিক অনুপ্রবেশেই ও অমনভাবে পড়ে' গেল—আর লিওনার্দ নাগালের অতীতে অবস্থিত অনেক দূরের কোনো অনধিগম্য দেবতার মতো নিশ্চল হয়ে ওর কাছ থেকে দূরে ব'সে রইল।

তবুও এর মধ্যে কখনও-সখনও সে বিস্ময়ের খোরাক পেতো। আর এই তথ্যানুসন্ধান যতোই দীর্ঘস্থায়ী হ'তে থাকল ততোই তা পরিকল্পনা থেকে দূরে সরে' যেতে লাগল। মেঝেতে ওইভাবে বসে পড়বার পর সেরাফিমার কাঁপুনি উত্তরোত্তর বেড়েই চলল—প্রেতাবিষ্ট রমণীর মতো বিড়-বিড় ক'রে বকুনি আর অভিযোগ অনুযোগও সেই সঙ্গে বাড়তে লাগল।

"আই আই চুমো খাও আমায় ট্যারা চোখো শয়তান দয়া করো ক্ষুদে বুভুক্ষু জ্বালাময় মধুর জন্ম দাও দামাল ছেলেদের ফরেস্টভাঙ্গারের মতো সিন্ধুঘোটকের দাঁত থাকবে ট্যাঙ্ক আসছে গুঁড়ো করো কামড়াও ট্যাঙ্ক আসছে দৌড়োও লেনিনগ্রাদে পালিয়ে এস।"

প্রাণপণে সে একবার ইচ্ছাপ্রবাহ চালু করে আবার বন্ধ করে, কিন্তু কিছুতেই আর কোনো ফল হচ্ছে না—ওর অবস্থার কোনোই পরিবর্তন দেখা যায় না। নিশ্চয় আর কেউ তার তরঙ্গপ্রবাহের মধ্যে এসে পড়েছে, নিশ্চয় অপর কোনো ব্যক্তি একই প্রবাহদৈর্ঘ্যে ইচ্ছাকে চালিয়ে দিয়ে নিয়ন্ত্রণটা দখল ক'রে সেরাফিমার অবসন্ন স্নায়ুর নিয়ন্ত্রণ কেড়ে নিয়েছে! ওর স্বাভাবিক মানসিকতা রক্ষার জন্যে সে ওকে সম্মোহন-নিদ্রায় ঘুম পাড়িয়ে দিল।—এটা সে এখনো পারে। সেই ঘুম থেকে ও যখন জেগে উঠল তখন আবার সতেজ

সুস্থ—আবার দুটো দিন বেশ ভালো ভাবেই শান্তিতে কাটল। কিন্তু তারপরই আবার পারিবারিক নরককাণ্ড শুরু হয়ে যায়।

এখন লেনির একমাত্র আরাম আর সান্ত্বনার ক্ষেত্র হ'ল তার বিশ্বস্ত বন্ধু এবং সহকারী ভিটিয়া কোচেটভ। একেবারে সবচেয়ে নীচের তলায় তার জন্যে একটা কোণ খুঁজে পাওয়া গেছে—সেটা সন্ন্যাসীর গুহা এবং বাজে জিনিসপত্র রাখার ঘরের মাঝামাঝি স্তরের একটা আস্তানা। সেখানকার ময়লা আবর্জনা সাফ ক'রে ভিটিয়া তার যন্ত্রবিজ্ঞানের কারখানা গড়ে তুলল। কারখানা-ঘরে যখনই ঢোকে লেনির বুকটা তখনই গর্বে ফুলে ওঠে। বেঞ্চের ওপরে আর শেল্‌ফে সাজিয়ে গুজিয়ে রাখা কিংবা দেয়ালের গায়ে হুকের ওপর সারি দিয়ে ঝোলানো সব চাকার-রিম, বর্শা, তুরপুণ, হাতুড়ি, ঢালাই-এর ছাঁচ, অ্যাসিড আর ঝালাই এবং তাড়িতশক্তি দ্বারা কলাই করার (গ্যাল্‌ভানাইজ্‌) যন্ত্রপাতি। আর এক কোণে সরিয়ে রাখা হয়েছে ছোট পাক্‌ সাঁড়াশি, কুম্বুৎ আর একটা ছোটখাটো নেয়াই। সেগুলির দিকে চোখ পড়লেই তার আঙুলগুলো সুড়সুড় করে—হয়ত হাতুড়ি কিংবা উখা অথবা করতের স্পর্শটা হাত দিয়ে অনুভব করতে সাধ যায়।

দিনে রাতে যেকোনো সময়েই তার ইচ্ছে হয় সে ওখানে ঢুকে পড়ে—সে নিশ্চিত জানে যে সে গিয়ে দেখবে তার বন্ধু এখন তেলের মিট্‌মিটে বাতির আলোয় কাজ করছে। ভিটিয়া কখনো বক-বক করে না, কখনো সে অসুবিধেজনক প্রশ্ন করে না আর ক্বচিৎ শিস্‌ দিয়ে 'ম্যাক্সিম গোর্কির ছেলেবেলা' ছায়াচিত্রের কোনো ওয়লৎস নাচের সুর শিস্‌ দিয়ে বাজায়। কিন্তু তুমি যদি একবার তার সামনে মুখে উচ্চারণ করেছ : 'ভিটিয়া বোল্টু!' অমনি সে স্ক্রুর একটা পাক ঘুরিয়ে অদম্য বোল্টুর দফা নিকেশ ক'রে ছাড়বে। কিংবা তুমি যদি বললে—'ভিটিয়া, ছিপি!'—ভিটিয়া অমনি ছিপির মুণ্ডু ধরে তুরপন চালাতেই থাকবে, যতক্ষণ পর্যন্ত না ছিপির ফুটো দিয়ে বাঁশির মতো আওয়াজ তুলে হাওয়া চলবে ততক্ষণ অবধি নিস্তার নেই। এইভাবে ওরা দুই বন্ধুতে মিলে প্রায় নিমেষের মধ্যে এমন লাকদার সাইকেল বানিয়ে ফ্যালে যা রীতিমত গর্বের বস্তু, যে দেখবে সেই তারিফ করবে।

সংক্রমণ বিদ্যার যন্ত্রপাতির ব্যাপারে লেনি পাকা মিস্তিরি আর ভিটিয়ার বৈশিষ্ট্যের ক্ষেত্র হ'ল বিদ্যুৎ আর জৈব তাপোৎপাদন : তারই পরামর্শক্রমে

শক্তি-কেন্দ্রের (power station) মোটর মেরামত করা হয়েছে আর তারই গবেষণালব্ধ প্রক্রিয়াতেই আমরা পেট্রলের বিকল্প পদার্থ আবিষ্কার করেছি। (তরল জ্বালানি ব্যতিরেকে মোটর অচল হয়ে যাবে। তাই অবস্থাবিপাকে পড়েই আমরা উদ্ভিজ্জ তৈল থেকে জ্বালানি বার করতে শিখেছি)।

একমাত্র ম্যাগ্‌নিফায়ারের দিকে আশানুরূপ গতিতে কাজ অগ্রসর হচ্ছে না। অবিশ্যি আমাদের একেবারে অ-আ থেকেই শুরু করতে হয়েছে—গণনা-যন্ত্র, ঘনমান যন্ত্র কিচ্ছু ছিল না ত! এর ওপর, সবচেয়ে বড় বাধা হ'ল বিরোধীদের অবরোধ: শত্রুরা আমাদের ওপর উৎপীড়ন করছে আর বন্ধুরা আমাদের পাশ থেকে দূরে সরে' পড়েছে।

একদিন মেকৃপীস সাইকেলে চড়ে' ফসলের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করতে সফরে বেরিয়ে যেতে না-যেতে বাড়ির কর্ত্রী কারখানার ভেতরে গিয়ে ঢুকল।

দুপুরে আহারের নিমন্ত্রণটা ভদ্রভাবে এড়াল সে—"না, ধন্যবাদ, আমার খাওয়া হয়ে গেছে।" বলেই সে ব্যস্তভাবে পাকা সাঁড়াশির সঙ্গে একটা শান-দেবার পাথর লাগাতে লাগাতে এমন ভাবভঙ্গী প্রকাশ করল যে, মনে হয় যেন সে বলতে চায়—"আমি খুবই দুঃখিত। নেহাত এই জরুরী কাজের ঝঞ্ঝাটের জন্যে তোমার অমন নেমন্তন্নর মওকাটা হাত ফসকে গেল!" কিন্তু ওর মুখের দিকে চোখ তুলে চাইতে তার ভরসা হয় না। তাকালেই ওর চোখ ধাঁধানো হাসি নজরে পড়বে। সে হাসি যে সর্বক্ষণই বলছে—"ওহে ছোকরা, তুমি যদি ভেবে থাকো আমার হাত এড়াতে পারবে তাহবে জন্মের আশা ছাড়তে হবে তোমায়।"

—"আচ্ছা ভিটিয়া বেরিয়ার দলকে নিরস্ত্রীকরণের ব্যাপারে তুমি অংশ নিয়েছিলে, একথা কি সত্যি ভিটিয়া?" বলতে বলতে ও এমন হিসেব করা ভঙ্গীতে মাথার চুল গুছোতে লাগল যে, সেদিকে চোখ পড়লে যে-কোনো মানুষের পাঁজরা শির-শিরিয়ে উঠবে— "না··! আমায় ব'ল না··· অবিমৃষ্যকারিতার জন্যে গুপ্তচরদের যে শাস্তি ভোগ করতে হয় সে কথা আমি একদম ভুলে যাচ্ছিলাম···! জানো একসময়ে আমার নিজেরই গুপ্তচর হওয়ার শখ হয়েছিল। ব্যাপারটা এমন চিত্তাকর্ষক! কী সব বিপজ্জনক যোগাযোগ, কেমন সব গোপন সাক্ষাতের জায়গা,···। একবার ভেবে ছাখো

একটা মেয়ে তার জীবন বিপন্ন ক'রে বিদেশী কোনো কূটনৈতিকের সঙ্গে বসে বসে শ্যাম্পেনে চুমুক দিচ্ছে—পুরুষ হিসেবে লোকটাকে মোটেই ওর পছন্দ নয়, কিন্তু কর্তব্য হ'ল কর্ত্যব্যই! আর মেয়েটি সানন্দে লোকটাকে আপন যৌবনোচ্ছল দেহ দান করছে!"…

"তুমি যে কিসের ইঙ্গিত করছো, আমি বুঝে উঠতে পারছি না।" ভিটিয়া লজ্জায় রাঙা হয়ে ওঠে—"আমি অবসর নিয়েছি, তা ত তুমি জানো। ওই কাজটা ও কোনো দিনই আমার পছন্দ ছিল না।"

চোখ ঘুরোতেই ওর জানুত্রাণটি (Knee-cap) তার নজরে পড়ল: ওর আটপৌরে স্খলিতবাসের ভেতর দিয়ে খুব বেশি অংশ দেখা যাচ্ছে না কিন্তু যে সামান্য অংশ চোখে পড়ছে তা এমনই চোখা ভঙ্গিতে উদ্ধত যে ভিটিয়া সে দৃশ্য সহ্য করতে না পেরে চোখ ফিরিয়ে নিল।

—"ছলনা ক'রে কী লাভ ভিটিয়া! তোমার ওই লেদ্‌যন্ত্র রেখে দাও মুহূর্ত্তেকের জন্যে!—আমি তোমার কথা ফাঁস ক'রে দেবো না! এটা কি তুমি বোঝো না যে, আমিও তার হাতে তোমারই মতো বন্দিনী? আমি যে তার স্ত্রী এ কথা মন থেকে মুছে ফ্যালো। আমি ত তার সঙ্গে কখনো এক বিছানায় ঘুমোই নি! তাহলে সে আমার কেমনতরো স্বামী?…চলো আমরা পালিয়ে যাই। তার সিন্দুকে যে সব প্ল্যান-পত্তর রেখেছে সেগুলো চুরি করতে তোমায় সাহায্য করবো। আমি করব! সেগুলো হাতছাড়া হ'লে সে একেবারে অসহায় হয়ে পড়বে। আর এখন ত এমনিতে তার কর্তৃত্ব ক্ষমতা আমাদের ওপর থেকে ঘুচে গেছে। এখন আমি ষোলআনা তোমার দখলে ভিটিয়া—তা কি তুমি জানো?"

তার ব্যায়ামপুষ্ট দেহ ঘর্মস্নানে সিক্ত হয়ে পড়েছে। আগুনে তেতে লাল হয়ে যাওয়া ধাতুটা তার দেহত্বকে দংশন করছে। তার আঙুলের ছোঁয়াতে রেবিটা বেহালার মতো সুর তুলছে, বিলাপের মূর্ছনায় সুর তুলেই চলেছে! কিন্তু আওয়াজটা এত জোরে হচ্ছে না যে ওর কণ্ঠস্বরকে ছাপিয়ে দেয়।

"একবার লেনিনগ্রাদে পৌছতে পারলেই আমরা তার প্ল্যানটা ব্যবহার করতে পারব।…আমাদের জীবনের মান উঁচু ক'রে ফেলবো। লিউবিমভের বিরুদ্ধে একটা সেনাবাহিনীর নেতৃত্ব নিয়ে চলে আসব।…আমি তোমার একটি পুত্রের জননী হবো, ভিটিয়া! তুমি হবে আমার প্রিয়পাত্র, আমার স্বামী—

সাম্রাজ্ঞীর স্বামী হবে তুমি! আমার সহকারী রাজা!···বিশ্বাস করো আমায় মাও-সে-তুং আমাদের দিকে বন্ধুত্বের হাত প্রসারিত করে দেবেন। নেহাত যদি কপাল খারাপ হয় তাহলে নয় সাময়িক ভাবে মধ্য এশিয়াটা ছেড়ে দেবো। আর আমরা ককেশাস্ ছেড়ে দেবো। আমরা ইউরোপে আগুন জ্বালিয়ে দোব। সত্যি ভিটিয়া আমি খুব গুরুত্ব দিয়ে কথা বলছি। ছোট্ট একরত্তি একটা প্রাদেশিক কেন্দ্র আমরা মোটেই লক্ষ্য নয়। তোমার কাছে আমি এই প্রতিজ্ঞা করছি।···"

এরকম অবস্থায় একটা ভ্রষ্টা, উচ্চাভিলাষিণী রমনী কোন্ প্রতিজ্ঞাটা না করতে পারে? কিন্তু ওর এই প্রতিজ্ঞার ফলে রাশিয়ার ভবিষ্যৎ নিয়তিটা কী দাঁড়াচ্ছে? বিশৃঙ্খলা, যৎপরোনাস্তি বিশৃঙ্খলা। নৈরাজ্য আর গৃহযুদ্ধ। পথে পথে গুপ্তশত্রুর আক্রমণ, রেলগাড়ি লাইনচ্যুত করা। কালো পতাকা আর গোলাপী আটপৌরে স্খলিতবাস! ঘাগ্‌রার তলাটা সরিয়ে নগ্ন জানু বেরিয়ে পড়বে আর গরাদের বাধা ভেঙে পড়বে। জানু ত্রাণ, চাকার দাঁত, মোচার মতো সুতোর গুটি। ······নির্ঘাত ওর স্কার্টের তলায় সংঘর্ষের বেগ রোধ করার কৌশল গুপ্ত রয়েছে, ঝালর আর আটকাবার কৌশল। ······পোশাকের ঝুলনো ঘেরের বজ্রকঠিন আটকাবার কৌশল গরাদগুলোকে কাত ক'রে ফেলে দিচ্ছে। ওই রেতিটা অত্যধিক উত্তপ্ত হয়ে উঠছে। লাল শিখা, কালো ট্রাউজার। না আমি কিছুতেই ককেশাস ছেড়ে দেবো না। গোটা ইউরোপের চেয়েও প্রিয় স্থান। নৈরাজ্য, রীতিমত নৈরাজ্য। ওই কুঁচিগুলোর মধ্যে, ওই গরাদ কাত ক'রে দেওয়া মাটিতে লুটোনো পোশাকের প্রান্তের মধ্যে। ··· না, না, তুমি ক'র না, দুর্ভাগা কোথাকার।

রেতিটা কাত হ'ল, ঘাড়ের পেশী সিধে হ'ল, সাঁড়াশীর ডগার মতো ঠোঁট দুটো কঠিন করল: "মহোদয়া, তুমি আমার কাছে আর এগিয়ো না, এগোলে তোমায় হয়ত খুন ক'রে ফেলব। রাশিয়ার দোহাই, লিউবিমভের দোহাই, লেনিনর দোহাই, আমি নিজের জীবনটা নষ্ট করব না।'

এরপর অনেকক্ষণ ধরে নাচের বাজনাটা শিস্ দিয়ে বাজাতে লাগল, আর মনে মনে চিন্তা করতে থাকল, এ ব্যাপারে কিছু কি কর্তাকে বলবে? না, বলবে না? অবশেষে না জানানোই স্থির করল। কর্তার ভাগ্যের পসরা ত এমনিতেই উপ্‌চে পড়ছে। সত্যিই তাই!

লেনির শক্তি প্রতিমুহূর্তেই হ্রাস পাচ্ছে—দিনে-দিনে, ঘণ্টায় ঘণ্টায় তার বল কমে যাচ্ছে। আর আজকাল সে সম্মোহন বিদ্যার ব্যবহার প্রায় ছেড়েই দিয়েছে। এখন সে জোরদার কথার ওপরেই প্রধানতঃ নির্ভর করে। আমি যখন তার কাছে হাজির হয়ে বার্ধক্যের অজুহাত দেখিয়ে স্বীয় পদত্যাগপত্র দাখিল করলাম তখন সে আমার সঙ্গে যুক্তি-তর্কেরও অবতারণা করল না! ভর্ৎসনা সহকারে শুধু প্রশ্ন করল:—"সাভেলি কুজ্‌মিচ, স্বদলত্যাগ করছো? অন্যেরা যে পথে গেছে তুমিও শেষে সেই পথ ধরলে?"

"মোটেই না!" যে ডেস্কের ওপরে এই জেলার মানচিত্র খোলা আছে আমি সেই অবধি গেলাম।—"এখন ঠিক সময় এসে গেছে। এবার নিরিবিলিতে ঘরে বসে', তোমার অবদানগুলোর ওপর আমি যে ইতিবৃত্ত লিখতে চাই, সেই লেখার কাজটা করে ফেলবো। বুঝলে লেনি, এখানে বসে সিগ্‌ন্যালের-আলোর খেলা দেখে, আমার কাজটা বেশি দূরে অগ্রসর হবে না। আর তাছাড়া এখন বাগানের দিকেও একটু নজর দিতে হবে, এটাই হ'ল ঠিক মরসুম। গাজরের গোড়ায় একটু নিড়ানি দরকার—আজকা'ল লোকগুলো এমন অসৎ হয়েছে তার কী বলব! তুমি ধারণা করতে পারবে না। তুমি যে রাজহাঁসের বাচ্ছাটা আমায় রাখার অনুমতি দিয়েছিলে কাল ওরা সেটা চুরি করে নিয়েছে। কাজেই এখন আমায়, আমাদের বইখানা লেখায় হাত দিতে হবে লেনি—বরাবরই সেকথা ভেবে এসেছি—ঠিক তুমি যেমনটি বলেছ আমায়।…"

—"হঠাৎ তুমি যেন ভারি চটপটে হয়ে পড়েছ," আমার দিকে সে একবার বিরাগের কটাক্ষ হেনে তাকাল।—"কলার, টাই, কাফ-লিংক-একেবারে ষ্টিলিয়াগা।(১) এগুলো কি সব বাইরে যাবার জন্যে? গতকাল রাতের সুযোগটা তুমি হারালে! কাল রাতে একদল লোক পালিয়েছে।"

আমি লেখার জন্যে যাচ্ছি, বললাম ত তোমায়। আমি কি নিজের বিষয় ছেড়ে পালাবো? ভাখো লেনি, এখন আমার মাইনেটা তোমার বাড়িয়ে দেওয়া উচিত, কেন না এখন ত আমি সৃষ্টিধর্মী শিল্পীদের গোত্রে চলে যাচ্ছি!"

সে মাথা হেঁট করল—আমার মনে হয়, বেতন বৃদ্ধির হার, রেশন আর

॥১॥ সেসব উটকো বুদ্ধিজীবী পাশ্চাত্ত্য পোশাকের অনুকরণ করে।

ফসলের সমস্যা নিয়ে সে চিন্তা করছে। এরপর সে কতকটা উদাসীন ভাবে আমায় প্রশ্ন করল, কি রকম ভঙ্গীতে আমি বইখানা লিখবো! আমি তখন তাকে সেই ফুলের তোড়াটা উপহার দিলাম—অনুরূপ অনুষ্ঠানের জন্যে এটা রেখেছিলাম। আমার পিছন থেকে সেটা বার ক'রে নজর-পড়ার মতো একটা জায়গায় রেখে, আমার টাইটা আর কাফ-লিংকটা একটু গুছিয়ে আমি নিম্নলিখিত দীর্ঘ ভাষণ দিলাম :

"এটা কী সুন্দর! কতো সতেজ! প্রকৃতির যাবতীয় রং-এর ছোপ আর সৌরভ সব কিছুতেই এটি পরিপূর্ণ। এই তোড়াটি বনজ ফুল দিয়ে রচিত—আমাদের স্যাঁৎসেঁতে মাটিতে যে ফুল প্রচুর পরিমাণে ফোটে। এদের চাতুর্য, লালিত্য এবং সাজানোর কারুকার্য একবার লক্ষ করো! একবার ভাখো শক্ত লিকলিকে ট্রেফয়েল কেমন ভাবে স্থূলাঙ্গ সরস হলিহককে অলংকৃত করেছে, আর ওই ব্যভিচারপরায়ণ বাটারকাপ কেমন ভাবে ভীরু ডেইজির সঙ্গে প্রণয়লীলায় উন্মত্ত! আমাদের রচনাশৈলী এরই অনুরূপ হোক। ফুলের তোড়ার মতোই এর বাক্যগুলি পাঠকের চোখ ধাঁধিয়ে দিক, আর প্রত্যেকে নিজের-নিজের সুর ধ্বনিত ক'রে তুলুক—শস্যক্ষেত্রের কর্ণফ্লাউআর হাসি ছড়াক, অলক্ত রাঙা ক্লোভার আপন গর্বোদ্ধত মাথাটি উঁচু ক'রে থাক, আর যুঁই তার পরিক্ষীণ, ম্লান, নিগূঢ় মাধুর্য বিন্দু বিন্দু বিলিয়ে দিক। প্রত্যেকেই আপন-আপন ছিপ্-ছিপে বৃন্তের ওপর স্বাধীন ভাবে হেলে-দুলে খেলা করুক, ঐক্যের সংগতিতে দৌড়-ঝাঁপ করুক হাঁপিয়ে পড়ুক। আবার অন্যদিকে ঘণ্টাকৃতি, কুক্কুটশিখা আর তোরণস্রজে আপন পাপড়ির সৌন্দর্য, কারুকার্যের প্রতিযোগিতা করুক। কেন না আমাদের সহজাত রুচি এই প্রাচুর্যের রচনাশৈলীতেই সাড়া দেয় আর এটাই আমাদের এই মহান নগরীর উপযোগী : তার বৈচিত্র্যময় ইতিহাস আর আমাদের প্রতিভাধর নেতার কর্তৃত্বাধীনে যে গৌরবময় মহৎকৃত্য নিষ্পন্ন হয়েছে তারও যোগ্য হবে এই রচনাশৈলী।"

"হ্যাঁ, বেশ হয়েছে।" লেনি বলল, সে এতই অভিভূত হয়ে পড়েছে যে নাক ঝাড়তে লাগল।—"সত্যি তোমার লেখার ধরন খুব রং-দার তাতে কোনো সন্দেহ নেই। তবে তোমার যেটির অভাব বুঝলে প্রোফেরান্‌সভ্ সেটা হ'ল মানসিক স্বচ্ছতা আর হৃদয়ের সারল্য। সেটা কিন্তু শিল্পগত ক্ষেত্রে বিরাট ত্রুটি বুঝলে প্রোফেরাণ্‌সভ্। তোমার রচনা ভঙ্গীময় আর তোমার শব্দ চয়নে দ্ব্যর্থবোধকতা ভর্তি। মোটর ওপর তুমি খুব চালাক খদ্দের আর পিচ্ছিল

ভবিষ্যবাদী। আমি তাজ্জব বনে গেছি? তুমি কি এখনো তোমার সেই অনবজীবনপ্রাপ্ত যুগের বিদ্বেষে ভুগছো?"

এমনিভাবে সে একের পর এক আমার শিল্পের সমালোচনা করে চলল। আমার লেখার মধ্যে কোথাও হয়ত বিষাদাচ্ছন্নতা গোপন রয়েছে কিংবা বিশেষ ক্ষেত্রে অপরের দুঃখে-কষ্টে কিছু প্রচ্ছন্ন-আনন্দ প্রকাশ পেয়েছে—এগুলো সম্পর্কে তার সমালোচনার বিরুদ্ধে জবাবদিহি বা তর্কের ভেতরে গেলাম না আমি। কিন্তু তাকে দেখিয়ে দিলাম যে, আমি অন্ততঃ বিবেকধর্ম বজায় রেখেছি আর লজ্জাবোধ হারাই নি।

"এটা দেখতে পাচ্ছ না?" নিজের অজ্ঞাতেই আক্রমণে বিচলিত ভঙ্গী করে বললাম—"আমি এক লজ্জাশীলা অক্ষুণ্ণ সতীত্বের কুমারী—আমাকে সতীত্ব রক্ষার চেষ্টা করতে হচ্ছে—এটা দেখতে পাচ্ছ না?" এবং আমার সেই ভঙ্গীটি কেন জানি না বজায় রেখেই, তাকে স্মরণ করিয়ে দিলাম, ধর্ষণকারী ফ্যাশিস্টদের বিভ্রান্ত করার জন্যে আমাদের দেশের মেয়েরা কী সব কৌশল গ্রহণ করেছিল। তারা কেমন ক'রে কাদা মেখে, গোবর লেপে নিজেদের গায়ের চামড়া নোংরা ক'রে রাখতো, মাথায় উকুন নিয়ে হামাগুড়ি দিয়ে তারা চলতো, মুখ দিয়ে লালা ঝরতো তাদের—এইভাবে তারা নোংরার মধ্যেই প্রতীক্ষায় দিন কাটাতো। কবে সেই লাল তারার চিহ্ন নিয়ে বিজয়ী বরটি ফিরে আসবে! এরকম দৃষ্টান্ত ত অজস্রই রয়েছে! ···তেমনি আমাদের ইতিহাসেও যুগ যুগ ধরে যথার্থ গুণবান প্রতিভাসম্পন্ন লোকেরা আহাম্মক বলে পরিগণিত হয়ে এসেছেন আর সৎলোকেরা অসাধু দুর্বৃত্ত ব'লে গণ্য হয়েছেন—কেন না আমাদের বিবেক ব'লে দিয়েছে যে, প্রচুর পরিমাণে নোংরা দিয়ে আচ্ছাদিত না ক'রে কখনোই মানুষের নিরাবরণ আত্মাকে প্রকাশ করা শোভন নয়—বিবেক আমাদের সতর্ক ক'রে দিয়েছে। অতএব মানুষ হামেশাই মিছে কথা বলবে, দিব্যি গিলবে, কিংবা চুরি করবে, কিংবা তার প্রতিবেশীর স্ত্রীকে খড়ের মাচায় উল্টে ফেলবে—তার আর কোনোই কারণ নেই, শুধু তার চিত্তকে বক্ষস্ত্রাণের রক্ষা কবচের আড়ালে রাখাই তার উদ্দেশ্য। যেমন বাক্সের মধ্যে সাজিয়ে মণিরত্নকে সিন্দুকে পুরে তালাচাবির নিরাপত্তায় রাখা হয়, তেমনি।···

—"আচ্ছা ভালো কথা, আমি সিন্দুকে যে বইখানা তুলে রেখেছি সেটা তুমি কোনোক্রমে দেখেছ নাকি?" তার নিজের সমস্যায় জর্জ্জরিত লিওনার্দ

আমায় প্রশ্ন করল। —"তুমি ত সেটা জানো…সেই যে মোটা চামড়ায় বাঁধাই করা পুরনো বইখানা।"

এটা প্রকাশ পেল যে, তার পড়ার ঘরে একটি ধাতব আধারের মধ্যে তালাচাবি দিয়ে সীল ক'রে রেখেছিল সে—আর চাবিটা নিজের গলায় ক্রশ-এর বদলে চেনে বেঁধে ধারণ করেছিল। বইখানা আগাগোড়া মুখস্থ হয়ে যাওয়ার পর, যতদিন অবধি তার আত্মবিশ্বাস ছিল এবং সাধারণ অবস্থা দেখে সে খুশী ছিল ততদিন পর্যন্ত আর সেই মূল বইএর পাঠের দিকে নজর দিত না সে। কিন্তু সম্প্রতি একটা বিশেষ অনুচ্ছেদ সম্পর্কে নিজের স্মৃতিশক্তিকে ঝালিয়ে নেবার জন্যে বইখানি একবার দেখা দরকার মনে ক'রে সে বইখানি নিতে গিয়ে দ্যাখে যে ধাতব-আধারটি শূন্য—অথচ তালাটি ঠিকই আছে, সীলও যেমনকার তেমনি অটুট রয়েছে! আমার মাথায় চকিতের মতো খেলে গেল—এ সেই মৃত ভদ্রলোকের কাজ, স্যামসন স্যামসনোভিচ ছাড়া আর কে-ই বা বইখানা নেবে! তিনি স্নেহপরবশে সাময়িকভাবে বইখানা আমাদের ধার দিয়েছিলেন। এখন হয়ত নিজের সম্পত্তি ফেরত নিয়েছেন।

"এই আবার তোমার রূপকথা শুরু হ'ল!" নাচারভাবে লেনি কাঁধ ঝাঁকি দিল আর অল্পক্ষণ চুপ করে থাকার পর আমায় জিজ্ঞাসা করল—আমাদের অগভীর নদীর ঠিক কোন জলাতে—জলের কোন্‌খানটায় স্থানিক বাহিনীর অস্ত্রগুলো ফেলে দিয়েছিলাম আমরা—সেটা কি আমার মনে আছে? আমি একেবারে জমে হিম! ও তাহলে শেষে এই দশা দাঁড়িয়েছে! আমাদের অমন সুন্দর সব বক্তৃতার পর শেষে এই। এখন তাহলে মগজখাটানোর ব্যাপারে ইস্তফা! অবিশ্যি মুখে আমি শুধু বিদায়কালীন কয়েকটি সান্ত্বনার বাণী ছাড়া আর কিছুই বলি নি।

"চিন্তা ক'র না বড় কর্তা! সবগুলোয় ত আর জলের তলায় যায় নি। ঘরে ঘরে খোঁজখবর নাও দেখবে অন্ততঃ ডজন দুয়েক রাইফেল তুমি পেয়ে যাবে।…দ্যাখো পরিষ্কার হয়ে আসছে সব। ভগবান সহায় হ'লে, মেঘগুলো সব উড়ে যাবে আর আমরা ফসল বাঁচাতে পারব। আর কিছু নয় কোনো রকমে শীত অবধি আমাদের কষ্ট ক'রে টিঁকে থাকতে হবে—তারপর আর কেউ আমাদের বেকায়দায় ফেলতে পারবে না। বুকে বল বাঁধো লেনি, চাঙ্গা হয়ে ওঠো, আমরা টিঁকে থাকবো।…"

কিন্তু বক্ষস্ত্রাণের রক্ষাকবচের ভিতর থেকে আমার আত্মা নাকে কাঁদতে থাকে—"আমরা পারব না! আমরা থাকব না!"

মেকৃপীসের কাছ থেকে বিদায় নেবার পর প্রোফেরান্‌সভ চিন্তায় এমনই মগ্ন ছিল যে, কোথায় চলেছে সে সম্পর্কে তার যেন কোনো হুঁশই ছিল না। নগরের তোরণদ্বার পার হয়ে শেষে শহরতলির বেড়া দেওয়া বাগানগুলোও ছাড়িয়ে চলে এল। অবশেষে সে দেখল যে, শেষ প্রান্তের একটি কুঁড়ের সামনে এসে সে হাজির হয়েছে। শীর্ণতোয়া নদীর কর্দমাক্ত তটে উইলো ঝোপে ঢাকা এই কুঁড়েটি! স্তিমিত সূর্যের শেষ রশ্মি কালো ঘোলা ঢেউএর ওপর শান্তভাবে দুলছে—ছ'টা বাজতে আর দেরি নেই। বাতাসে মশার ঝাঁক মেঘের মতো জমাট বেঁধেছে আর বনভূমি থেকে ঝাঁঝালো ধোঁয়াটে গন্ধ ভেসে আসছে। মুখে বসন্তের দাগওয়ালা একটি যুবতী নদীর জলে ধোয়াধোয়ি করছিল আর প্রোফেরান্‌সভ তাকেই গিয়ে জিজ্ঞাসা করল, তার সঙ্গীর সঙ্গে দেখা হবে কি না? ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার তিশেংকো এই আশ্রয়েই এসে ডেরা নিয়েছে—দপ্তরের ঝামেলা থেকে অবসর নিয়ে এখন সে মাছ ধরায় মন দিয়েছে। সাবানমাখা হাতখানা দিয়ে চোখটা আড়াল ক'রে মেয়েটি এক জংলী ভাষায় চেঁচিয়ে হাঁকল: "সেমিয়ন! তুমি কোথায়, বুড়ো শয়তান রে! কে একজন তোমার কাছে এসেছে।"

নদী তীরের নল-খাগড়ার ঝোপের ওপার থেকে সাড়া এল—"এখানে।"

"কেমন, সব কুশল ত সেমিয়ন গাভ্রিলোভিচ্!" আনতভাবে অভিবাদন ক'রে প্রোফেরান্‌সভ একটা উপুড় করা কেঁড়ের ওপর বসে পড়ল।

তিশেংকোর লক্ষ্য এখন তার কাতনার দিকে। মুখ না ফিরিয়েই সে বলল—"হ্যালো।"

তারা দু'জনেই চুপচাপ বসে। কিছুক্ষণ পরে তারা সিগারেট ধরালো। নিজের ক্ষেতের তামাক গৃহস্বামীকে দিয়ে প্রোফেরান্‌সভ্ মন্তব্য করল: "ওরা তোমায় আচ্ছা এক অগম্য জায়গায় নির্বাসন দিয়েছে কম্‌রেড্ তিশেংকো —হতচ্ছাড়া পথভ্রষ্টকারীর দল!"

—"আমায় কেউ নির্বাসন দেয়নি।" প্রাক্তন সেক্রেটারি বলল—"আমার ইচ্ছে হয়েছিল তাই চলে এসেছি। এখানকার বাতাস বেশ স্বাস্থ্যকর আর মাছও এখানে ভালোই ধরা পড়ে। তারপর, খবর কী?"

—"আমিই প্রথম নাকি?" বৃদ্ধ উত্তেজিতভাবে হেসে উঠল।—"তোমার নিশ্চয় মনে থাকবে, তাই না, কমরেড্ তিশ্চেংকো—আমিই তোমার প্রতি অবিচ্ছিন্ন আনুগত্য জানাতে চেয়েছি, ভরসা দিতে চেয়েছি—তোমায় বলতে এসেছি যে আমরা আর ওর সঙ্গে থাকতে চাই না…"

—"উত্তম, তবে সত্যি কথা বলতে গেলে প্রথম নয়…! ডক্টর লিন্‌ডে সেদিন গড়াতে গড়াতে এসে হাজির, সেও বলছিল যে সে শিকার হয়েছে।… ওকে কিসে কামড়াচ্ছে, তা তুমি জানো?"

প্রোফেরান্‌সভ হাসতে হাসতে আমাদের রাজবৈদ্যের বিপদের খবরটা দিল। যে মুহূর্তে সেরাফিমা পেত্রভ্‌নার সঙ্গে ডাক্তারের গত বছরের নটঘটের কথাটা মেক্‌পীসের কর্ণগোচর হয়েছে, সেই মুহূর্তেই তাকে প্রধান চিকিৎসকের পদ থেকে অবনত ক'রে আমাদের হাসপাতালের আরদালি ক'রে দিয়েছে।

এতে সাভেলি আরও কৌতুক বোধ করেছিল, কেন না সে ত ডাক্তার লিন্‌ডের ঘনিষ্ঠতম বন্ধু আর তার গোপন কথার ভাণ্ডারী, কিন্তু সেদিন অবধি ওই ঝুঁকিপূর্ণ প্রণয়ের বিন্দুবিসর্গও সে জানত না—ডাক্তার এমনই সতর্কতার সঙ্গে চলেছে! আরও একটা গুজবের টুক্‌রো সে ঝুলি ঝেড়ে বার করল, সম্প্রতি একদিন রাত দুপুরে আমাদের মুখ্যা মহিলাটি ডাক্তারের দরজার সিঁড়িতে হাজির হয়ে তাকে বাগাবার তালে ছিলেন—যেন সেই রাতেই ওঁর সঙ্গে ডাক্তারকে পালিয়ে যেতে হবে। কিন্তু লিন্‌ডে জানালার গরাদে দিয়ে তার দাড়িগুলা মুখটা বার ক'রে চাপা গলায় বলেছিল:—"নাগরিকা নির্ঘাত তোমার মাথা খারাপ হয়েছে। আমি তোমার প্রেমিক নই, আর, কোনোদিন ছিলামও না।"

দীর্ঘশ্বাস ফেলল তিশ্চেংকো এবং চিন্তামগ্নভাবে নদীতে থুতু ফেলল: "মেয়েটাকে দেখে ত বেশ ছুক্‌রী বলেই মনে হ'ত!"

—"একথা তুমি বললে কি করে' সেমিয় গাব্রিলোভিচ্! আরে ওটা একটা চামড়াসার ডাইনী! সত্যি কথা বলতে গেলে হাড়ের সঙ্গে একটু শাঁস থাকলে তবেই সে মেয়েকে আমি পছন্দ করি।…কাজেই আমিও শিকার হয়েছি একথা ভুলে যেয়ো না। আমার ধ্রুব প্রত্যয়গুলোর জন্যে সে আমায় বরখাস্ত করেছে। এবার তুমি যদি ফিরে হাল ধরো আর একবার…"

—"হাল?" নির্বাসিত শাসকের কর্মকুণ্ঠ দৃষ্টিতে অপ্রসন্নতার ছায়া পড়ল। —"এখানে আমি বেশ ভালোই আছি। খুব সুখে আছি। আর কিছুদিনের

মধ্যেই আমি অবসর-ভাতা পেয়ে যাবো—তখন এই নদী-তীরে বসে বসে কেবল নজর রেখে যাবো, স্রেফ দেখবো।···আরে ভাই দোস্ত্ ছাখো ছাখো ওই ওরা উঠতে শুরু করেছে। ইচ্ছে করলে তুমি আমার ওই বাড়তি ছিপটা নিয়ে নাও, কিন্তু আমার হুদ্দোর বাইরে থাকবে!"

প্রোস্কেরান্সভ্ ছিপখানা নিল এবং অসুখীত ভাবেই কিছু দূরে চলে গেল। কাতনার দিকে নজর রেখে সে বসে রইল, কখন ওরা এসে ঠোক্রাবে—আর তার দৃষ্টি ওই মন্থর ঘোলা ঢেউএর ওপর পড়ে রইল। রোদ লেগে তার গা গরম হচ্ছে আর বাতাস এসে তাকে ঠাণ্ডা করছে। মাঝে মাঝে দু-একটা মশা তার গায়ে হুল ফুটোচ্ছে আর মাঝে মাঝে সে একটা মাছ ধরেছে। লিউবিমভের আবহাওয়া আবার স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে এসেছে।

সেরাফিমা পেত্রভ্না শেষকালে কার সঙ্গে পালিয়েছিল সেটা আমরা কোনোদিনই উদ্ঘাটিত করতে পারিনি। সেই একই দিনে কুড়িজনের চেয়েও বেশি লোক পালিয়েছিল—তার মধ্যে স্কুলের হেডমাস্টারও ছিলেন, তিনি স্কুলের ঘোড়া আর গাড়ি দুই-ই নিয়ে গেছেন। এদিকে কেন্দ্রী দফতরেও মেক্পীস্ আবিষ্কার করল, তছরূপ হয়েছে। মাথার কাঁটা আর একটা চওড়া লোহার পাত এবং ক্ষুর দিয়ে দেয়ালের গায়ের কাগজগুলো নষ্ট করা হয়েছে। সাধারণ হট্টগোলের সুযোগ নিয়ে পলাতক প্রায় পাঁচ হাজার রুব্ল নিয়ে সট্কে পড়েছে। কিন্তু ওই ছেঁড়া-খোঁড়া নোট্গুলোর কী দাম পাবে পলাতকা?

লিওনার্দ পিছু ধাওয়ার কোনো চেষ্টাই করল না। জাহাজডুবির পর মানুষের যে উদ্‌ভ্রান্ত আচ্ছন্নতা আসে লিওনার্দ সেই ঔদাসীন্য নিয়ে তার শহরের অতিপরিচিত পথগুলিতে ঘুরে বেড়াতে লাগল—চতুর্দিকে তার অসফল স্বপ্নেরই জীবন্ত চিহ্ন চোখে পড়তে লাগল। এই ত 'এখানেই' মল্লভূমির জায়গা ঠিক করা হয়েছিল—একটা গর্ত খোঁড়া হয়েছে আর মঠের আধখানা দেয়াল ভেঙে ফেলা হয়েছে তার ইটগুলো খুলে নেবার জন্যে! ওই দূরে 'বৈবাহিক প্রাসাদের' (Matrimonial Palace) ভিত্তিপত্তন করা হয়েছিল আর তার সঙ্গে ছিল 'প্রেমের উৎসের' (Fountain of Love) পরিকল্পনা—এ সবই ত ওই আজকের বিশ্বাসঘাতিনী এবং তহবিল তছরূপকারিনীর সম্মানার্থে করা হয়েছিল! আভেন্যু ধরে' আরও অগ্রসর হও সেখানে ভবিষ্যতের কুয়াশার গর্ভে ঢাকা, মাথা-উঁচু ক'রে খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে বিজ্ঞান, যুব, শ্রমিক,

বস্তুতান্ত্রিক-শিল্পের প্রাসাদ ভবনগুলির পরিকল্পনা। আর সেই সঙ্গে ছোট্ট একখানি অনাড়ম্বর বাইসাইকল্ উৎপাদন এবং মেরামতের প্রাসাদভবনও রয়েছে!

স্থাপত্যের এইসব অসমাপ্ত ইমারতগুলির যে বাগানে কোনো গাছ এখনো পোঁতা হয় নি সেই বাগানে ধুলো আর নুড়ির মধ্যে ছেলেরা খেলা করছিল; আর শান্ত এবং বিমর্ষ এক চাষী নির্লজ্জভাবে কংক্রিট মেশাবার যন্ত্রের মধ্যে প্রস্রাব করে গেল—যন্ত্রের পাত্রের আধখানা সিমেন্টে ভর্তি ছিল! কেউ তাকে বাধা দিল না, আর জেনারেলিসিমো নিজে শুধু মুখখানা ঘুরিয়ে নিল।

প্রধান রাজপথের ওপর যেখানে খনন কার্য হয়েছিল তার এধার-ওধার সর্বত্রই মাতালের গড়াগড়ি। ওরা কেউই কিন্তু সম্মোহনের দ্বারা পর্যুদস্ত নয়, অবৈধ ভাবে যে নিকৃষ্ট ধরনের মদ চোলাই শুরু হয়েছে তারা তা-ই পান ক'রে কাত হয়েছে! তাদের কেউ উঠিয়ে নিয়ে গেল না—লিওনার্দের পথ থেকে কেউ তাদের সরাবার জন্যে এল না। পথের ওপর লোকেরা জমায়েত হয়ে মৌজে গল্প করছিল, হাসছিল, ঝগড়া করছিল, পাশা খেলছিল কিংবা কিছু খেলছিল—কিন্তু মেক্‌পীস্‌কে দেখেই তারা কে-কোথায় হাওয়ায় মিলিয়ে গেল। তারা সবাই যেন তাকে ভয় করে। মুখ থুব্‌ড়ে পড়া একটা বেড়ার পাশ দিয়ে যেতে যেতে তার কানে গেল, কোন্ এক ক্রুদ্ধা জননী তার ছেলেকে শাসাচ্ছে:—"রোসো, দাঁড়াও না ট্যারা-চোখো এসে তোমায় নাড়ী-কাবাবের মাংস বানিয়ে ছাড়বে।"

সে ওদের কী করেছে? তার বিরুদ্ধে ওদের অভিযোগটা কী? ওদের জন্যেই কি নিজের জীবনটা উৎসর্গ ক'রে দেয় নি? এই সব পাষাণহৃদয় বর্বরদের সেবাতেই ত সে নিজের স্বাস্থ্যকে পঙ্গু করেছে—আর যে মুহূর্তে তার শক্তি হ্রাস পেতে শুরু করেছে, অমনি ওরা তাকে নিয়ে হাসি-ঠাট্টা শুরু করেছে তাকে গায়ে পড়ে অপমান করতে লেগেছে? তাদেরই ভালোর জন্যে এবং তাদের সম্মতি নিয়েই ত, সে ওদের নিয়মানুবর্তিতা শিখিয়েছে, তাদের ভেতর থেকে অপরাধগুলোকে ঘুচিয়ে দিয়েছে, আর কাজকর্মের মধ্য দিয়ে তাদের শক্ত-মজবুত ক'রে তুলেছে! তারা ত নিজে থেকেই লিখিত ভাবে প্রার্থনার আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেছিল, আর সেটা লেনি এমন মানবিকতা সহকারে পরিচালনা করেছিল যে, প্রত্যেক ব্যক্তিরই দুর্দিনের জন্যে কিছু না কিছু সংস্থান রয়ে গেছে। যে বুড়ি ডাইনীটা নিজের পেটের অপোগণ্ডটাকে শাসকগোষ্ঠীর

প্রতি অবিশ্বাসী হতে শেখাচ্ছে এই ডাইনীই না একদিন তার হাতে পায়ে ধরে মিনতি করেছিল—ওর গৃহপালিত পশুগুলো নিয়ে নেবার জন্যে প্রার্থনা জানিয়েছিল। একেবারে ইস্কুলের মেয়েদের মতো বুড়ীটা নিজের মনকে পরিশীলিত করার ব্যগ্রতায়, ট্রাক্টরচালিকা হবার উন্মাদনায় ক্ষেপে উঠেছিল! অথচ ওর হাতে ত ঝাঁটা ছাড়া আর কিছুই মানায় না।

একটা মুরগীর ভয়ার্ত চিৎকার কানে আসতেই দাঁড়াল এবং ফিরে চাইল। ভয় পাওয়া একটা মুরগী আভেন্যু দিয়ে ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটে পালাচ্ছে আর সেটার পিছনে ধাওয়া করেছে যে বর্ষীয়সী লেনি এক্ষুনি তার কথাই ভাবছিল! এক হাতে স্কার্টের প্রান্ত উঁচু ক'রে তুলে, ঝাঁটা উঁচিয়ে বৃদ্ধা দৌড়ে চলেছে, না তার ছুটতে মোটেই অসুবিধে হচ্ছে না—বরং যে ভাবে দ্রুতবেগে যাচ্ছে তাতে মনে হয় যে-কোনো মুহূর্তে বুড়ীটা হাওয়ায় উড়তে শুরু করবে।

—"সত্যিই কি ও তাই করবে?" সে অবাক হয়ে ভাবছিল দাঁড়িয়ে। অবিশ্যি তাকে বিস্মিত হবার ফুরসতটুকু দিয়েই বৃদ্ধা হাতের ঝাঁটা নিয়ে মাটি ছেড়ে প্রায় ছ'গজ উঁচুতে উঠে পড়ল। চকিতে তার গোড়ালি থেকে জঙ্ঘা অবধি উলঙ্গ অবস্থায় বার ক'রে, খোড়ো গোলাবাড়ির নীচু ছাদের মাথায় চট্‌পট চড়ে বসল বুড়ীটা। তারপর একটুখানি দম নিয়েই মুরগীটাকে প্রাণ খুলে গালিগালাজ করতে লাগল।

—"কী হতচ্ছাড়া আহাম্মক মেয়েমানুষ! এখুনি ভিড় জমিয়ে ফেলবে।" কথাটা তার মনে হতে না হতে চতুর্দিক থেকে কৌতূহলী দর্শকেরা দলে দলে দৌড়ে আসতে লাগল। জনতার দিকে চেয়ে সে ক্রুদ্ধভাবে মনে মনে বলে—"লজ্জাকর!" কিন্তু তখনো সে টের পায় না যে, এই সংক্রামক বিশৃঙ্খলা প্রকোপের জন্য তার আপন মনের মহাবিশৃঙ্খলাই ষোল আনা দায়ী। এ সব তারই পরিণতি।

আরও একটা উপলব্ধি তার এখনও বাকী ছিল সেটা হ'ল, গৌরব এবং শক্তির অন্তিম মুহূর্তে তার অভিভাবনের (suggestion) ক্ষমতা আবার শতগুণে বৃদ্ধি পেয়ে তার মধ্যে ফিরে এসেছে। এই বিরাট ভিড়কে আজ সে যে ভাবে প্রেরণা জুগিয়ে দিল, তাদের পরিচালিত করল আর তাদের মধ্যে শক্তি ও দ্যোতনা সঞ্চার করল যেভাবে তাদের টগবগ ক'রে ক্ষেপিয়ে তুলল এমনটি সে ইতিপূর্বে কখনও পারে নি! কেবল মাত্র আপন ইচ্ছাকে নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতাই তার নেই। আর সেই জন্যেই, তার মনের মধ্য দিয়ে যতো বাজে

খেয়াল এবং জঘন্য ধারণা প্রবাহিত হচ্ছে সেগুলি তৎক্ষণাৎ তার আশপাশের মানুষগুলির মধ্যে সঞ্চারিত হয়ে যাচ্ছে আর এগুলোকে তারা নির্দেশ হিসেবে গ্রহণ করছে।

চিত্তের ওপর যে দখল থাকলে নিরন্তর ফেনিল কল্পনাগুলির আগাম খবর মন পেতে পারে এবং কল্পনার বাঁক-মোচড়গুলোকে সে আগে থেকেই নিয়ন্ত্রিত করতে পারে—কোনও মানুষের পক্ষে কি চিত্তের ওপর অতোখানি কর্তৃত্ব থাকা সম্ভব? "অতো উদ্বিগ্ন হয়ো না!" ভিড়কে সে বলল আর অমনি জনতা আদেশ মেনে নিল। কিন্তু সেই মুহূর্তেই এক কদাকার অতিকায় ষণ্ডামার্কা লোককে দেখে তার মনে হ'ল, লোকটা যেন ষাঁড়। সঙ্গে সঙ্গেই লোকটা থাবা পেতে মাটিতে হামাগুড়ি দিয়ে হাম্বা-হাম্বা ডাক ছেড়ে আশপাশে দণ্ডায়মান দর্শকদের দিকে তেড়ে চলল। লোকগুলো শান্তভাবে দাঁড়িয়ে তার গুঁতো খেতে লাগল (এই ত এক্ষুণি তাদের বলা হয়েছে, উদ্বিগ্ন হয়ো না!) আর তাতে ক'রে বিশৃঙ্খলা বাড়ল পরিস্থিতি জটিলতর হয়ে উঠল।

লিউবিমভের মানুষগুলো অনুগতভাবে এবং বেশ দক্ষতা সহকারে আপন-আপন নির্ধারিত কাজ ক'রে চলল—তার মধ্যে অনেকগুলোই লিওনার্দের নির্দেশক্রমে তারা করছে অথচ লিওনার্দ নিজের অজ্ঞাতেই তাদের চালাচ্ছে! মেয়েরা গা থেকে পোশাক-আশাক খুলে ফেলল। পুরুষেরা দলে দলে ভাগ হয়ে গিয়ে পরস্পরের সঙ্গে নির্মম ভাবে লড়তে লাগল, অযথা হৈ-হট্টগোল করছে না কেউ, তারা সর্বতোভাবে যৌথ দায়িত্ব পালনে তৎপর! যুক্তি বিচারের বয়স হয় নি এমন অপরিণত বয়সী ছেলে-মেয়েরা গৃহপালিত পশুদের অনুকরণ করছে আর জন্তু জানোয়ারেরা আপন সহজাত আকার ও প্রকৃতি নিয়েই হট্টগোলে যোগদান করল। স্বৈরতন্ত্র এবং জনগণের স্বাধীনতার সামঞ্জস্যকে যে ভাবে লোকেরা তালগোল পাকিয়ে তুলেছিল, জানোয়ারের দল তাকে আরও ঘোরালো ক'রে তুলল।

মুরগীরা কাক ডাকছে, ছাগলে ঘেউ ঘেউ করছে, একটা গরু মিয়াঁও-মিয়াঁও ডেকে লাফ দিয়ে বেড়া ডিঙোলো। যে চাষাটা নিজেকে ষাঁড় ভেবেছিল সে তার বান্ধবীর দিকে ধাওয়া করল।

"জাহান্নামে যাও, হতচ্ছাড়া মরে যাও!" আসলে মেকপীস ওই কামার্তটিকে সংযত করতে চেয়েছিল—লোকটা যে লজ্জাসম্ভ্রমের মাথা খেয়ে বসে আছে সেটা ত স্পষ্টই বোঝা গেছে! কিন্তু যুবকটি গর্জন ক'রে মেকপীসের দিকে

জলন্ত ঘৃণাভরা দৃষ্টিতে স্থিরভাবে চেয়ে রইল এবং হৃৎপিণ্ড ফেটে মরে' পড়ে গেল।

অপেক্ষাকৃত দৃঢ়তা সহকারে যে সব প্রজা উচ্ছৃঙ্খলতা করছিল তাদের সংযত করার উদ্দেশ্যেই সাময়িকভাবে অচেতন করতে চাইল—কিন্তু বার বারই 'ঘুমোও' বলতে গিয়ে তার পরিবর্তে সে 'মরো!' ব'লে বসছে!—এইভাবেই একবার মরে' যাওয়ার পর, ঘুমন্ত মানুষগুলো আর কিছুতেই জাগছে না।

অবশেষে প্রচণ্ড হিংস্র ভাবে চেষ্টা করার ফলে অতি অল্পকালের জন্য সে ভিড়টা ভেঙে দিতে পেরেছিল। কিন্তু তার এই হিংস্রতার প্রতিক্রিয়াতে ভিড়ের প্রতিটি পুরুষ বা নারী মস্তিষ্ক বিকারের দরুণ ভ্রষ্টতা কিংবা উগ্র আক্রমণের ভঙ্গীতেই পাথরের মতো হিম হয়ে গেল! তার সামনে উঁচুদিকে হাত-পা তুলে পড়ে' থাকা কিংবা ভাঙা-থেঁতলানো বিকৃত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের অরণ্য—এই দৃশ্যে তার স্নায়বিক বিকার ঘটল। 'চেয়ে ছাখো ওই বুড়োটাকে, কুকুরের মতো দাঁত বার ক'রে রয়েছে। এবার লোকটা ঘেউ ঘেউ শুরু করবে।' তার অন্তর থেকে কে যেন কানে কানে এই কথাটি শোনাল,—আর ঠিক তাই হ'ল, লোকটা ঘেউ ঘেউ জুড়ে দিল এবং গোটা দৃশ্যটি নূতন এক হিংস্রতার তাণ্ডবে মেতে উঠল।

চিত্তবৈকল্য সম্পর্কে সতর্ক হও…। হুঁশিয়ার ভাবে চিন্তা করতে শেখো, অভিপ্রেত উদ্দেশ্যের দিক থেকে যে রেখাটি সরল এবং শক্তভাবে চলে এসেছে সেইটি ধরে' সোজা সামনে চলতে থাকো। সেই রেখাটি যেমন ত্বরিত, তেমনি অবিমিশ্র এবং অকম্পিত—ঠিক যেন তীরের মতো! সরল ভাবে চিন্তা করো।…তুচ্ছ বিষয়ে নিজেকে অপচিত ক'র না।…আজে-বাজে ধারণার দ্বারা বাতাসকে কলুষিত ক'র না!…তার পরিণাম কী তা তোমার জানা নেই।…

মেকৃপীস সেই গোলাবাড়ির বেড়ায় ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে—নড়তে সে ভয় পাচ্ছে। কোনও একটি অবিবেচিত কথা বললেই কিংবা ভঙ্গী করলেই গোটা শহরটা হয়ত আপনা থেকেই উপড়ে ব্যাঙের মতো লাফ দিতে দিতে জঙ্গলে আর জলায় গিয়ে সেঁধোবে! কিন্তু এখন, তার সহায়তা ছাড়াই, ঘটনাবলী স্বাধীন ভাবে আপন পথে চলেছে। ঝাঁটা হাতে যে অগ্রদূতী এই ঘটনাবলীর প্রথম উদ্বোধন করেছিল, ইতিমধ্যে সে নিজের কাজ সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হয়ে গিয়েছে এবং আকাশের এমুড়ো থেকে ওমুড়ো অবধি

ঝাঁট দিতে লেগে গিয়েছে। বাড়ির ছাদের মাথার ওপর দিয়ে সমানভাবে ঝেঁটিয়ে চলেছে আর পবন চক্রের (windmill) মতো ঘুরছে—আর তার উদ্ভট বাণী বিস্তার করতে লাগল :

"আই আই চুমো খাও আমায় ট্যারা-চোখো শয়তান দয়া করো ক্ষুদে বুভুক্ষু জ্বালাময় মধুর জন্ম দাও দামাল ছেলেদের ফয়েখটভাঙ্গারের মতো সিন্ধু ঘোটকের দাঁত থাকবে ট্যাঙ্ক আসছে গুঁড়ো করো কামড়াও ট্যাঙ্ক আসছে দৌড়োও লেনিন্‌গ্রাদে পালিয়ে এস।"

এই বলে ও অদৃশ্য হ'ল আর তার সঙ্গে সঙ্গেই উত্তেজনা প্রশমিত হ'ল আর অবস্থা শান্ত হল। মেয়েরা তাড়াতাড়ি নিজের নিজের কাপড়-চোপড় কুড়িয়ে নিয়ে ছুটে পালিয়ে গেল। আপন-আপন বাড়ির পিছনের বাগান থেকে তাদের কণ্ঠস্বর শোনা গেল—নিজের ছেলেদের বাড়ি যাবার জন্যে ডাকছে! পুরুষেরা নিজের নিজের মুখ থেকে রক্ত মুছে গরুবাছুরগুলোকে বাঁধল আর লাশগুলো কুড়িয়ে সরিয়ে নিল। পাল্লা দিয়ে প্রচুর মদ খাওয়ার পর যেমন হয় তাদের অবস্থা তেমনি—স্বরভঙ্গ হয়েছে আর অকারণেই বিমর্ষ ভাব। কিন্তু আসলে তারা কোন্ অবস্থার মধ্যে দিয়ে এসেছে বা তাদের কী ঘটছে—সে বিষয়ে তারা কি অবহিত? তারা কি মর্মার্থ উপলব্ধি করেছে? অন্ততঃ একজন পারে নি—সে হ'ল লিওনার্দ।

"দাঁড়াও! ব্যাপারটা কী? তোমরা সবাই চললে কোথায়?"

কেউ জবাব দিল না। জানলার খড়খড়ি বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, দরজায় খিল-ছিট্‌কিনি এঁটে দেওয়া হচ্ছে, ফটকগুলো টেনে বন্ধ করে দেওয়া হচ্ছে। সারাটা রাস্তা একদম ফাঁকা হয়ে গেল, একটু পরে দেখা গেল পথের ওপর একটি মোরগ-ছানা ছাড়া আর কেউ নেই। ছানাটা পথের ধুলো থেকে খুঁটে-খুঁটে খাচ্ছে। 'চিক্-চিক্-চিক্' লিওনার্দ ছানাটার মায়ের মতো শব্দ ক'রে ডাকল। আবার, এবার আরও জোরে ডাকল, 'চিক্-চিক্-চিক্'। কিন্তু ছানাটা সেদিকে কানই দিল না। আর গম্ভীরভাবে নিজের ধুলোর কারবার চালিয়ে যেতে লাগল। বাচ্ছাটা মোটেই ভয় পায় নি, পালিয়েও গেল না, কিন্তু তার ডাকে সাড়াও দিচ্ছে না। বাচ্ছাটার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতেই জেনারেলিসিমো অনুভব করল যে, ভূমিকম্প হচ্ছে। মাটিতে কান লাগিয়ে তার মনে হ'ল অনেক দূরে একটা ধাতব স্পন্দন হচ্ছে। অতি ক্ষীণ শব্দ কোনো রকমে শোনা যাচ্ছে।

কেন্দ্রী দফতরে ফেরার পথে একটি জনপ্রাণীও তার নজরে পড়ল না। এখন তার মনে হচ্ছে যে সাম্প্রতিক তাণ্ডবটা কয়েকটি পথেই সীমাবদ্ধ ছিল, কিন্তু গোটা শহরের সব মানুষই সম্ভবতঃ ওই দূরাগত গুরু-গুরু শব্দটাতে ভয় পেয়েছে—শব্দটা ক্রমেই জোরদার হয়ে উঠছে। তারা ভয় পেয়ে নিজের-নিজের গর্তে সেঁধিয়ে গ্যাঁট হয়ে বসে গেছে।

তার বাড়ি থেকে শ-খানেক গজ দূরে পৌছতেই লিওনার্দ শুনতে পেলে তার পড়ার ঘরে ঘণ্টার আর্তনাদ উঠছে। বাকী পথটুকু সে ছুট দিয়েই পার হ'ল। সদর দরজাটা খোলা হাঁ-হাঁ করছে আর সবগুলো ঘরের ভেতরে শুধু হাওয়ার হামলা চলেছে। দেয়ালের গায়ের কাগজের শূন্য গর্তগুলো হাঁ করে রয়েছে। কিন্তু বিজ্ঞান তাকে পথে বসায় নি : সিগ্ন্যালের কাজকর্ম ঠিক-ঠিক চলেছে। তার ডেস্কের ওপর নগরের মানচিত্রের চারধারে চক্রাকারে আলোগুলো জ্বলছে-নিভ্ছে। চক্রটা ক্রমেই ছোট হয়ে আসছে। কলম-কাটা চাকুটা দিয়ে মেক্পীস দেয়ালের একখানা একশ রুব্লের নোট কেটে তোলার চেষ্টা করল—কিন্তু ফলাটা পিছলে বেরিয়ে এল। এখন আর একটি আলোও জ্বলছে না, না কোনো ঘণ্টা বাজছে! সবগুলি তার কাটা হয়ে গেছে।

"ভিটিয়া! ভিটিয়া!" দু-চাকার সাইকেলখানা উঠোনের ওপর বার করবার সময় সে চিৎকার করল। কোনো উত্তর এল না। কারখানা পরিত্যক্ত! লিওনার্দ এখন অনুভব করছে তার পায়ের তলায় মাটি কাঁপছে।

সাইকেলে পাদানিতে পা রাখার আগে সে আবার ডাকল—"ভিটিয়া!"

এখন গুরু গুরু আওয়াজটা আরও জোর ধরেছে। তিন দিক থেকে উভচর (amphibious) ট্যাঙ্ক এগিয়ে আসছে—নগরকে বেষ্টন করার জন্যে। আধুনিক যুগের ব্রণ্টোসরের মতো তারা পয়ঃপ্রণালীর মধ্য দিয়ে হেলে-দুলে চলে আসছে, জলাভূমির ওপর দিয়ে সাঁতার কেটে পার হয়ে এগোচ্ছে, বেঁটে বেঁটে ফার গাছ আর আগাছাপূর্ণ বার্চের জঙ্গল মাড়িয়ে দিয়ে চলে আসছে। আর যখন সামনে এগিয়ে আসছে তখন তার চাকায় কাদা আর আবর্জনার প্রলেপ মাখানো আর জলজ কুমুদ এবং গাছের ডাল যেন মালার মতো জড়িয়ে রয়েছে। তারা যে ফসল মাড়িয়ে দিচ্ছে কিংবা বেড়া পিষে দিচ্ছে, কুঁড়েঘর গুঁড়িয়ে দিচ্ছে, তার পিছনে কোনও দ্বেষ অথবা রণকৌশল নেই, নিজেদের সুবিধের জন্যে তারা ইচ্ছে ক'রে এগুলো করছে না। আসলে অনেক-অনেক

দূর থেকে রেডিও দ্বারা তারা পরিচালিত হচ্ছে। অবশ্য ট্যাঙ্কের ভেতরে অতি সূক্ষ্ম (sensitive) যন্ত্রপাতি লাগানো রয়েছে—কিন্তু সেই যন্ত্রে সামনের বাধার ধরনটা সব সময়ে ধরা পড়ে না। তাতে গাছ আর বাড়ির কোনো পার্থক্য সূচিত হয় না। কোনো মানুষে এগুলো চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছে না, ভেতরটা ফাঁকা, যেন বর্মবেষ্টিত গবাদি পশুর দল এগিয়ে চলেছে। কোনো গোলা-গুলী ছোঁড়া নেই। কেবলমাত্র পথের বাধাকে মাড়িয়ে গুঁড়িয়ে ভবিষ্যতের ভিতরে প্রবেশ করছে।

বন্দুকধারী একটা লোক ঝোপের ভেতর থেকে লাফ দিয়ে বেরিয়ে এসে, ওই দৈত্যগুলির একটিকে লক্ষ্য ক'রে দুই প্রস্থ ছোট ধরনের গুলী ছুঁড়ল। একটাও গুলী না-ছুঁড়ে লিউবিমভ্‌কে আত্মসমর্পণ করতে দেবে না ভিটিয়া কোচেটভ্‌। এই ধরনের শত্রুকে নিয়ে কী করা উচিত,—অবাক হয়ে এই কথা ভেবেই বোধহয় দানবটা থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছিল। শব্দ এবং চিত্রগ্রহণের যাবতীয় যন্ত্রপাতি একবার খুলেমেলে দিল কিন্তু কিছুই গ্রহণ করল না দানবটা। কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকার পর, মনে হয় যেন, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নীরবে গভীরভাবে চিন্তা ক'রে নিল। তারপর সতর্কভাবেই রাস্তার দিকে হঠাৎ তার ওপরের ঢাকনাটা খুলে গেল। ভূতপূর্ব গুপ্তচরকে কেটে আধখানা ক'রে ফেলল—নগর রক্ষার এক এবং অদ্বিতীয় চেষ্টাকারী বিনা আর্তনাদে ভূতলে পড়ে গেল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

• এবং শেষ

সেবার গ্রীষ্মের শেষের দিকে ফাদার ইগ্‌নেশিয়াসের কাছে এক তীর্থযাত্রিণী এল, গরীব বৃদ্ধা, নগর থেকে আগন্তুক—ও বলল, লিউবিমভ্‌ থেকে আসছে। ও নাকি এই পঞ্চাশ মাইল পথ জঙ্গল ভেঙে পায়ে হেঁটে এসেছে! ওইরকম জরাজীর্ণ শরীরে এই পথযাত্রার ধকল সয়ে বুড়ীটা বেঁচে আছে কি ক'রে—যে শোনে সে-ই অবাক হয়! বৃদ্ধা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন এক টুক্‌রো কাপড়ে বেঁধে খানিকটা ঘরে তৈরী পনীর সঙ্গে এনেছে আর তিনটি এক রুব্‌লের মুদ্রা—দু'টো পূজোর জন্যে! একটি হ'ল লিওনার্দের মঙ্গলের জন্য—লিওনার্দ ভগবানের সেবক। আর একটি পরলোকগত ঈশ্বরের সেবক স্যামসনের আত্মার কল্যাণার্থে।

"খুব সম্প্রতি মারা গেছেন?" পুরোহিতটি প্রশ্ন করলেন। তিনি খুব নিষ্ঠাসহকারে অনুষ্ঠানাদি করতে চান আর জানতে চান মৃত ব্যক্তিটি কি ধরনের মানুষ ছিলেন। —"খুব সুন্দর আর প্রাচীন নাম স্যামসন!" সম্ভ্রমভরে তিনি বললেন।

"খুব সেকেলে, ফাদার, বরাবরই সেকেলে।" বৃদ্ধা খুব খুশী হয়ে বলল—
—"তাঁর কোনো কিছুই একেলে নয়।"

"আচ্ছা মা, একথা কি সত্যি, তুমি কি বলতে পারো আমায়—ওই যে লোকে বলে, লিউবিমভে ভারি জোর সব হাঙ্গামা হয়েছিল—পাপ আর আইন-ভঙ্গ আর রাজদ্রোহ আর মারপিট, আর খৃষ্ট আর পবিত্র চার্চের প্রতি বিশ্বাসের জন্যে নাকি কাউকে কাউকে শাস্তি ভোগ করতে হয়েছে?"

"সব রকমের হাঙ্গামাই হয়েছে ফাদার, সব রকমের হাঙ্গামা!" কিন্তু লিউবিমভে কি কি ঘটেছে তা সঠিক ওর পক্ষে বলা সম্ভব নয় ব'লেই মনে হ'ল।

ফাদার ইগ্‌নেশিয়াসের যাজক পল্লীটির দারিদ্র্যকে কল্পনা পরাস্ত করতে পারে না—এতই দীন তার অবস্থা। আর এখানকার গির্জাটির চতুর্দিক এমনই জঙ্গলে বেষ্টিত যেন মনে হয় পৃথিবীর শেষ সীমান্তে এটি দাঁড়িয়ে রয়েছে—

যেন পৃথিবীর একেবারে প্রান্তদেশ আঁকড়ে রয়েছে। আর এটি সত্যিই পৃথিবীর শেষ সীমান্তেই রয়েছে এবং এখনও দাঁড়িয়ে রয়েছে তার কারণ এখানে মাত্র দু-চারটিই যাত্রী আসে। একমাত্র যাদের সান্ত্বনা দেওয়া এর পক্ষেই সম্ভব—তারা হল কয়েকটি বৃদ্ধা আর এতই জরাগ্রস্ত তারা যে অনেক আগেই তাদের মৃত্যু হওয়া উচিত ছিল।

কিন্তু পুরোহিতটি খুব আবেগ সহকারেই প্রার্থনা করেন আচার অনুষ্ঠানগুলি নিখুঁতভাবে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পালন করেন—ধীরে সুস্থেই সব করেন আর নিজে হাতেই সব জোগাড়যন্তর করেন তিনি, কেন না তাঁর কোনো সহকারী নেই। কেমন ক'রে যেন প্রতিটি পূজোর কালে জন কয়েক বৃদ্ধা ঠিক হাজির থাকে। রবিবার ছাড়া সপ্তাহের অন্যান্য দিনে তিন চার জন আর রবিবারে এবং উৎসবের দিনে সে তুলনায় লোক-সমাগম বেশিই হয়ে থাকে। যেদিন যাত্রিনীটি এল সেদিনও সাধারণতঃ যেমন থাকে তেমনি গির্জার মেঝের ওপরে যাত্রীরা লম্বা হয়ে শুয়ে রয়েছে—ওরা যেন প্রকাণ্ড পুরনো পোকায় খাওয়া সব জংলা ব্যাঙের ছাতা। ওরা সাষ্টাঙ্গে প্রণত হয়ে পিতৃপুরুষদের আর সন্তান সন্ততিদের পাপক্ষালনের জন্য প্রার্থনা করছে, মৃত ও জীবিত সকলের জন্যেই তাদের প্রার্থনা।

পুরোহিত প্রথমে জীবিতদের জন্য এবং তারপর মৃতদের জন্য উপাসনা স্তোত্র পাঠ করলেন—প্রথমে লিওনার্দের জন্য এবং তারপর স্যামসনের জন্য। তিনি উচ্চকণ্ঠে উপাসনা মন্ত্র তান ক'রে আবৃত্তি করলেন, গাইলেন, আর ধূপ পোড়ালেন এবং মোমবাতি জ্বালালেন—সবই তিনি নিজে করছেন। আর, যদিও ওই বৃদ্ধাটি তাঁকে মাত্র ঘরে তৈরী পনীর আর তিনটি রুব্‌ল দিয়েছে তবু তিনি মৃতের জন্য বাড়তি একটি প্রার্থনা করবেন স্থির করলেন, এটা অবিশ্যি ধর্মীয় অনুষ্ঠান পদ্ধতি সংক্রান্ত গ্রন্থের কোথাও লিখিত নেই। এই প্রার্থনাটি তাঁর প্রিয়—একেবারে সেই পবিত্র খাশ এ্যাথস পর্বত থেকে এটি রাশিয়াতে এসেছে! আর তিনি এটাও জানেন যে, এরকম একটা শক্তিশালী প্রার্থনাতে কারও কোনো ক্ষতি হবে না—না স্যাম্‌সনের, না ঈশ্বরের সেই প্রিয় নগরীর যাতে সেই গ্রীষ্মে এত সব বিপর্যয় ঘটেছে।

'আমাদের পিতা' তিনি প্রার্থনা করলেন—'জীবনের ঝড়ঝঞ্ঝায় যে সকল আত্মা ভেঙে পড়েছে তাদের তুমি আনন্দ বিধান করো! হে আমাদের পিতা, পার্থিব জীবনে তারা যে দুঃখ পেয়েছে, অশ্রু ফেলেছে তাদের সেগুলির

অপনোদন মঞ্জুর করো। হে আমাদের পিতা, তাদের তোমার বুকে তুলে নাও আর জননী যেভাবে সন্তানকে সান্ত্বনা দেয় তেমনি ক'রে সান্ত্বনা দাও!'

পৃথিবী কিছুতেই ছাড়তে চায় নি, জোর করে তার কাছ থেকে একটু একটু ক'রে টেনে নেওয়া হ'ল, শেষ কালে অনিচ্ছাসত্ত্বেও আত্মাকে ছাড়ল আর আত্মা তখন তার পার্থিব দুঃখের স্মৃতি ফেলে রেখে উর্ধ্বে উঠতে লাগল। উর্ধ্বগতির প্রচণ্ড বেগে আত্মা হাসছে আর থর্থর্ কাঁপছে। তীরের ফলার মতো আত্মার স্বচ্ছ, বায়ব-অবয়ব ভেদ ক'রে একের পর এক আলোকরশ্মি বিচ্ছুরিত—তাই আত্মা এখন বহু প্রতীক্ষিত মুক্তির আনন্দ ছাড়া আর কিছু সম্পর্কে অবহিত নয়।

'……হে প্রভু যারা উৎপীড়ন-নির্যাতনে মরেছে, যারা নিহত হয়েছে, অবরোধে মরেছে, জল বা মাটি বা অগ্নির দ্বারা যারা গিলিত হয়েছে, আর যারা ক্ষুধা বা শীতের প্রকোপে কিংবা উঁচু থেকে পড়ে মরেছে,—তাদের পার্থিব যন্ত্রণায় সান্ত্বনা দাও আর তোমার অনন্ত কালস্থায়ী আনন্দ দাও। ……হে আমাদের পিতা যারা তাদের মেহনতের বোঝার চাপে পড়ে' মরেছে তাদের বিশ্রাম দাও। যে পিতামাতারা মৃত সন্তানের জন্য বিলাপ করে তাদের দুঃখ নিবারণ করো। হে প্রভু যারা শোকসন্তপ্ত নিঃসঙ্গ বা নিঃস্ব অবস্থায় মরেছে কিংবা যাদের জন্য প্রার্থনা করার কেউ নেই তাদের তোমার শান্তি বিধান করো।'……

পুরোহিত উদাত্তস্বরে উপাসনা বাণী আবৃত্তি ক'রে গম্ভীর অবিচল কণ্ঠে ঈশ্বরের কাছে আরজি পেশ করলেন। লিউবিমভের ভাগ্যে যে অমঙ্গল এসেছে তিনি তা জানেন—পাপ আর রাজদ্রোহ আর অত্যাচার আর রক্তপাত—আর তিনি নিজের প্রার্থনার মধ্যে সবকিছুই অন্তর্ভুক্ত করে ঈশ্বরের কাছে তাঁর সেবকদের মুক্তি চান—তারা যেভাবেই মরে থাকুক, বা যে দুঃখভার নিয়েই মরুক কিছু যায় আসে না। তিনি একজন গ্রাম্য পুরোহিত, তিনি ধর্মশাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত নন। কিন্তু তিনি একটি জিনিস জানেন: তিনি জানেন যে তাঁর এই গির্জাই যদি পৃথিবীর শেষ গির্জা হয় তাহলে তাঁকে এই পদে পৃথিবীর শেষ কিনারে হাজির থাকতে হবে এবং অধার্মিক মানুষদের মুক্তি প্রার্থনার কাজ চালিয়ে যেতে হবে ষাঁড়ের মতো, একটা মজুরের মতো, রাজার মতো—স্বয়ং ভগবানের মতো, যাঁর কর্ম আর করুণার অবধি নেই, তাঁরই মতো।

'আমাদের পিতা,' তিনি গম্ভীর কম্বু কণ্ঠে বললেন—'যারা তোমার পবিত্র

নামে দ্বেষনিন্দা ছিটিয়েছে তাদের কঠিন আইন ভঙ্গের জন্য আমরা দুঃখ বোধ করছি। হে আমাদের পিতা তুমি তাদের রক্ষা ক'র! অবিশ্বাসের নশ্বর ব্যাধিতে যারা ভুগছে তাদের তুমি ক্ষমা কর। তারা মহাপাপী কিন্তু তোমার করুণা ত মহত্তর। যারা অননুতপ্ত অবস্থায় মরেছে হে আমাদের পিতা। তুমি তাদের রক্ষা ক'র! যারা নৈরাশ্যের উন্মত্ততায় নিজেকে হত্যা করেছে তাদের তুমি রক্ষা ক'র আমাদের পিতা! যারা দিবারাত্র তোমার কাছে আকুতিভরে ক্রন্দন করে সেই বিশ্বস্তদের মুখ চেয়ে তুমি এদের রক্ষা কর পিতা! অপাপবিদ্ধ শিশুদের জন্যই আমাদের পিতা সেইসব শিশুর পিতামাতার পাপ ক্ষমা করেন। আর সন্তানদের পাপকে মায়ের চোখের জলে প্রায়শ্চিত্ত করতে দেন আমাদের পিতা।...'

মায়েরা সেখানে উপস্থিত ছিলেন, পুরনো ব্যাঙের ছাতার মতো গির্জার মেঝের ওপরে এখানে-ওখানে মায়েরা ছড়িয়ে রয়েছেন—তাঁরা এমনই অথর্ব হয়েছেন, গুটিয়ে দলা পাকানো অবস্থায় সর্বদা ঠক-ঠক্ ক'রে কাঁপছেন তাঁরা—তাঁরা যে এখনো বেঁচে রয়েছেন এটাই এক বিস্ময়! একা একা এইভাবে গির্জায় আসা ত ছেড়েই দাও, তাঁরা বেঁচে থাকার শক্তিটা কোথা থেকে পেলেন? ওঁদের দিয়ে সংসারের কোন্ কাজটা হবে?

তার পকেটে কিছু নেই আর দুনিয়ায় কোথাও তার নামে একটি পয়সাও নেই, তার পিছু পিছু ফাঁসির দড়ি ধাওয়া করে আসছে আর সম্মুখে যাত্রার কোনো নিশ্চিত ঠিকানা নেই—দুনিয়ায় কে তাকে কী পরামর্শ দিতে পারে? শুধু রাতের বেলা গ্রাম থেকে গা-ঢাকা দিয়ে, স্টেশনে চলে যাও, আর খুব চতুরভাবে, প্লাটফর্ম আর স্টেশন পুলিশের নজর এড়িয়ে কোনো একটা মালগাড়ির জন্যে ওৎ পেতে কাটাও। এই সময়ে অবশ্য সে পকেটের মধ্যে হাত ঢুকিয়ে খানিকটা পায়চারি করতে পারে!

পকেট একটা ভারি অদ্ভুত বস্তু! হয়ত তুমি ভাবছ যে শূন্য পকেট আর কোন্ কম্মে লাগবে—কিন্তু আসলে তোমার ট্রাউজারের পকেটে একবার হাত ঢুকিয়ে দাও, তাহলেই দেখবে তোমার বুকের ভেতরে খানিকটা ভরসা এসেছে, খানিকটা স্বাচ্ছন্দ্য! এ যেন একটা বাড়ির মতো ক'রে বানানো, যতো দারিদ্র্যই থাক, এর ভেতরে এমন একটি কোণ তুমি খুঁজে পেয়েছ যেখানে তুমি স্বাচ্ছন্দ্য আর শান্তি পাবেই! জীর্ণ আস্তরের তলা দিয়ে বন্ধুর মতো

নিজের পায়ের উষ্ণ স্পর্শ পাচ্ছ আর তোমার কেবলই ইচ্ছে হচ্ছে, আহা কোনো রকমে যদি নিজেকে পুরোপুরি পকেটের মধ্যে ঢুকিয়ে ফেলতে পারতে আর গোলাকার বলের মতো গুটি পাকিয়ে ওখানে বসে ঝিমনো অবস্থায় মিশ্রগন্ধ শুঁকতে কাপড়ের গন্ধ আর নির্দোষ এবং প্রতিনিয়তই অবাক ক'রে দেওয়া নিজের দেহ ত্বকের গন্ধ আর রুটির গুঁড়োর হাওয়া-হাওয়া শুক্‌নো গন্ধ!

রেললাইনের ওপর দিয়ে গা ঢাকা দিয়ে এগোতে এগোতে উদ্বিগ্ন দৃষ্টিতে কাঁধ বাঁকিয়ে আড় চোখে তাকাচ্ছ আর পাকস্থলীর যে সামান্য উত্তাপ এখনো অবশিষ্ট রয়েছে তাতেই আরাম বোধ করলে আর পিছু ধাওয়ার হাত থেকে লুকোবার জন্যে পকেটের আশ্রয় নিলে—এ যেন একটা গোপন অদৃশ্য জীবনে ঢোকার পথ। আর কোন্‌খানে গেলে এর চেয়ে গহন গভীরে তুমি নিজেকে লুকোতে পারতে, আর কোথায় গেলে এর চেয়ে সুখে কাঁদতে পারতে? তোমার পকেটকে বাদ দিয়ে কে-ই বা তোমার ভাবনা-চিন্তার অংশীদার হ'তে পারে?…এক পাত্র পান, আহা চমৎকার হয়…আর ওই প্লাট্‌ফর্মের ওপর পায়চারি করে' বেড়ানো…নিজের পকেটের ভেতরে হাত দুটো ঢুকিয়ে… রাজার মাসতুতো ভাই…নয়ই বা কেন? কে পরোয়া করে? কিন্তু ওরা যদি তোমায় থামিয়ে দেয়—'হাত ওঠাও!'—আর চুপিসাড়ে ঢুকে পড়ে, আর তোমার পকেটগুলোর ভেতর উল্টে বাইরে বার করে দেয়।…না না দুনিয়াতে যারা নিজেদের পকেট উল্টে দিয়ে, ভেতরটা বাইরে বার করে ঘোরে, তাদের মতো মানুষ হওয়া ভালো নয়।

ভাগ্যক্রমে একখানা মালগাড়ি স্টেশনে ব্রেক-ক'ষে থেকে তাকে খুঁটে তুলে নিল। একখানা খোলা ওয়াগনের লম্বা-লম্বা কাঠের বাক্সর আড়ালে মেঝের ওপরে সে আশ্রয় নিয়ে নিজেকে গুটিয়ে রাখল—এবার লেনি বসে বসে ঝিমোতে লাগল আর থুতু ফেলতে লাগল আর এখন সে কোনো কিছুই ভাবছে না! জীবনে এরকম সুখ, এমন অবকাশের আরাম আর এমন মুক্তির স্বাদ কখনো সে পায় নি। দায়িত্বের জোয়াল আর প্রেমের পীড়ন-যন্ত্রণা, উদ্বেগ, ভয় আর স্মৃতির বোঝা—সব কিছুই রেল রাস্তার পথের ওপর পড়ে গেছে আর সেগুলো সেখানেই পড়ে রইল। লেনি শুধু জানে যে তাকে যে-ক'রে হোক কিছু টাকা পেতে হবে আর একখানি পাসপোর্ট আর কিছু জামা-কাপড় আর একটি চাকরি—না খুব কাছাকাছি কোনো জায়গায় নয়, হয়ত ভোন্‌বাসে

না হয় চেলিয়াবিনস্কে অথবা কারাগাণ্ডায় এমনি কোনো জায়গায়। তবে তার ধ্রুব বিশ্বাস যে, নিয়তিই তার দায়িত্ব গ্রহণ করবে, এবং সামান্যতম চেষ্টা না করেও লেনি অন্য কারও পরিচয়পত্রাদি পেয়ে যাবে--নিয়তিই এনে তাকে উপহার দেবে। নিয়তি তাকে মাথা-গোঁজবার একটু জায়গা আর দু-চাকার সাইকেল মেরামতের দোকানেরও ব্যবস্থা করে দেবে। আর, একবার সেটা পেয়ে গেলে, ভিটিয়াকে আসবার জন্যে ডাকবে এবং ভিটিয়াও এসে পড়বে। তখন আবার সব ঠিক হয়ে যাবে। বরাবরের চেয়ে ঢের ভালোভাবে চলবে। কাঠের স্লিপারের ওপর দিয়ে যেমন সাবলীলভাবে আর অনায়াসে চলে ঠিক তেমনি স্বচ্ছন্দে চলবে। ইঞ্জিনখানা মৃদু আর প্রাণ জুড়ানো বাঁশীর শব্দ তুলল —এমন ক'রে একমাত্র ভিটিয়াই বাজাতে পারে বাঁশী, হাতে উখো কিংবা বাটালি নিয়ে সে অমন বাঁশী বাজায়। এমনি ক'রে লেনিকে নিজের বুকে জড়িয়ে ট্রেনখানা চলে গেল।

তাই ত, অধ্যাপকমশাই! আপনার আর কোনো খোঁজ-খবরই পাই না কেন? আগের মতো আপনি আর আসেন না কেন, আমার পিছনে লেগে থাকেন না কেন? আমি ত লেখা প্রায় শেষ ক'রে এনেছি অথচ কি লিখব না-লিখব সে বিষয়ে পরামর্শ দিচ্ছেন না কেন? আমার মূল লেখার ওপরে আপনার হাতের সংশোধনও দেখতে পাচ্ছি না, কিংবা আমার এই চোথা লেখার কাগজের ওপরে আপনার নামের মোহরের ছাপ পড়ছে না—কেন? হয়ত আপনি ভেবেছেন যে, আমি ম'রে গেছি আর লিউবিমভ নগরী সম্পূর্ণভাবে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে—এখন আর এর মধ্যে আপনাকে আকৃষ্ট করার মতো কিছু নেই? জানেন, অবস্থাটা কিন্তু অতোখানি নৈরাশ্যকর নয়,—অবিশ্যি এটা ঠিক যে, এক বছরের ওপর হয়ে গেল আমরা স্বাধীন রাজ্যের মর্যাদা খুইয়ে আবার আগের মতো একটা আঞ্চলিক কেন্দ্রে পর্যবসিত হয়েছি। হ্যাঁ, কিছু লোককে অবশ্য বাছাই ক'রে নেওয়া হয়েছে, তেমনি অনেকের কোনো খোঁজ-খবরই পাওয়া যাচ্ছে না। অবিশ্যি কারণ বই কোনো কার্য হয় না। কিন্তু এখনো অনেক পুরনো বাড়ি অক্ষত অবস্থায় দাঁড়িয়ে রয়েছে, এমন কি কোথাও কোথাও গোটা রাস্তার সবকিছুই অবিকৃত রয়েছে। বাকীগুলোকে আবার নতুনভাবে গড়ে তোলা হয়েছে এবং সেগুলো নবাগতদের দ্বারা ভর্তি হয়েছে। মঠটা এখনো খাড়া দাঁড়িয়ে রয়েছে। আর দেখতেই ত

পাচ্ছেন, আমি জল-জ্যান্ত রয়েছি, সুস্থ ও সবল আছি তাতে কোনো ভুল নেই—আশা করি আপনিও তাই আছেন! অবিশ্য আমার একটা ব্যাপারে দুশ্চিন্তা ছিল—আর সেটা আমি যে আঁচ করি নি তা নয়। কিন্তু সেমিঅন গাভ্রিলোভিচ তিশেংকো, ভগবান তাঁর মঙ্গল করুন, সাক্ষ্য দিয়েছে এবং সেই ষড়যন্ত্রের অভিযোগে জড়িয়ে পড়ার হাত থেকে আমায় বাঁচিয়েছে। হ্যাঁ, তাকে অপেক্ষাকৃত গৌণ ভূমিকায় নামিয়ে দেওয়া হয়েছে; এটা সত্যি (এখন আর সে প্রথম সেক্রেটারি নয়) কিন্তু ওইরকম একজন অসাধারণ ব্যক্তির মতামত এখনও রীতিমত গুরুত্ব বহন করে, তাতে কোনো সংশয় নেই। অতএব নির্ভাবনায় কোনো এক সন্ধ্যায় আমার এখানে আপনি চলে আসুন—আগে যেমন আসতেন। তাছাড়া, আমি ত ঘরের দরজা বন্ধ না ক'রে লিখতে বসি না—কাজেই মাঝপথে আর কারুর এসে পড়ারও কোনো আশঙ্কা করবেন না আপনি। বাস্তবিকই আপনি আসছেন না কেন অধ্যাপক মশাই? অন্ততঃ কোনও একটা সাঙ্কেতিক চিহ্নেও ত আপনি আমায় জানান দিতে পারেন! আমার লেখার লাইনগুলোর মধ্যে যে-কোনো ফাঁকে একটি অক্ষর আপনি লিখে দিন তাহলেই আমি সব বুঝে ফেলব এবং সবই বিশ্বাস করব। না? জানেন, আপনি আমায় নিরাশ করলেন। আমি ত কখনও আপনাকে ক্ষুণ্ণ করার মতো কোনো কাজ করি নি। আপনার জীবনী ত আমিই লিখেছি—তাই না? আর লেনির মায়ের কথাটা একবার ভাবুন, তিনি ত আপনার আত্মার সদ্গতির জন্যে প্রার্থনার বন্দোবস্ত করেছিলেন—এর জন্যে তিনি নিজের পকেট থেকে নগদ তিন-তিনটি রুব্‌ল খরচ করেছেন। অথচ আপনার পুরনো সহকর্মী সামান্য একটা অনুরোধ করেছে সেটুকুও গ্রাহ্যের মধ্যেই আনতে চাচ্ছেন না। দেখুন স্যামসন, স্যামসনো আমি নিজের জন্যে কিছু চাইছি না, আর আমার এই বইখানির জন্যেও কিছু চাইছি না। এখানা ত আপনার সাহায্য না নিয়েও প্রায় শেষ করে এনেছি। আমাদের এই নগরের জন্যেই আমার দুশ্চিন্তা, আমাদের দেশ, আমাদের নিজের দেশ—আপনার নিজের দেশ, শ্রীযুক্ত প্রোফেরান্‌সভ, যে দেশের দিকে আপনি পিছন ফিরেছেন এবং বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন! ঠিক আছে, ঠিক আছে, আমি একটুখানি তামাশা করছিলাম মাত্র। আচ্ছা আমরা যুক্তভাবে আবার উদ্যোগ করি না কেন এবং যাকে বলে যথার্থ সৎ প্রচেষ্টা তাই দিয়ে ইতিহাসের চাকাকে আর একটা পাক দিয়ে ঘোরাই

না কেন? আপনাকে মাত্র একটি কাজ করতে হবে, আমাদের লেনি মেক্‌পীসকে শুধু ফিরিয়ে দিন আপনি—আমাদের সম্রাট, আমাদের ইচ্ছা, আমাদের—শক্তি কিংবা আপনি যা খুশি তা-ই বলতে পারেন—আর আমরা নিমেষের মধ্যে আবার আপনাকে কমিউনিজ্‌ম্ বানিয়ে দেবো।…

একথা কেবলমাত্র আপনার আর আমার মধ্যেই থাকবে, আর কেউ জানবে না—কিন্তু কথা দিন যে নিঃশ্বাসের মধ্যে দিয়েও এর একটি অক্ষরও ফাঁস করবেন না, প্রোফেসর—আপনাকে যখন বলেছিলাম, অবস্থাটা ততো খারাপ নয়, তখন আমি মিছে কথাই বলেছি। আসল সত্যিটা হ'ল, এর চেয়ে খারাপ আর কিছু কল্পনাই করা যায় না। এখনও তদন্ত চলেছে। যে কোনো মুহূর্তেই নতুন একপত্তন ধরপাকড়ের জোয়ার বইতে পারে। ওরা যদি বাড়িটা খানা-তল্লাসী করে মেঝের পাটাতনের তলা থেকে এই পাণ্ডুলিপিটা হাতে পায় তাহলে আমাদের প্রত্যেককেই তুলে নিয়ে চলে যাবে। প্রোফেসর আমার কথা শুনুন। যত যা-ই হোক আপনি ত আমার সহ-লেখক। কিছুকালের জন্যে এই দুর্গত বইখানা সরিয়ে কোথাও লুকিয়ে রাখতে পারেন? আপাততঃ আপনার সিন্দুকে তুলে রাখুন না—যেখানে কেউ নাগাল পাবে না! রাখবেন? লেনির কাছ থেকে ত আপনার নিজের বইখানা ফেরত নিয়েছেন—তাহলে, আপনার কোনো সিন্দুক কিংবা তালাচাবি দেওয়া জায়গা আছে নিশ্চয়—একটা কোনো গোপন জায়গা…এর ওপর একটু যত্ন নেবেন কিছুকালের জন্যে। এটা আপনারই সম্পত্তি ব'লে স্বীকার করেন ত, না কি, করেন না?